পারুলবালা।

উপন্যাস।

কলিকাতা ১০৮ নং গরাণহাটা, পব্লিক লাইব্রেরী হইতে

শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

গুপ্তযন্ত্র,

২৫ নং নিমতলা ষ্ট্রীট্,—কলিকাতা।

শ্রীশ্রীনাথ লাহা দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গাব্দাঃ ১৩০০।

পারুলবালা।

——(—*—)——

প্রথম পরিচ্ছেদ

——(*)——

চৈত্রমাস। বসন্ত সময়, দিবা অবসান প্রায়, তপনকর আর প্রচণ্ড বলিয়া অনুভূত হইতেছে না, দিনমণি স্বীয় কিরণজাল জড়ীভূত করিয়া অস্তাচল শিখরে উপবেশন করিবার চেষ্টা করিতেছেন; বসন্ত সুস্নিগ্ধ সমীরণ সুমন্দ হিল্লোলে কানন সম্ভূত কুসুম ফুলের সুবাস অপহরণ করিয়া ধীরে ধীরে নবীন নধর কিশলয়দল দোলাইয়া, দ্বিরদগামিনী রমণীর কেশ কলাপ কাঁপাইয়া ঝুর ঝুর রবে প্রতিবাহিত হইতেছে; নানা জাতি পুষ্পকলি প্রস্ফুটিত হইয়া প্রকৃতির পরম শোভা পরিবর্দ্ধন করিতেছে; মধুলোলুপ অলিকুল সরসীকমলে কমলদলে নিমীলিত দেখিয়া দলে দলে গুন্ গুন্ রবে গুঞ্জরণ করিতে করিতে প্রত্যাগমন করিতেছে, কেহ বা মকরন্দ-পিপাসা শান্তির আশায় আধবিকশিত স্থলজকুসুমোপরি ঝঙ্কার করিতেছে; পরম পবিত্র পতত্রধারী বিহগকুল নবপত্র-সুশোভিত শাখী শাখে সমাসীন হইয়া অস্পষ্ট মধুর গুঞ্জনে গান করিয়া শ্রবণবিবরে পীযূষ ধারা প্রবাহিত

করিতেছে; পরমসুন্দর মানস রঞ্জন খঞ্জন সমূহ নর্ত্তন করিয়া বিশদ বসনা, বিম্বাধরা বিদ্যাধরীবালাকেও গঞ্জনা দিতেছে; ব্রততী সকল বিবিধবর্ণে বিকসিত ফুলভূষণে বিভূষিত হইয়া পাদপগণকে দৃঢ়ালিঙ্গন পূর্ব্বক জগৎ-বাসীকে দাম্পত্যবন্ধন শিক্ষা দিতেছে; কোন স্থানে ফুলকুলের দুই একটি দল মৃদুলপবনে ঈষৎ প্রকম্পিত হইয়া আবার স্বস্থানে অবস্থিত হইতেছে, তাহাতে বোধ হইতেছে যেন কোন লজ্জাশীলা কুলবালা মৃদুল-পবন প্রকম্পিত স্বস্থানচ্যুত অবগুণ্ঠন দ্বারা পুনরায় বদনাচ্ছাদন করিতেছে; নগরে বন্ধুগণ সায়ংকালীন সুখ সমীরণ সেবন মানসে দলে দলে নানা বিষয় আলাপন করিতে করিতে পথে পথে মন্থর গমনে পরিভ্রমণ করিতেছে; সম্মুখে শর্ব্বরী সমাগম সন্দর্শনে পান্থগণ লক্ষ্যস্থানের উদ্দেশে দ্রুতপদ বিক্ষেপ করিতেছে; গ্রাম বাসিনী রমণীগণ কুম্ভ কক্ষে বারি আনয়নার্থ জলাশয়াভিমুখে গমন করিতেছে, গো পালকগণ গোধন লইয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতেছেন; এই সময়ে একটি অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক গ্রাম্য পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। যুবকটির বদনকান্তি দর্শন করিলে ত্রিদশবাসী বলিয়া ভ্রান্তি উপস্থিত হয়। আকর্ণ-বিস্তারিত লোচনযুগল ঈষৎ নিমীলিত করিয়া, বিষাদ কালিমা বদনে মাখিয়া পথ অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। পথ-পর্য্যটন পরিশ্রমে ললাটে স্বেদবিন্দু কাঞ্চন ফলকে সন্নিবিষ্ট মুক্তাফলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। যদিও তাঁহার বসনাদিতে তাদৃশ পারিপাট্য পরিলক্ষিত হইতে-

কালই সুখের সময়—যতই বাল্য জীবন অতিবাহিত হইতে থাকে—যতই মানব যৌবন পথে অগ্রসর হইতে থাকে—যতই পাপ প্রবৃত্তি মানস মন্দির অধিকার করিতে থাকে, ততই তাহার সুখ-সূর্য্য অস্তমিত হইতে থাকে—সংসার দুঃখ পূর্ণ বলিয়া বোধ হইতে থাকে। আমাদের কুমুদকান্তের ও জীবন সেইরূপে অতিবাহিত হইতে লাগিল। বাল্যসহচর সহচরীদিগের মধ্যে অর্দ্ধেন্দু ও পুরবাসী পারুলবালার সহিত তাঁহার সৌহৃদ্যাধিক্য পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। তিন জনের এক মন, এক প্রাণ, আকার মাত্র প্রভেদ। তিনজনে এক সঙ্গে অশন—এক সঙ্গে উপবেশন—এক সঙ্গে শয়ন ও এক সঙ্গে ক্রীড়া কৌতুক করিতে ভাল বাসিত। কেহ কাহাকে পর বলিয়া ভাবিত না—কেহ কাহাকে ক্ষণকাল নয়নের অন্তরালে রাখিয়া থাকিতে পারিত না। বাল্যকালের কি অনুপম মহিমা! কি মহীয়সী শক্তি এ সময় হৃদয় পবিত্রতাময়—মানসে পাপাঙ্কুর অঙ্কুরিত হয় নাই, সুতরাং কোন বিষয়েই লজ্জা বা ভয় উপস্থিত হইত না এবং কেহ কোন বিষয়েও সন্দেহ করিত না। সুতরাং তিন জনে নির্জ্জনে বসিয়া কথোপকথন, পুস্তক পঠন, ধাবন, কুর্দ্দন প্রভৃতি বাল্যসুলভ ক্রীড়াদি দ্বারা বাল্যকাল অতিবাহিত করিতে লাগিল। এইরূপে বয়োবৃদ্ধি সহকারে তিন জনের মধ্যে ভালবাসা ও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

ক্রমে কুমুদকান্ত বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যৌবন সীমায় পদার্পণ করিল। যৌবন সীমাগমে তাঁহার ললিত-বদন-লাবণ্য রাকা শশধরের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। লোচন যুগল পদ্মপত্রের ন্যায় আকর্ণ বিস্ফারিত - নাসিকা

সুগোল—ললাট প্রশস্ত—বাহুযুগল আজানুলম্বিত—সকলই সুন্দর, যে অঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সেই অঙ্গই পরম সুন্দর অনুপম অনঙ্গমোহন। প্রকৃত কুমুদকান্ত যৌবন-সংমিলনে প্রকৃতই কুমুদকান্ত হইয়া দাঁড়াইলেন। কেলি ধৌত-বিনির্ম্মিত অলঙ্কারে অমূল্য রতন বিনিবেশীত হইলে যেমন তাহার প্রভা আরও বর্দ্ধিত হয়—কুমুদকান্ত একে ধনীর সন্তান তাহাতে রূপবান্ তাহাতে আবার কিছু লেখা পড়াও শিখিয়াছি সুতরাং সোণায় সোহাগা হইয়াছিল।

এখন আর কুমুদের সে ভাব নাই—সংসারের কপটতা বুঝিতে পারিয়াছে। বাল সুলভ কোমলতা গিয়াছে তারুণ্যজাত চপলতা সে স্থান অধিকার করিয়াছে। এখন আর সদা সর্ব্বদা পারুলবালা অর্দ্ধেন্দুর সহিত থাকিয়া কালাতিপাত করিতে পান না। তিনি সময়ে সময়ে মাতা মহীর বা মাসীর বাটীতে গিয়া বাস করিতেন এবং যখন নারায়ণপুরে থাকিতেন, তখন সংসারিক কার্য্যে পিতাকে যথেষ্ট সাহায্য করিত। বলা বাহুল্য যে তিনি সাতিশয় নিরহঙ্কার ও বিনয়া ছিলেন। শশাঙ্ক শেখর বাবু ও সময়ে সময়ে পুত্র হস্তে গার্হস্থ্য সমস্ত কার্য্য ন্যস্ত করিয়া কিছু সময়ের জন্য অন্তঃপুর মধ্যে অবসর গ্রহণ করিতেন। এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, বর্ত্তমান সময়ের মত তখন এদেশে ইংরাজী বিদ্যা অনুশীলন আরম্ভ হয নাই। তখন যৎসামান্য বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিলেই যথেষ্ট হইত। সুতরাং শশাঙ্ক শেখর বাবু বাঙ্গালা ভাষায় পুত্রকে বৈষয়িক কার্য্যের উপযুক্তা করিয়া বাটীতে অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া সংস্কৃত শিখাইতে লাগিলেন।

যামিনী কুমারী একমাত্র বংশধর কুমুদকান্তের পরিণয় নিমিত্ত শশাঙ্ক শেখর বাবুকে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধাবস্থায় প্রায়ই মানব দেহে ক্রোধ অধিক পরিমাণে প্রাদুর্ভূত হয়। সুতরাং সময়ে সময়ে এই উপলক্ষে উভয়ের মধ্যে অনেক তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইত এবং এমন কি একটু আধটু মাথামাথি গোছও হইত। কিন্তু বৃদ্ধ, রমণী রূপবতী বলিয়াই হউক অথবা বৃদ্ধাবস্থায় প্রণয়ের গাঢ়তা প্রযুক্তই হউক রমণীরত্নে কিছু বেশী আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং শারদীয়া গগনে জলধরের ন্যায় বৃদ্ধের মনে ক্রোধ অনেকক্ষণই স্থায়ী হইত। আর যামিনী কুমারী যদি বিরসবদনে ক্ষিতি-নিহিত-নয়নে মানভরে বসিতেন তাহা হইলে অমনি বৃদ্ধের ঘারে অশনি সম্পাত হইত। বৃদ্ধ প্রমাদে পড়িয়া প্রমদাকে প্রসন্ন করিবার মানসে প্রেমালাপে পরিতুষ্ট করিতেন। যামিনী বলিতেন দেখ তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ আর কতদিনই বা জীবিত থাকিবে। জীবিত থাকিতে পুত্রকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিয়া, পুত্র-বধূ-মুখ দেখিয়া যাওয়া কি তুমি সুকৃতির ফল বলিয়া বিবেচনা কর না?

শশাঙ্ক।—তুমি আমাকে রোজই মরিতে দেখ! মরিলে কি তোমার কিছু লাভ আছে বলিতে পার? যে কথাতেই তুমি বল 'আর তুমি কত দিনই বা জীবিত থাকিবে' জীবিত থাকিব না কেন, এই ত আমার ৪৫ না হয় ৪৬ বৎসর বয়ঃক্রম এখন আমার মোচের চুল সব পাকে নাই। ইহার মধ্যে মরিতে গেলাম কেন?

যামিনী।—আ-চুপ্ কর তোমায় মরিতে বলি নাই, চুপ্

কয়। বুড় বয়সে অত রাগ কেন; কোন কথা জিজ্ঞাসা কল্লে যেন একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠ।

শশাঙ্ক। গিন্নি! গিন্নি রাগ কল্লে নাকি?

কামিনী। না না রাগ করি নাই কি বল।

শশাঙ্ক। তা ছেলেটার বিবাহের কথা বল্‌ছ দু চার বৎসর যাক না কেন;" দেখে শুনে সুবিধামত পেলেই দিচ্চি।

কামিনী। সুবিধা আবার কি? একি জমিদারী কিন্‌ছ না গয়না গড়াচ্ছ যে, তাই সুবিধা দেখ্‌ছ। ছেলের বিয়ে দেবে তার আর সুবিধা অসুবিধা কি?

শশাঙ্ক। ওইত বলে স্ত্রীলোকের বুদ্ধি! বিলক্ষণ সুবিধা দেখ্‌ব না? আমার হল সবে ধন এক নীলমণি! শেয়ালে থেকো, কাকে ঠোকরাণ যা তা একটার সঙ্গে দিলেইত হল না।

কামিনী। শেয়ালে খেকো, কাকে ঠোকরাণ আবার কি।

শশাঙ্ক। আ! আমার অদৃষ্ট তাও বোঝ না গন্ধকাটা আর টাক পড়া! সে যাহা হউক আর বল্‌ছি কি—ছেলে এখন লেখা পড়া শিখ্‌ছে এ হল লেখা পড়া শিখবার সময়, এ সময় বিবাহ দিলে লেখা পড়ার অনেক অসু-বিধা ঘটিবে।

কামিনী। বোকা বুঝাইয়া দিলে আর কি! বোউ এসে কি ছেলের হাত মুখ ধরে রাখ্‌বে না বেঁধে রাখ্‌বে, তাই ছেলের বিদ্যা হবে না। ওটা লোকের ভুল যে বিয়ে হলে আর লেখা পড়া হয় না।

শশাঙ্ক। কেন আপনা দিয়ে দেখ না কেন! আমি যে

বৃদ্ধ হইয়াছি তবুও ত তোমায় ছাড়িয়া একদণ্ড থাকিতে পারি না, সর্ব্বদা মনে হয় যেন তোমায় লইয়া অন্তঃপুরেই থাকি! আরও একটা কথা অল্পবয়সে বিয়ে দিলে মনের মধ্যে বিলাসিতা স্থান পায়।

যামিনী কুমারী এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অধিক কিছু বলিতে সাহস করিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শশাঙ্কশেখর বাবুর প্রাসাদের অন্তঃপুর পুরোভাগে এক পরম রমণীয় প্রমোদ কানন। মধ্যস্থানের একটি স্বচ্ছ তড়াগ নীরে সায়ংকালীন সমীরণ ভরে তরঙ্গমালা উত্থিত হইতেছে। স্থানে স্থানে বিকশিত নলিনীদলে ভ্রমর সকল ঝঙ্কার করিতেছিল; পবন-প্রকম্পিত সরোরুহদলে বিলোকন করিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন সরোজিনী প্রাণপতি প্রভাকর সমক্ষে নব সখা ভ্রমরকে সমাগত নিরীক্ষণ করিয়া সমস্ত বিকম্পিত করিয়া ইঙ্গিত দ্বারা তাহাকে নিকটে আসিতে নিষেধ করিতেছে, আর প্রভাকর নিজ ললনা পারুলবালাকে কলঙ্কিনী বিবেচনা করিয়া এবং অলঙ্কারের প্রতি কুপিত হইয়া রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন রশ্মিজালে উভয়কে বিদগ্ধ করিয়া গেলেন, কিন্তু এখন বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন আর অঙ্গে সে যৌবন-সুলভ সামর্থ্য নাই, সুতরাং বিফল প্রয়াস হইলেন; শেষে লোক-সমাজে মুখ

দেখাইতে অসমর্থ হইয়া নীলাম্বর পয়োনিধি নীরে পারুলবালা নিমগ্ন হইলেন, এবং স্বকর্ম্ম লজ্জা-প্রযুক্ত অবগুণ্ঠনে বদনাচ্ছাদন করিয়া সয়নী কমলে শায়িত হইলেন। উপবনের চারিধারে নানাবর্ণের ফুল ফুল বিকশিত হইয়া মৃদুল পবন ও জীব-সমাগম শূন্য নির্জ্জন স্থান পাইয়া নির্ভয় অন্তরে কুসুম নিচয়ের সর্ব্বস্ব-রতন সুসৌরভ অপহরণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে বহুসংখ্যক জুঁই জাতী, মালতী প্রভৃতির বৃক্ষ অবিরলভাবে সন্নিবিষ্ট হওয়াতে দিবসেও তপন কিরণ তাহার মধ্যে সরলভাবে প্রবেশ করিতে পারে না; আবার স্থানে স্থানে দুই চারিটি আলবাল দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিয়া স্থানটিকে নয়ন-রঞ্জন করিয়াছে। আজি পূর্ণিমা রজনী। পূর্ণেন্দু নীলাম্বর তলে উদিত হইয়া স্বীয় সুবিমল সুস্নিগ্ধ চন্দ্রিকাচয় বিকীর্ণ করিয়া জগৎ হাসাইতে লাগিলেন। এইরূপ সময়ে যখন নীল গগনে পূর্ণ শশধর বিরাজিত, তড়াগের পবন তাড়িত নীরে অগণিত তারকাবয় প্রতিফলিত, আর চন্দ্রমার ধবল চন্দ্রিকায় ক্ষিতিতল প্রফুল্লিত, সেই কালে আলবালে পরিবেষ্টিত লতামণ্ডপ মধ্যে এক অসামান্য রূপ-লাবণ্য সম্পন্না রমণী মূর্ত্তি নয়নপথে নিপতিত হইল। প্রশান্ত স্পন্দ হীন মূর্ত্তি! নবনী লাঞ্ছিত সুকোমল মূর্ত্তিখানি বিধাতার শিল্পনৈপুণ্যের আদর্শ স্থল। জলদ গাঢ়-কৃষ্ণ-কেশ-বিরচিত রত্ন খচিত বেণী ফণিনীর ন্যায় কামিনীর পৃষ্ঠদেশে লম্বমান। কামিনীর মীনকেতন শরাসন চাপ তুল্য ঈষৎ বঙ্কিম ভ্রুযুগল তিল কুসুম গর্ব্ব খর্ব্বকারী, উন্নত নাসিকা, গৃধিনী বিনিন্দিত শ্রবণ, মুখ রক্তাভা, সুবর্ণ কান্তি নয়নে নিরীক্ষণ করিলে তাঁহাকে

সামান্য রমণী বলিয়া বোধ হয় না। বোধ হয় শোভনা রোহিনী স্বীয় সপত্নী সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিতা হইয়া পতির প্রতি কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক নিভৃতস্থলে মান-হলাহল জর্জ্জরিত কলেবরে আনতবদনে উপবিষ্টা, আর শশাঙ্ক, ললনাকে মানিনী দেখিয়া দূর হইতে শঙ্কিত অন্তরে তাঁহার মান অপনোদনের চেষ্টা করিতেছেন, নিকটে আসিতে সাহস হইতেছে না ; তাহাতেই বোধ হয় এখনও লতাকুঞ্জে চন্দ্রালোক প্রবেশ করে নাই।

সে যাহা হউক রমণী করতলে গোলাপ-রাগ রঞ্জিত কপোল বিন্যস্ত করিয়া, নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া উপবিষ্টা। মুহুর্মুহু উত্তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাস নির্গত হইতেছে, লোচন যুগল হইতে অবিরল ধারায় নয়নবারি বহির্গত হইয়া গণ্ডস্থলে শতদলে নিপতিত নিহার বিন্দুর ন্যায় শোভা পাইতেছে, তাম্বুলরাগ রঞ্জিত অধরযুগল বিকম্পিত হইতেছিল ; কোন দিকে দৃষ্টি নাই, নয়ন মুদিত, শর্ব্বরী সমাগমে গ্রাহ্য নাই, বাহ্যজ্ঞানশূন্য নির্ব্বর্ত্তনে নিভৃতস্থানে, অনন্যমনে ধরাসনে উপবিষ্টা। রমণী যেন আর মানসাবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, প্রশান্ত মূর্ত্তি হইতে এককালে ধৈর্য্য অন্তর্হিত হইল, নয়ন ফাটিয়া যেন জলধারা বিগলিত হইতে লাগিল, ওষ্ঠাধর পুনঃপুনঃ প্রকম্পিত হইতে লাগিল, প্রস্তরময়ীমূর্ত্তি যেন জীবন প্রাপ্ত হইল, উন্মাদিনী বেশে আলু থালু কেশে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পাগলিনীর ন্যায় কহিতে লাগিল, "অহো! আর এ কষ্ট সহ্য হয় না। অনন্ত অনুতাপানলে অন্তঃকরণ অহর্নিশি বিদগ্ধ হইতেছে, অনন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া জীবিত থাকিবার প্রয়োজন কি? যে জীবনে অনুমাত্র সুখের সম্ভাবনা নাই, যে জীবনে জগতের

ক্ষতি বই লাভ নাই, যে জীবনে পরের জীবন সংশয় উপস্থিত হয়, যে জীবন পৃথিবীর ভার স্বরূপ, যে জীবন অপরের সুখের কণ্টক, দুঃখের কারণ, সেরূপ জীবন ধারণ অপেক্ষা মরণ শতগুণে শ্রেয়ঃকল্প! আমি জন্ম কাঙ্গালিনী—অভাগিনী মাতৃ পিতৃহীনা পরান্নে প্রতিপালিত। আমার জীবিত থাকিবার আর প্রয়োজন কি!. তবে মরিব! নিশ্চয়ই মরিব?—কেন? জগতে সকলেই স্বার্থপর। যদি আমি জীবিত থাকতে কাহারও সুখের ব্যাঘাত হয়—তা হলে আমি মরিব?—কখনই না! আর আমিই বা কিসে অন্যের দুঃখের হেতু হইলাম? আর আমা হতেই কিসে জীবন সংশয় ঘটিল, তাহা আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না!—তবে কি না লোকে বলে, প্রতিবাসিনীরা বলে "ঐ অভাগিনী হইতেই কুমুদকান্তের—

এই বলিয়াই কামিনী আর কিছুই বলিতে পারিলেন না, তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল—নয়নে জলধারা উদ্বেলিত হইয়া দৃষ্টি সঞ্চারে ব্যাঘাত জন্মাইল, আর কিছুই দৃষ্টি গোচর হইল না—হস্তোপরি মস্তক ন্যস্ত করিয়া ক্ষিতি মণ্ডলে উপবিষ্টা হইল—দশদিক অন্ধকার জগৎ শূন্যময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, ক্ষীণাঙ্গ অবসন্ন হইয়া আসিল! এরূপ দশায় কিছু সময় অতিবাহিত হইলে রমণী আবার বলিতে লাগিল—"কেন কুমুদ কুমুদ কান্ত—ও নাম স্মরণ করে আবার চিত্ত চাঞ্চল্য শতগুণে বাড়িল! যার নাম গ্রহণ করিলে যার প্রেমময়ী মূর্ত্তি মানস-কুমুদে প্রতি ফলিত হইলে—যায় নয়নে নিরীক্ষন করিলে অভাগিনীর অন্তরে আনন্দ ধারা শতধারে প্রবাহিত এবং মুখ কমল হর্ষোৎফুল্ল হইত। আমি তাহার নাম গ্রহণ

করিয়া হৃদয় কেন চঞ্চল হইল, বদনে বিষাদ কালিমা কেন পড়িল? আমি তারে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম, জগতের যাবতীয় দর্শনীয় অপেক্ষা মনোরম, যার ললিত লাবণ্য অনুপম বলিয়া বোধ করিতাম, যার বদন শশধর দর্শন করিলে দর্শন পিপাসা নিবৃত্তি হইত—নয়ন ধারণ সুখের কারণ এবং সকল বলিয়া জ্ঞান হইত, আজি কেন তাহার বৈপরীত্য ঘটিল! আর কেন তাঁকে স্মরণ করিতে বাসনা হইতেছে না? তবে কি আমি তাহাকে আর ভাল বাসি না তাই এমন ঘটিতেছে?—তা নয়! আমার মনে এখন সতত স্বতঃ উদিত হইতেছে, আর কি তিনি আমায় তেমন ভাল বাসিবেন! আমিই তাঁহার দুঃখের কারণ—মনস্তাপের হেতু! আর দ্বিতীয়তঃ আমি ভিখারিণী অভাগিনী, আর তিনি ধনীর সন্তান! ফণী কি কখন মণি ভিন্ন উপলখণ্ডশিরে ধারণ করে!---না—কখনই না! তবে যে তিনি আমায় ভাল বাসিতেন, সে তাঁহার অনুগ্রহ, আর আমার সৌভাগ্য! যিনি আমায় প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন, আমায় না দেখিলে যাঁর চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইত, তাঁহার এরূপ সঙ্কট সমাচার শ্রবণ করিয়া আমার এখনও প্রাণ বহির্গত হইল না, ধিক্ আমায়! ধিক্ আমার জীবনে! অহো কি পরিতাপ! কে বলে স্ত্রীলোক কোমল প্রাণ? আমার বোধ হয় বিধাতা বাম হৃদয়, বিশেষতঃ আমার মতন হতভাগিনী রমণীর অন্তর অশনি অথবা পাষাণ দিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন; নতুবা প্রিয়তমের প্রাণ সঙ্কট সমাচার শুনিয়া তখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল না—পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশিল না—তখন আমার মতন দুর্ভাগিনী রমণীকে পাষাণী ভিন্ন আর কি বলা যাইতে

পারে! ওঃ! আর সহ্য হয় না। সরসীর নির্ম্মল সলিলে অবতরণ পূর্ব্বক বিষম বিরহানল বিদগ্ধ ছার জীবনের অনন্ত জ্বালা নিবারণ করি গে।

এইরূপ বলিতে বলিতে বালা, সরসী সলিলে জীবন বিসর্জ্জন দিবার জন্য দ্রুতপদে তদভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। অস্ফুট যৌবনা, কুল ললনা আত্মহত্যা করিতে যাইতেছে, চন্দ্রের প্রাণে তাহা যেন আর সহ্য হইল না; তাহাতেই যেন শশাঙ্ক শঙ্কিত হইয়া, অঙ্গনা হত্যা দেখিবেন না ভাবিয়া জলদ-জালে বদন আচ্ছাদন করিতে লাগিলেন। তারকাদাম মলিন হইল—বাতাস তর্ তর্ রবে বহিল—পাদপ পত্র শর্ শর্ শব্দে কাঁপিল—রমণীর নয়নেও দর্ দর্ করিয়া জল ঝরিতে লাগিল। বালা সরসী তীরে উপনীত হইয়া নীরে ঝম্প দিবার উপক্রম করিল। সরোবরও অন্তরে শঙ্কিত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল, এবং অনতুঙ্গ তরঙ্গমালা উত্তোলন করিয়া আন্তরিক চাঞ্চল্য প্রদান করিতে লাগিল। যেমন রমণী জলে অবতরণ করিবার উপক্রম করিলেন, অমনি কে যেন অঙ্গুলি দ্বারা তাঁহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিল—আর জলে ঝম্প প্রদান করা হইল না, রমণী স্তম্ভিত হইলেন, হৃদয় কম্পিত হইল—ধমনীতে ধমনীতে শিরায় শিরায় প্রতপ্ত শোণিত প্রবাহ প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল—তৎক্ষণাৎ বদন ফিরাইয়া পশ্চাদ্দিকে বিলোকন করিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, কারণ মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রকিরণে একে ধরণী ধূসরবর্ণ ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে আবার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাদপ-গণের কাণ্ড সমূহ স্বীয় সহধর্ম্মিণী কোমল প্রাণা ব্যতীত সকলকে

প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড ময়ূখ মালা হইতে পরিত্রাণ করিবার মানসে গগনে ঊৰ্দ্ধে কর প্রসারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিয়াছে। যখন তাহার মধ্য দিয়া তপন কিরণ আসিতে সাহস করে না, তখন মেঘবৃন্দ মধ্যস্থ চন্দ্ররশ্মি তাহার মধ্যদিয়া প্রবেশ করা সম্ভব নহে; সুতরাং পুষ্করিণী ঘাটের নিকট অতিশয় অন্ধকার বলিয়া কিছুই নয়ন গোচর হইল না। ইহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার হৃদয়ে শতগুণে আশঙ্কার সঞ্চার হইল। ভাবিলেন, এমন সময় প্রমোদ কাননে পুষ্করিণীর তটে কাহারও আসিবার সম্ভাবনা নাই, তবে কে আমায় স্পর্শ করিল, কে আমার মৃত্যুর অন্তরায় হইল, আমার মরণে কাহার অন্তরে আঘাত লাগিল? তাই আমাকে আসিয়া বাধা দিল; আমার আর এ জগতে কে আছে, আমি কাহার জন্য কাহার আশায় পোড়া প্রাণ রাখিব? আমাকে কেহ বাধা দেয় নাই, আমার মনের উদ্বেগ বশতঃ ঐরূপ বোধ হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই। আমি যতক্ষণ জীবিত থাকিব, ততক্ষণই অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিব; আর ভৌতিক দেহে যন্ত্রণা ভোগ সহ্য হয় না। এই রূপ ভাবিয়া, রমণী আবার যেমন জলে লম্ফ দিতে অগ্রসর হইলেন, অমনি আবার বাধা পাইলেন; এবার কে যেন তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া সবেগে আকর্ষণ করিল। কামিনী তন্মুহূর্ত্তে নয়ন ফিরাইয়া দেখিলেন—এবার দেখিতে পাইলেন, যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার নিরতিশয় ভীতি সঞ্চার হইয়া থর্ থর্ কাঁপিতে লাগিলেন; এক আপাদ মস্তক শ্বেত বসনাচ্ছাদিত মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন, থাকিতে থাকিতে অল্পে অল্পে যেন মূর্ত্তি বায়বীয় আকার ধারণ করিয়া বায়ুর সহিত মিশিয়া গেল বলিয়া তাহার প্রতীয়মান হইল।

মূর্ত্তিখানি কোথায় অন্তর্ধান হইল, আর দেখা গেল না, ললনা যারপর নাই ভীত হইলেন, এবং মনে মনে "রাম রাম" শব্দ করিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন একি হইল, আমি শৈশবে নেড়া দিদির মুখে যে ভূতের কথা শুনিয়াছিলাম আজি কি তাহাই দেখিলাম? ঐ ভূত আসিয়া আমার দুইবার বিফল প্রয়াস করিল—দুইবার মরিতে পারিলাম না, তবে বোধ হয় আমার অদৃষ্টে বিধাতা কিশোর বয়সে মৃত্যু লেখেন নাই, তা লিখিবেন কেন? মরিলে যে যাতনা হইতে নিষ্কৃতি পাইব, তা লিখিবেন কেন। বোধ হয় যে ব্যক্তি জীবিত থাকিলে জগতের মহদুপকার সাধিতে পারিত তাহারই অদৃষ্টে বাল্য মৃত্যু ঘটিয়াছে, আর আমার মত হতভাগিনী রমণীর জীবিত থাকায় এখন কোন প্রয়োজন নাই, তখন চিরকষ্ট ভোগের জন্য আমি বই আর কে বাঁচিয়া থাকিবে? আচ্ছা, বিধাতঃ তোমারই মনোবাসনা পূর্ণ হউক, আমি আর মরিব না; দেখি জগতে ভৌতিক দেহে কত কষ্ট সহ্য করিতে হয়। তোমার বাসনা সফল হউক আর আমি মরিব না! কিন্তু আর আমি এ পুরীতে কুমুদকান্ত শূন্য এ বীতশ্রী পুরীতে আর ক্ষণকালের নিমিত্ত থাকিব না যেরূপে শত বাধা প্রতিরোধ করিয়াও কুমুদকান্তের কুমুদ বান্ধব লাঞ্ছিত বদন খানি আর একবার দেখিব। তাহার পর যাহা ভাল হয় তাহাই করিব। অদ্য রজনীতেই এ পাপপুরী এ মহা শ্মশান পরিত্যাগ করিয়া চলিব, যেই দিকে দুইনয়ন যাইবে সেইদিকেই যাইব। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যেমন ললনা মনের আবেগে দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন, অমনি সম্মুখস্থিত

বৃক্ষকাণ্ডে ললাট প্রদেশে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইয়া মূৰ্চ্ছিত হইলেন।

বাতাসও কিছু পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে রজনী গভীরা হইতে লাগিল, জলধর পবনবেগে সঞ্চালিত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। জীবগণের, কোলাহল আর শ্রবণ কুহরে প্রবেশ করিতেছে না, যাবতীয় প্রাণী নিঃশঙ্কে শান্তির সুখদ অঙ্কে শায়িত; কেবলমাত্র স্থানে স্থানে দুই একটি নিশাচর জীব আত্মাভিলাষ চরিতার্থ মানসে পরিভ্রমণ করিতেছে। সুশীতল নৈশ সমীরণ প্রবাহিত হইয়া আমাদের অভাগিনী জ্ঞানহতা রমণীর দেহ স্পর্শ করিতেছে। ক্রমে ক্রমে তাহার মূর্চ্ছা অপনোদিত হইয়া সংজ্ঞা সঞ্চারিত হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে নয়নোন্মীলন করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, উঃ! আমি কোথায়? আমি না সরসীতটে শয়ন করিয়াছিলাম? এ কি হল, আমার চতুর্দ্দিকে বীজন বন কোথা হইতে আসিল! একি আমার মস্তক কাহারও উরুস্থলে সংস্থাপিত প্রতীয়মান হইতেছে! এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে রমণী ভয় বিহ্বলা হইয়া চমকিয়া উঠিল। অমনি শিরোদেশস্থ ব্যক্তি তাঁহার গাত্রে হস্ত প্রদান করিয়া শশব্যস্তে কহিলেন, "হয়েছে পারুল ভয় কি? আমি তোমার নিকট বসিয়াছি তোমার ভয় কি?" যুবকের কণ্ঠ বিনিসৃত স্বর সম্পূর্ণ পরিচিত বলিয়া বোধ হইল। নলিনী চমকিত হইল। তাঁহার শিরায় শিরায় শোণিত প্রবাহ তাড়িতের ন্যায় প্রবলবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন সেই সময়ে তাঁহার বক্ষঃস্থলে শত সহস্র অশনি সম্পাত হইলেও তিনি অক্লেশে সহ্য

করিতে পারিতেন, কিন্তু যুবকের বাক্য তাঁহাকে তদপেক্ষা শত সহস্র গুণে যন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি নন্দকানন মধ্যাস্থিত এক খণ্ড সুশ্যামল নবদূর্ব্বাদল পরিপূর্ণ ক্ষেত্রে শায়িত। নন্দনকানন ভাগিরথীর উত্তর তট সংলগ্ন এবং নারায়ণপুরের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত বনটি অনুান দুই তিন ক্রোশব্যাপী; মধ্যে-মধ্যে অবিরল দূর্ব্বাদল পূর্ণ শ্যামল, আর স্থানে স্থানে বিবিধ জাতীয় বিশাল বৃক্ষ সকল গগনপথে বাহু বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান। কোথাও বা অন্য অন্য বন্য বৃক্ষগণও লতা সমূহ নিবিড়ভাবে অবস্থিত থাকিয়া শ্বাপদগণের আবাস স্থানের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। কাননের মধ্য দিয়া অতি অপ্রশস্ত পথ সকল বিস্তৃত হইয়াছে, ইহার একটি পক্ষ নারায়ণপুর হইতে নিমাইহাটী পর্য্যন্ত বিস্তারিত। এই পথেরই মধ্যস্থলে এক প্রশস্ত ভূখণ্ডে পারুলবালা শায়িত, আর তাঁহার শিরোভাগে যুবক উপবিষ্ট। পারুল যুবককে চিনিবা মাত্র সরোষে ক্ষিতিতলে উঠিয়া বসিবার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু মানসিক প্রবৃত্তির উত্তেজনা প্রযুক্ত পুনরায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন। যুবকের যত্নে তাঁহার সংজ্ঞালাভ হইল। পারুল প্রকৃতিস্থা হইয়া কালভুজঙ্গিনীর ন্যায় ক্রোধভরে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, এবং মত্ত মাতঙ্গিনীর ন্যায় সবেগে দণ্ডায়মান হইয়া কহিতে লাগিলেন, রে দুর্ব্বুদ্ধি নরপিশাচ! আমার বোধ হয় তোর অন্তর হইতে সমুদায় মনুষ্যোচিত বুদ্ধি অন্তর্হিত হইতেছে, নতুবা তুই এরূপ অসম সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কুলকামিনীকে কানন মধ্যে আনিবি কেন? মণ্ডুক হইয়া অহি মস্তক মণি অপহরণ করিতে বাসনা করিতেছিস্? চতুষ্পদ হেয় শৃগাল

হয়ে মৃগেন্দ্র বাঞ্ছিত বস্তু ভোগ করিতে চাস্? দেখ অর্দ্ধেন্দু, তোমায় ভাল কথায় বলিতেছি, তুমি এই দণ্ডে আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।

অর্দ্ধেন্দু।—কেন পারুল! তুমি কি আমায় ভাল বাস না? আমি তোমার জন্য তোমার ঐ চাঁদবদন খানি দেখিবার জন্য হৃতসর্ব্বস্ব হয়েছি, এবং অহরহ অসহ্য কষ্ট ভোগ করিতেছি। আমি তোমাকে প্রাণ অপেক্ষা শতগুণে ভালবাসি আর তুমি কি না আমায় ঘৃণা কর। দেখ তুমি মরিতে যাইতেছিলে আমি তোমার রক্ষা করিলাম। আমি সন্ধ্যার পূর্ব্বক হইতে তোমার আশায় সরসীকূলে গুপ্তভাবে গুল্ম মূলে বসিয়াছিলাম। তুমি মূর্চ্ছিত হইলে তোমায় লইয়া নিমাইহাটি যাইবার মানসে এই স্থানে আসিয়াছি। আমি তোমার জন্য সকলই ত্যাগ করিয়াছি। যদি তোমার নগর যাইতে বাসনা না হয়, তাহা হইলে আমায় বল সংসারাভিলাস পরিত্যাগ করিয়া তোমায় লইয়া কাননবাস আশ্রয় করি। পারুল, তুমিই অভাগ্য অর্দ্ধেন্দুর মস্তকের মণি, হৃদয়ের শান্তির আলয়! তুমিই আমার হৃদয়-সরসবাসিনী প্রফুল্ল পারুল।

নলিনী।—রে পিশাচ! তোরে পূর্ব্বে অনেক বারণ করেছি এবং এখনও বলিতেছি তুমি আমার সম্মুখ হইতে যথেচ্ছা গমন কর। তুমি যদি পুনরায় আমার সাক্ষাতে ওরূপ পাপ কথা উচ্চারণ করিস্, আমার অঙ্গ দূরে থাকুক বস্ত্রাঞ্চল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিস্ তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আত্মঘাতিনী হইব। তুই আমার যাতনার মূল কারণ, তুই আমাকে রক্ষা না করিলে এতক্ষণ আর আমায় এত কষ্ট সহ্য করিতে হইত না। তুই কোন্

সাহসে অনূঢ়া কুল ললনার অঙ্গ স্পর্শ করিলি। সতীত্বই রমণী-হৃদয়ের সাররত্ন, সতীত্বই ভারতবাসিনী হিন্দুকুল কামিনীর অমূল্য রত্ন, জগতের শ্রেষ্ঠতম রত্ন; সতীত্বের সহিত তুলনা করিতে গেলে হিন্দু ললনা আপনার প্রাণকে অতি তুচ্ছ বলিয়া জ্ঞান করে। তুই স্বীয় পশু প্রবৃত্তি চরিতার্থ মানসে অনায়াসে সেই সার রত্নে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হয়েছিস্।

কিন্তু তুমি নিশ্চয় যেন তোমার বাসনা কিছুতেই সফল হইবে না। আমার ইহ জগতের ও পর জগতের সুখ দুঃখ কুমারকান্তের মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছি তখন আর কোন ব্যক্তি পারিবেত্তা। আমার এ দেহ লয় না হইলে তার কুমুদ মূর্ত্তি হৃদয় হইতে অপসারিত হইবে না।

অর্দ্ধেন্দু।—নলিনি! তোমার পায়ে পড়ি, আমার প্রতি সদয় হও। আর আমায় কষ্ট দিও না, একবার চাঁদমুখে হেসে কথা কও, নতুবা প্রাণ যায়; আমি যে তোমায় কত ভাল-বাসি তাহা আর কি বলিব; যদি বুক চিরিয়া দেখাইবার হইত, তাহা হইলে তাহাতেও কুণ্ঠিত হইতাম না। সুন্দরি! তোমার ঐ মোহিনী মূর্ত্তি হৃদয়ের মধ্যে অঙ্কিত রয়েছে। তোমার প্রসন্নতা ব্যতীত আমার আর বাঁচিবার উপায় নাই। একবার মুখ তুলে—ঐ চাঁদমুখ খানি তুলে কথা কও, সকল কষ্টের লাঘব কর।

তুমি লো আমার, আমি লো তোমার।
তুমি লো আমার কণ্ঠের হার।
হৃদয়ের ধন,
অমূল্য রতন,

প্রেম পারাবারে কর ধনি পার,
সতত বাসনা হৃদয় উপরে,
ও বিধু বদন,
করিয়া চুম্বন,
তাপিত পরাণ শীতল করিবে।

এই বলিয়া অর্দ্ধেন্দু কর প্রসারণ করিয়া আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলেন। পারুলবালা ভয় বিহ্বলা হইয়া কহিলেন, "ছি! অর্দ্ধেন্দু. আমার নিকট আর ওরূপ অশ্রাব্য কথা উচ্চারণ করো না। তুমি আমার ভাই,আর আমি তোমার ভগিনী। বাল্য-কাল হইতে আমি তোমায় সহোদর ভাইয়ের মত দেখিয়া আসিতেছি। আমার সহোদর ভাই নাই, আমি তোমাকেই ছোট বেলা হইতে "অৰ্দ্ধ দাদা" বলিয়া আসিতেছি, আমার সহিত তোমার এরূপ ব্যবহার করা উচিত নয়! আমায় ক্ষমা কর, আর আমায় জ্বালাতন করিও না।"

অর্দ্ধেন্দু। ছোট বেলায় যাহা বলিয়াছ তাহাতে আর দোষ কি। অর্দ্ধদাদা বলিয়াছ বই ত না, তা না হয় আমি তোমার অর্দ্ধদাদা, আর অর্দ্ধ——ভাই।

পারুল। দাদা, আমায় ক্ষমা কর। আমায় সহোদরা ভগিনীর মত দেখ, মন হইতে ও ইচ্ছা দূর কর।

অর্দ্ধেন্দু। তোমায় আর এ জন্মে ছাড়িতে পারিতেছি না। যদি তুমি আমার প্রতি সদয় না হও, তাহা হইলে তোমার সম্মুখে এই খানেই আত্ম প্রাণ নষ্ট করিব।

পারুল। ধিক্ অর্দ্ধেন্দু তোমায়! তোমার ও পাপ জীবনে শতধিক্! তোমার জীবিত থাকা চেয়ে মরণ শতগুণে ভাল;

বেঁচে থাকলে অনেক সতীর স্বধর্ম্ম নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। আমি অবিবাহিতা কুলবালা, আমার প্রতি ওরূপ ব্যবহার করিও না। পরস্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টিতে চাওয়ার তুল্য কি আর পাপ আছে! তাহাতে আবার তুমি যখন পর নারীকে কৌশলে অরণ্যে হরণ করে এনে কুব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তখন নরকেও তোমার স্থান হইবে না।

অর্দ্ধেন্দু। তা না হোক্! এখন তোমার হৃদয়ে একটু স্থান পেলেই আমি হাতে স্বর্গ পাই বিধুমুখি, বদন তুলে একবার চাও। কুমুদের আশায় আর কতদিন থাক্‌বে? সে কি আর এত দিন বেঁচে আছে? আর থাকলেও ত তার বাপ বে করতে দেবে না। তাই বল্‌ছি, তার আশা ছেড়ে দিয়ে আমার প্রস্তাবে সম্মত হও।

পারুল। সে কখনই হবে না! এ জীবন থাক্‌তে তা হবে না! কুমুদ জীবিত থাকে, তা ভালই; নতুবা আমিও তাহার পথ অনুসরণ কর্‌ব। সে বিষয় তোমার ভাববার প্রয়োজন নাই। আমি জন্মের মত যারে মনঃপ্রাণ অর্পণ করেছি, যারে হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা বলে পূজা করি, তদ্ভিন্ন কখন পর-পুরুষের মুখাবলোকন কর্‌ব না। আমায় ক্ষমা কর, যেখান হইতে আমাকে আনিয়াছ, সেখানে রেখে এস।

অর্দ্ধেন্দু। আচ্ছা, আমি ধনে মানে, কোন্ গুণে তার চেয়ে মন্দ যে, আমায় পছন্দ হচ্ছে না?

পারুল। তুমি অস্পৃশ্য কঙ্কালমালা, আর কুমুদ আমার অমূল্য হীরক হার।

অর্দ্ধেন্দু। দেখ পারুল, যদি তুমি আমার কথা মত কাজ

না কর, তা হলে বল প্রকাশ কর্‌তে ত্রুটি কর্‌ব না। নিম হাটীতে তোমার ত আর কেহ নাই, সেখানে নিয়ে গি তোমায় বিবাহ কর্‌ব। সেখানে আমার হল জমিদারী।

পারুল আপনার আসন্ন বিপদ্‌ বুঝিতে পারিলেন। অর্দ্ধেন্দুকে অনেক অনুনয় করিলেন, কিন্তু সে সকলে পাপ মতির কিছুমাত্র দয়া হইল না। তখন তিনি বদ্ধকরপুটে কহিলেন, "হে বিপদ্‌হারী মধুসূদন! দুষ্টজন দলনকারিন্‌ হরি! আজ আমায় এ বিপদ্‌ সাগর হতে উদ্ধার করুন—পাপীর হস্ত হতে আজ আমার সতীত্ব ধন রক্ষা করুন।" অর্দ্ধেন্দুর বড় আমোদ! সে বলিল, "তা করবেন, তার জন্য ভাবনা কি?" সে হস্ত বিস্তার করিয়া পারুলকে ধরিতে গেল। পারুল ভয়ে জড়সড় হইলেন। কোমলাঙ্গ থর্‌ থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। নয়ন জলে বুক ভাসিতে লাগিল। তিনি পলায়ন ভিন্ন অন্য উপায় দেখিতে পাইলেন না, সুতরাং তাহাতেই প্রবৃত্ত হইলেন। বনভূমিতে পদতল ক্ষত বিক্ষত হইয়া রুধির ধারা পড়িতে লাগিল। আহা! যেন অকলঙ্ক পূর্ণ শশাঙ্ক দুর্দ্দান্ত রাহুগ্রস্ত হইবার আশঙ্কায় বিব্রত হইয়া পলায়ন করিতেছে, আর রাহুও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে। পারুল নিমাইহাটীরদিকে ছুটিতে লাগিলেন, এবং অর্দ্ধেন্দু সানন্দে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতে লাগিল। সরলা বালিকা ভাবিল, লোকালয়ে যাইলে নিস্তার পাইবেন, কিন্তু তিনি জানিতেন না যে, সম্মুখস্থ বনপ্রান্তবর্ত্তী স্থানটাই নিমাইহাটী, তথায় যাইলেই বিপদ্‌ জালে জড়িত হইবেন। কারণ অর্দ্ধেন্দু কিছু পূর্ব্বে তাঁহাকে নিমাইহাটীতেই লইয়া যাইতে চাহিতে ছিলেন। এক্ষণে অর্দ্ধেন্দু

অতিশয় আনন্দিত হইয়া স্বীয় বাসনা সফল প্রায় ভাবিতে লাগিলেন। এবং মনে মনে আকাশকুসুম ভাবিতে লাগিলেন কিন্তু দুষ্টের আশা কদাচিত ফলবতী হয় না। পাপিষ্ঠের আশা সফল হইলে আর সংসারে সাধুজনের জীবন রক্ষা হইত না।

পারুল আর চলিতে পারিলেন না। ইতিপূর্ব্বে তিনি কথনও দুঃখের মুখ দেখেন নাই। পদব্রজে কাঙ্কার পথে চলিতে যারপর নাই কষ্ট হইতে লাগিল। তিনি আবার অর্দ্ধেন্দুকে অনেক বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না, বরং বলিলেন, "আমার কথায় চল। রাজী না হলে যে কত কষ্ট পাবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এখনও সম্মত হও, "তাহা হইলে হৃদয়ের ধন হৃদয়ে গ্রহণ করে নেব।"

"আর না হয়, এমনি করে টান্‌তে টান্‌তে নে যাব" বলিয়া আবার ধরিতে গেলেন। পারুল পুনরায় ছুটিলেন। তিনি এ ঘোর বিপদে বিভোর হইয়া পড়িলেন। তিনি কোন দিকে যাইতেছেন, কেন ছুটিলেন, এ সব বিষয় তাঁহার সতীত্ব রক্ষার কারণ—তাহাই ভাবিলেন, আর প্রাণপণে যত্নে ছুটিতে লাগিলেন। অর্দ্ধেন্দুর বড় মজা,তিনি ধরিলে অনায়াসে ধরিতে পারেন, কিন্তু সে উদ্দেশ্য নয়। তিনি মনে করিলেন, নিমাইহাটীতেই যাইতেছে—ধরিবার প্রয়োজন নাই—তাই তাড়ান করে নিয়ে যাই। পারুল আর কষ্ট সহ্য করিতে ন। পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া ফেলিলেন; নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিতে লাগিল। লাবণ্যময়ী অস্ফুটযৌবনা কুল ললনার নয়ন বারিতেও অর্দ্ধেন্দুর পাষাণপ্রাণ বিগলিত হইল না, বরং সানন্দে মধ্যে মধ্যে বিকট হাস্য করিতে লাগিলেন।

নিস্তব্ধ নিশীথ সময়ে বামাকণ্ঠ বিনিঃসৃত কাতর নিনাদ গহন-কানন কাঁপাইয়া,——ব্যোমপথ বিদীর্ণ করিয়া উঠিতে লাগিল। স্থিরতার সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করিয়া কান্তারের অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। এই সময়ে বিজন বিপিনের অপর প্রদেশ হইতে "জয়কালী! করলবদনা মায় কি জয়!"——শব্দ এককালে বহুসংখ্যক বলিষ্ঠের কণ্ঠ হইতে গগন ফাটাইয়া উদ্গাত হইল। একেবারে বনভূমি স্তম্ভিত—খাপদকুল কম্পিত———এবং শাখিশাখে সমাসীনা বিহঙ্গমা শঙ্কিতা হইয়া তারস্বরে কলরব করিয়া উঠিয়া। পারুল বজ্রাহতের ন্যায় দণ্ডায়মানা হইলেন। চরণ আর চলিল না, বদনে বাক্য আর সরিল না, গগনভেদী কাতর নিনাদ একেবারে বন্ধ হইল। পারুল বিপদ্ সাগরে ভাসমানা—বিপদ্ চারিধারেই মুখ ব্যাদন করিয়া গ্রাস করিতে উদ্যত। পশ্চাতে অর্দ্ধেন্দু ও পুরোভাগে কালান্তের করাল কিঙ্কর সকল হুঙ্কার করিতেছে। তিনি এক বিপদ্ হইতে রক্ষা না পাইতে আবার বিপদে পড়িলেন। অদূরে ভূমি পতিত শুষ্কবৃক্ষ সকল পদদলিত হইয়া মড়্ মড়্ শব্দ করিতে লাগিল—অসির ঝন্ঝনা শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। অর্দ্ধেন্দুর মুখেও আর হাসি নাই—এখন বাছা বুঝিতে পারিয়াছেন কোন্ কাজের কেমন সুখ! তখন ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, "পারুল, আর আমাদের রক্ষা নাই, এইবার বুঝি দস্যু হস্তে পড়ে মাঠের মাঝে প্রাণটা গেল।" পারুল বলিলেন, যেখানে পূর্ণ পাপের বিকাশ, সেখানে বিপদের অন্ধকার!" তাঁহার বাক্য শেষ হইতে না হইতে অনতিদূরে "জয় কালী মায় কি জয়!" শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল। "এই

যায়! ঐই পলায়! ঐই গেল গেল!" করিয়া অতি প্রশস্ত বনমধ্য দিয়া দস্যুরা আসিতে লাগিল। তাহাদের কাহারও হস্তে লাঠি, কাহার হস্তে ঢাল তলোয়ার, কাহার হস্তে বা শাণিত বর্শা। এই বনের মধ্যেই কিছু দূরে তাহাদের এক আড্ডা আছে। সেখানে অনুান ৩।৪ শত দস্যুর বাস। তাহারা নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে আসিয়া দস্যুবৃত্তির নিমিত্ত এই স্থানে একত্রিত হয়। এবং সময়ে সময়ে এমন কি ২।৩ মাস পর্য্যন্ত ঐ স্থানে বাসও করে, এবং কেহ কেহ সেই খানেই ঘর বাটী করিয়া বাস করে। এতদ্ভিন্ন সেখানে একটি সামান্য মত দুর্গও আছে. তাহাতে এক কালীমূর্ত্তি বিরাজিতা। দস্যু দলপতি রামধন সর্দ্দারও তাহার মধ্যে বাস করিতেন। শুনা যায় তিনি নাকি সম্রাট্ সাহ আলামের সৈনিক পদে কাজ করিতেন। পরে কোন দোষের জন্য অভিযুক্ত হন; কিন্তু তিনি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া তথা হইতে পলায়ন করেন। সম্রাট্ ঘোষণা করিয়া দেন, যে ব্যক্তি রামধনকে ধরিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে ৫০০) শত টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে। রামধন তথা হইতে পলাইয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। ক্রমে বহুসংখ্যক দুষ্ট লোক আসিয়া তাঁহার দলভুক্ত হইতে লাগিল, এবং আবশ্যক হইলে চারিদিক্ হইতে আরও সৈন্য সংগ্রহ করিয়া লইতেন। অদ্য কালীপূজা করিয়া নরেশপুরের জনেক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাটী লুট করিতে যাইতেছেন, কারণ নরেশপুরের কোন এক ব্যক্তি তাহার দলভুক্ত ছিল, তাহার উপর অত্যাচার করাই এই আক্রমণের কারণ। তাহারা এই বনপথ দিয়া যাইতেছে, এমন সময়ে পারুলের ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া তাহারা সেই দিকে ছুটিতে

লাগিল। অর্দ্ধেন্দু পারুলকে ছাড়িয়া নিমাইহাটীর দিকে ছুটিতে লাগিলেন, কারণ তথা হইতে নিমাইহাটী অপেক্ষাকৃত নিকট। পারুল আর উপায়ান্তর না দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী বনমধ্যে লুকাইলেন। বনের মধ্যে প্রবেশ করিতে কোমলাঙ্গ কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। তিনি তাহাতে ভ্রুক্ষেপও করিলেন না। তিনি বনের মধ্যে মধ্যে বিস্তর পথ অতিক্রম করিয়া একটা পরিষ্কৃত স্থান দেখিতে পাইলেন। এদিকে দস্যুরা আসিয়া উপস্থিত হইল। অর্দ্ধেন্দুকে পলাইতে দেখিয়া তাহাদের মধ্যে একজন তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। অর্দ্ধেন্দু কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন। ক্রমে ক্রমে সকলে সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিল, "আর কই? এত সে নয়, একটা মেয়েমানুষের কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছিল, সে কই?" পরে সে ব্যক্তি অর্দ্ধেন্দুর দিকে চাইয়া বলিল, "সে ছুঁড়ীটা কোথা?" সে বলিল, আমার কিছু দোষ নাই বাবা, আমি কিছুই করি নাই—আমার কাছেও কিছুই নাই। আবার কর্কশ শব্দে সে ব্যক্তি বলিল, "আরে শীঘ্র বল্, সে কোথা গেল? নইলে এক কোপেই দু খণ্ড করে ফেল্‌ব!" এই বলিয়া কোষ হইতে অসি উন্মোচন করিলে। চন্দ্রকায় ঝিক্ ঝিক্ করিয়া উঠিল। যেমন ভীমাকৃতি তেমনই কর্কশ স্বর—পূর্ব্বেই দেখিয়া শুনিয়া অর্দ্ধেন্দুর আত্মারাম সরকার ভুলারাম খেলারাম করিতেছিল, তাহাতে এখন আবার তলোয়ার খাপ হইতে খুলিতে দেখিয়া আত্মারাম খাঁচা ছেড়ে পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বোধ হয় এই প্রশ্নকর্ত্তা সেই রামধন সর্দ্দার। অর্দ্ধেন্দু বলিল, আমি ত এই দিকে আস্‌ছি, সে হয় ত ও দিকে পলাইয়াছে।

রামধন সর্দ্দার আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার বয়স কত?" অর্দ্ধেন্দু বলিল, এই ১২।১৩। তখন দলপতি কহিলেন, "তোমাদের মধ্যে ৮ জন উহাকে লইয়া দুর্গে চলিয়া যাউক, আর অবশিষ্ট লোক তন্ন তন্ন করিয়া বন খুঁজিয়া তাহাকে বাহির করুক এবং আজকার মত নরেশপুর আক্রমণ করা স্থগিত রহিল। যে ব্যক্তি তাহাকে আমার নিকট আনিয়া দিতে পারিবে, আমি তাহাকে বিশেষরূপ পুরস্কার দিব আর এক কথা বলিতেছি, যদি কোনজন তাহার উপর কোন অত্যাচার করে, তাহা হইলে সে বিশেষরূপ দণ্ড পাইবে। আগামী অমাবস্যার দিন ঐ লোকটাকে কালী মাতার নিকট বলিদান দিব। লোলরসনা কালভয়হরাকে নরশোণিতে তুষ্ট করিয়া আমরা সকার্য্যে বহির্গত হইব।" এদিকে কতক লোক অর্দ্ধেন্দুকে বস্ত্র পথে বদ্ধ করিয়া ধাক্কা দিতে দিতে দুর্গে লইয়া যাইতে লাগিল। অর্দ্ধেন্দু অনেক অনুনয় করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। এখন বাছার ঈশ্বরকে মনে পড়েছে। বিপদে না পড়িলে আর কি কেহ হরিকে ডাকে? এখন দস্যুদের লাঠির গুঁতাতে হরিকে মনে পড়েছে। তিনি যে দয়াময়, এখন তাহা কতকটা বুঝিতে পেরেছে। দস্যুরা যত টানিয়া লইয়া যায়, ততই হে ঈশ্বর! মধুসূদন আমায় রক্ষা কর! বলিয়া ডাকিতে লাগিল। দস্যুদের মধ্যে একজন বলিল, "এখন ডাক্‌লে আর কি হবে? যখন মেয়েমানুষটাকে নিয়ে মজা লুট্‌ছিলে, তখন মনে পড়ে নাই! এখন চ বেটা চ!" বলিয়া করে ধাক্কা দিতে দিতে দুর্গে লইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পারুল কে? এতক্ষণ অবধি আমরা তাঁহার বিষয় অনেক আলোচনা করিয়া আসিলাম, কিন্তু তাঁহার পরিচয় এ পর্য্যন্ত কিছুই দেওয়া হয় নাই। পাঠক মহাশয়, এই পরিচ্ছেদে তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব; নচেৎ পাঠক মহাশয় হয় ত অজ্ঞাত কুলশীলার বিষয় জানিতে অনিচ্ছুক হইতে পারেন।

নারায়ণপুর হইতে দুর্লভ গ্রাম প্রায় তিন চারি ক্রোশ। সেই স্থানে নিত্যানন্দ বসুর বাসস্থান। তিনি একজন মধ্যবিত্ত ব্যক্তি। গোমস্তাগিরি কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার সংসারের মধ্যে এক বিধবা ভগিনী ও স্ত্রী এবং একটি কন্যা পল্লীগ্রামের মধ্যে জমি পুষ্করিণী এবং আওলাত পত্র যেরূপ থাকা আবশ্যক, তাহা ছিল। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে ঐ গ্রামে ওলাউঠা রোগ অত্যন্ত প্রবল হয়। সেই রোগে গ্রামের অনেক লোক মারা যায় এবং এই রোগে নিত্যানন্দ বসু ও তাঁহার ভগিনীর মৃত্যু হয়। সুতরাং তাঁহার বিধবা পত্নী একমাত্র অচিরপ্রসূতা তনয়া লইয়া অকূল-দুঃখার্ণবে ভাসিলেন, কিন্তু তনয়ার মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিয়া এবং লালন পালনে নিযুক্ত থাকিয়া ক্রমে ক্রমে দুঃখ বিস্মৃত হইতে লাগিলেন। গ্রামস্থ দশজন ভদ্রলোকের সাহায্যে কোন রূপে তাঁহাদের শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হইল। বিধবা ক্ষণেক স্বীয় দুঃখ স্মরণ করিয়া নয়ন জলে ক্ষিতিতল অভিষিক্ত করিতেন,

কখন কন্যাকে দেখিয়া সকল শোক দুঃখ ভুলিয়া যাইতেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে কাল যাইত। তাঁহার হৃদয় ভূমিতে নিপতিত হওয়াতে দুঃখরাশি ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইতে লাগিল। বালিকাটি দিন দিন শশিকলার ন্যায় বাড়িতে লাগিল। এক বর্ষ অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। বিধবার পিতৃবংশেরও আর কেহ জীবিত ছিল না। নিত্যানন্দ বসুর সামান্য বিষয় ছিল, তাহাতে বুঝিয়া চলিতে পারিলে কোনরূপ দিনপাত হইতে পারিত; কিন্তু তিনি স্ত্রীলোক স্বয়ং সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিতেন না। তাহার উপর আবার উদারচেতা, পরদুঃখকাতর জ্ঞাতিগণের যেরূপ দয়ার শরীর ছিল, তাহাতে তাঁহাদের অনুগ্রহে নিরাশ্রয়া বিধবা রমণী দিন দিন নিজের বিষয় হইতেও বঞ্চিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার অর্থবল বা লোকবল নাই, তাহাতে আবার যখন অমন গুণের জ্ঞাতি পাইয়াছেন, তাহাতে যে তাঁহাকে অচিরে দুঃখস্রোতে ভাসিতে হইবে, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডোদর জ্ঞাতিগণ একে একে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি উদরসাৎ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। দুঃখ কখনও একা আসে না। লোকের যখন অবস্থা মন্দ হয়, তখন চারিদিক্ হইতে বিপদ্ হইতে থাকে। এই সময়ে আবার গজানন মহাশয়দিগের বৈমাত্র ভাই দুর্ভিক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইল। দেশে চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়াছে, বিধবা অতিশয় বিপন্না হইলেন। তাঁহার জমি, পুষ্করিণী, বাগান প্রভৃতিতে অনেক দিন গিয়াছে! এখন তিনি ঘটী, বাটী, বস্ত্র, কপাট, জানালা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া বা বন্ধক দিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সব ফুরাইল, আর

কিছুই নাই, কেবলমাত্র বাসস্থানটি! এখন তাঁর পূর্ব্ব-সৌভাগ্য স্মৃতিপথে উদিত হইল—স্বামীর সোহাগ মনে পড়িল, অমনি গণ্ডস্থল দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কোলে কন্যাটি শায়িতা। উষ্ণ অশ্রুজল গায়ে পড়াতে তাহার ঘুম ভাঙ্গিল। মার মুখপানে তাকাইয়া কন্যার নয়নেও জল আসিল—ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। অমনি বিধবা সকল বিষয় ভুলিয়া আদর করিতে লাগিলেন। এই কন্যার নামই পারুল-বালা—ইনি আমাদের বর্ত্তমান আখ্যায়িকার নায়িকা।

সকল কষ্ট সহ্য হয়, কিন্তু পেটের কষ্ট সহ্য হয় না। আর খাবার কিছুমাত্র সংস্থান নাই—ভাবিয়া আকুল। নিজের কথা দূরে থাক, এখন পারুলের বিম্বাধরে কি দিবেন, তাই ভাবিয়াই ব্যাকুল। পারুল গাভীর দুধ খায়, কারণ মাতার স্তনে দুধ নাই। শেষে বিধবা বাটীখানি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে মনস্থ করিলেন। মনে মনে স্থির করিলেন, বাটীখানি বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পাইবেন, তাহা দ্বারা কিছুদিন চলিতে পারিবে। "আর এখানে আমার থাকা উচিত হয় না এবং থাকিবই বা কোথায়? আমার নিজের জন্য হইলে আমি কিছুমাত্র ভাবিতাম না। আমি ত মরিলেই নিষ্কৃতি পাই, কিন্তু পারুলের কি হইবে তাই ভাবিয়া আবার বাঁচিতে চাই। সেই জন্য কিছু পথ খরচ লইয়া নারায়ণপুরে যাইব। আমার স্বামী ত এতদিন শশাঙ্কশেখর বাবুর বাটীতে কাজ করিয়াছেন, আর শুনিতে পাই তাঁহার খুব দয়ার শরীর, তাঁহার চরণে পড়িয়া কাঁদিলে নিশ্চয়ই তাঁহার দয়া হইবে। না হয় তাঁহার বাটীতে পাচিকা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া পারুলকে মানুষ করিব।" এইরূপ স্থির

করিয়া বাটী বিক্রয় করিলেন, এবং সেই দিনই নারায়ণপুরা-ভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পর, দিবস প্রাতঃকালে নারায়ণপুরে উপস্থিত হইলেন। এবং জিজ্ঞাসা করিতে করিতে শশাঙ্কশেখর বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। শশাঙ্কশেখর বাবুর স্ত্রী কামিনী কুমারী অত্যন্ত দয়াশীলা। বিধবার ম্লান মুখ দেখিয়া তাঁহার দয়ার সঞ্চার হইল। পরে যখন শুনিলেন যে, তিনি তাহাদের পূর্ব্ব পরিচিত নিত্যানন্দ বসুর পত্নী, তখন তিনি তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কামিনী কুমারী যখন তাঁহাকে দয়া করিয়া রাখিলেন, তখন যে আর শশাঙ্কশেখর বাবুর অমত হইবে না, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। বিধবা এখানে বেশ সুখে রহিলেন।

যদিও তিনি নারায়ণপুরে আসিয়া বাহ্যিক সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরে রাবণের চিতার ন্যায় প্রিয়পতি শোকানল অহর্নিশি জ্বলিতেছিল। দুর্ভাবনায় শরীর শিশির নিপীড়িত পারুলের ন্যায় দিন দিন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। যে ব্যক্তি জীবনে কোন কষ্ট সহ্য করে নাই, তাহাকে যদি দৈববশতঃ কোন বিপদে পড়িতে হয়, তাহার আর দুঃখের সীমা থাকে না। প্রথমতঃ পতিশোক তাহার উপরে আবার নিজ সম্পত্তি হইতে জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া যারপর নাই মর্ম্মপীড়া সহ্য করিলেন। শেষে পরগৃহে পাচিকা বেশে অবস্থান করাও তাঁহার মর্ম্মবেদনার কারণ হইয়া উঠিল, এবং সময়ে সময়ে পূর্ব্বসুখ স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে যারপর নাই যন্ত্রণা অনুভব করিতেন। ক্রমে ক্রমে তাহার শারীরিক অসুস্থ লক্ষ

হইয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহার অত্যন্ত জ্বর হইল। শশাঙ্কশেখর বাবু তৎকালীক খ্যাতনামা কবিরাজ দ্বারা চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হইল না। তিনি পাঁচ দিবসের জ্বরে চিরকালের নিমিত্ত ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। মৃত্যু সময়ে হৃদয় রত্ন হৃদয়ের সর্ব্বস্ব ধন পারুলকে শশাঙ্কশেখর ও তদীয় পত্নীর হস্তে সমর্পণ করিয়া গেলেন, আরও বলিলেন, আপনাদের যেমন কুমুদকান্ত আমার পারুলকে ও তদ্রূপ দেখিবেন, আমার পারুলের যেন কোন কষ্ট না হয়। কামিনী কুমারী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "মা! তোমার পারুল আজি হইতে আমার হইল। সকলে জানিত, আমি কেবল একটি মাত্র পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছি, কিন্তু আজি হইতে কুমুদ ও পারুল উভয়ই আমার সন্তান।" বিধবা, কামিনীর কথায় আশ্বস্ত হইয়া ধীরে ধীরে নয়ন মুদ্রিত করিলেন। পুরবাসিনী রমণী মণ্ডলীর মধ্যে ক্রন্দনরোল উত্থিত হইল। সকলেই তাঁহার মৃত্যুতে আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতে লাগিল।

পারুলের এখন বয়স প্রায় তিন বৎসর। তাহার আধ আধ কথাগুলি শুনিতে বড় মিষ্ট, বাটীর সকলেই তাহাকে ভাল বাসে। তিনি বাল্যকালাবধি অত্যন্ত শান্ত। তিনি প্রথম প্রথম মার জন্য কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু কামিনী কুমারীর যত্নে সকলই ভুলিয়া গেলেন, এবং তাঁহাকেই মা বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। প্রত্যুত, কামিনী কুমারী কুমুদকে যেমন আদর করিতেন, ভাল বাসিতেন, তাহাকে তদ্রূপ করিতে কোন ক্রমে ত্রুটি করিতেন না। এইরূপে পুরবাসিনীদের যত্নে এবং কুমুদ ও অন্যান্য সম বয়স্ক বালক বালিকাদের

সহিত ক্রীড়াদিতে মাতৃশোক কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

ক্রমে পারুল ৫ বৎসরে পড়িল। এই সময়ে কুমুদকান্ত পাঠশালায় পড়িতেন। একদিন পারুল ও কামিনী কুমারীর নিকট আবদার করিয়া ধরিল, "মা, আমিও দাদার সহিত পাঠশালায় পড়্‌তে যাব।" কামিনী অমনি উৎসাহে বলিলেন, "পাঠশালে যাবে মা?" সেইদিন অবধি তিনি পাঠশালায় যাইতে লাগিলেন, পরে যখন কুমুদকান্ত পাঠশালা পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী স্থানে অন্য কোন একটি বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন পারুলও পাঠশালা ত্যাগ করিলেন। তখন পারুলের বয়ঃক্রম আট বৎসর, সুতরাং তাহার আর সে বিদ্যালয়ে যাওয়া হইল না; তিনি বাটীতে কুমুদের নিকট কিছু কিছু পড়িতেন। শশাঙ্কশেখর বাবু পারুলের বুদ্ধির প্রখরতা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এবং অবকাশ মত তিনিও কখন কখন পড়াইতেন।

কুমুদকান্ত, পারুলবালা এবং অর্দ্ধেন্দু ও বিশ্বাসদের দামিনী ও অপরাপর পাড়ার অনেক ছেলে একত্রিত হইয়া প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যার সময় লুকাচুরি, আগাড়ম বাগাড়ম প্রভৃতি নানা প্রকার খেলা করিতেন। এবং যখন অর্দ্ধেন্দু ও কুমুদ বিদ্যালয়ে যাইতেন, তখন পারুল ও দামিনী উভয়ে একত্র বসিয়া কখন পড়িতেন, কখন খেলা করিতেন। পারুলের সহিত দামিনীর বড় ভাব। দামিনী কখন পারুলদের বাড়ীতে আসিতেন, এবং তিনিও বা কখন দামিনীদের বাড়ী যাইতেন। তাঁহারা পরস্পর সই পাতাইয়াছিলেন। তাঁহাদের দুইজনে যেন একটি

প্রাণ। তাঁহারা যখন চারিজনে খেলা করিতেন, তখন অধিকাংশ সময়ই অর্দ্ধেন্দুর সহিত তাহাদের বনিত না, কারণ অর্দ্ধেন্দু বাল্যকাল হইতেই অতিশয় দুরন্ত ছিলেন। তাঁহার দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহার মাতা অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন, তিনি যথাসাধ্য বিষয়াদি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে অর্দ্ধেন্দুর অপুত্রক মাতুলের মৃত্যু হইলে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি তদীয় হস্তগত হইল। এইরূপে তিনি বিপুল বিভবশালী হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই তাঁহার উপযুক্ত শাসন হয় নাই। তাঁহার তীক্ষ্ণ ধীশক্তি অসৎপথে পরিচালিত হইয়া আসিতেছিল।

ক্রমে ক্রমে পারুল দশম বর্ষে পদার্পণ করিলেন। এখন আর বেটা ছেলেদের সঙ্গে সদা সর্ব্বদা খেলা করেন না, কারণ লোকে নিন্দা করিতে পারে। এখন আর ছুটাছুটি করিয়া খেলা করেন না। তবে দামিনী ও পাড়ার অপরাপর পাঁচজন সঙ্গিনীর সঙ্গে মিলিয়া খেলা করেন, কখন বসিয়া গল্প করেন, কখন হাসি তামাসা করেন। এখন আর আলুলায়িত কেশে গায়ের কাপড় কোমরে জড়াইয়া পুস্তক হস্তে—হাসির তরঙ্গ তুলিতে তুলিতে কখন বা লাফাইতে লাফাইতে কুমুদকান্তের নিকট "দাদা, এটাকে কি বলে দাও না?" বলিয়া যান না। এখন যদি কিছু আবশ্যক হয়, তাহা হইলে গায়ে মাথায় কাপড় দিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিয়া লন। এখন আর তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিতে পারেন না। পূর্ব্বে কুমুদ যখন পড়া বলিয়া দিতেন, তখন তিনি এক দৃষ্টে তাহার মুখপানে তাকাইয়া থাকিতেন, কিন্তু এখন সেরূপ পারেন না। সত্য সত্যই

তাহার মনে হইত যেন কে দেখিতেছে, লজ্জা আসিয়া হঠাৎ মনে উদয় হইত। এইরূপ কিছুদিন যাইলে পর আর তিনি কুমুদের নিকট পড়িতে যান না। তাঁহার যাইতে যেন আপনাপনি শঙ্কা হইত, এবং তাঁহাকে দাদা বলিয়া ডাকিতেও যেন কে তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিত। তাঁহাকে কোন কথা বলিতে হইলে দূর হইতে দাদা বলিয়া ডাকিতে পারিতেন না, নিকটে যাইয়া আস্তে আস্তে যাহা বলিবার প্রয়োজন তাহাই বলিতেন। কুমুদ যদি সেই সময়ে মুখ তুলিয়া তাঁহার মুখপানে চাহিতেন, তাহা হইলে অমনি লজ্জায় মুখখানি নামাইয়া মাটীর পানে চাহিয়া থাকিতেন, এবং সেখান হইতে ধীরে ধীরে চলিয়া গিয়া দূর হইতে দেখিতেন। যদি কুমুদকান্ত তখন তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার মাথা ধরিয়া যাইত। আর সেখানে থাকিতেন না, একেবারে মার নিকট চলিয়া যাইতেন।

এইরূপে থাকিতে থাকিতে তাঁহার সর্ব্বদা মনে হইত যেন কুমুদকান্তকে আবার দেখি, কিছুতেই তাহার দর্শন পিপাসার নিবৃত্তি হইত না। সম্মুখে দাঁড়াইয়া, মুখের দিক চাহিতে সাহস হইত না। পাছে অপর কেহ দেখে কিম্বা কুমুদের সহিত চোখোচোখী হয়, এই জন্য দূর হইতে অলক্ষিত ভাবে দেখিতেন। দেখিয়া মনে হইত, যেন মূর্ত্তিখানিকে হৃদয় মধ্যে রাখিয়া বারম্বার দেখি। সর্ব্বদা যেন তাঁহার মনে হইত যে, কুমুদকে ভাল বাসি। তবে পাঠক মনে করিতে পারেন যে, তিনি কি পূর্ব্বে তাঁহাকে ভাল বাসিতেন না? বাসিতেন, কিন্তু এ সে ভালবাসা নয়, যে ভালবাসার জন্য ভ্রাতা ভগিনী চির-

দিনের নিমিত্ত নৈকট্য সম্বন্ধে সংজড়িত, যে ভালবাসার জন্ত পুত্র, পিতা মাতার পদে আজীবন বিক্রীত, এ সে ভালবাসা নয়—এ যেন স্বর্গীয় ভালবাসা! এ সেই বিমল অকৃত্রিম দাম্পত্য প্রণয়। আমাদের পারুলের অন্তরে যেন অদৃশ্যভাবে, ধীরে ধীরে সেই ভালবাসা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। তিনি কুমুদকে মনে মনে ভালবাসিতে লাগিলেন। যত প্রণয়রস গাঢ়তা প্রাপ্ত হইতে লাগিল, ততই যেন কুমুদের সহিত কথা কহিতে—তাঁহার নিকটে যাইতে—তাঁহার দিকে লোক সমক্ষে তাকাইতে লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। একদিন কুমুদকান্ত পুস্তক হস্তে করিয়া পালঙ্কোপরি অর্দ্ধ শায়িত ভাবে অনন্য মনে পড়িতেছেন; ত্রিতল ছাদের উপর পারুল দাঁড়াইয়া উদ্‌ঘাটিত বাতায়ন পথে চিত্রপটের ন্যায় এক দৃষ্টে কুমুদকান্তের বদনচন্দ্রমার সুধাপান করিতেছিলেন। যেন গগনতলে থাকিয়া সুধাপানের কোন ব্যাঘাত হয়, তাই পিপাসিত চকোর মেঘোন্মুক্ত পূর্ণ শশধরের অধর সুধা সুধাপানের নিমিত্ত উপরে উঠিয়াছেন। যতই দেখিতেছেন, ততই যেন দিদৃক্ষা কৌতুক প্রবল হইয়া উঠিতেছে। নয়ন যেন আর সে দিক্ হইতে ফিরিতে চাহিতেছে না—নাসিকা হইতে ঘন ঘন উষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতেছে। এই সময়ে অসাবধানতা বশতঃ মলের ঝম্ করে শব্দ হইল। কুমুদের প্রাণের ভিতর যেন শেল বিঁধিল—আর পড়া হইল না, চঞ্চল চক্ষু ইতস্ততঃ ধাবিত হইল। কুসুমায়ুধের সুতীক্ষ্ণ শর যেন পার্ব্বতীনাথের হৃদয়ে বিদ্ধিয়া তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিল। কুমুদ মাথা তুলিয়া ছাদের দিকে চাহিলেন, অমনি চারি চক্ষু নিমিষের নিমিত্ত যেন এক হইল;

আর বিদ্যুৎবেগে কি যেন একটা পদার্থ আসিয়া কুমুদের দেহে প্রবেশ করিল, কুমুদ অস্থির হইলেন—হাত হইতে পুস্তক পড়িল—দৃষ্টি আর ফিরিল না—প্রাণ-প্রতিমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। এ দিকে নলিনী কুমূদকে তাকাইয়া দেখিবা মাত্র লজ্জায় নম্রমুখী হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন "হায়! কি হইবে! যদি তিনি আমার মনের ভাব জানিতে পারিয়া থাকেন।" এইরূপ ভাবে কিছুক্ষণ থাকিয়া তিনি ভাবিলেন, আর একবার কুমুদ এখনও আমার দিকে চাহিয়া আছেন কি না। যেমন মুখ তুলিয়া আবার বাতায়নপথে দৃষ্টি চালনা করিতে গিয়াছেন, অমনি জানি না, কুমুদ কি ভাবিয়া অকস্মাৎ একটু হাসিয়া ফেলিয়াছেন। পারুল বড় লজ্জায় পড়িলেন, আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলেন না—তিনিও যেন একটু মুচকে হেসে সেথা হইতে বেগে প্রস্থান করিলেন। নয়ন-কোণের সেই সরল দৃষ্টি আর সেই মধুর অধর পাশের সেই হাসির বিকাশটুকু কুমুদের প্রাণে বড়ই বাজিল—কুমুদ অস্থির হইয়া অনেক ক্ষণ সেইদিকে দেখিলেন, কিন্তু আর দেখিতে পাইলেন না। মনে মনে কত কি ভাবিতে লাগিলেন—কত আশায় স্বপন দেখিতে লাগিলেন। কখন ভাবিতে লাগিলেন, "আমি হাসিয়া ভাল করি নাই—হয় ত পারুল কি মনে ভাবিবে, হয় ত আমার এইরূপ ব্যবহারে তাহার মনেকষ্ট হইতে পারিবে।" কিন্তু পরক্ষণেই যেই আবার পারুল বিম্বাধরের মধুর হাসি আর সেই আকর্ণ বিস্তারিত নয়নকোণের সরল দৃষ্টি মনে পড়িল, অমনি লজ্জা ভয় সকলই দূর হইল—মন অস্থির হইল। ভাবিলেন, এ কি হইল! মন হঠাৎ এরূপ চঞ্চল হইল কেন? আমি ত কত

দিন তাহার হাসি দেখিয়াছি—বাল্যকাল হইতে সে কতদিন আমার দিকে তাকাইয়া হাসিয়াছে, কিন্তু আমি সে হাসির মধ্যে এত সৌন্দর্য্য একদিনও দেখি নাই।

এইরূপে কুমুদকান্ত মানসপটে সেই মোহিনী প্রতিমার প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিতে আরম্ভ করিলেন। মূর্ত্তিখানি যেন সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আর থেকে থেকে মুচকে হেসে অপাঙ্গে তাকাইতেছে, আর কুমুদের মন যেন অস্থির হইয়া উঠিতেছে। তিনি শূন্যপথে লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, এমন সময়ে আবার যেন পারুল হাসিতে হাসিতে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কুমুদ এক দৃষ্টে তাকাইয়া আছেন বাহ্যিক জ্ঞান শূন্য হইয়াছেন, বলিলেই হয়। সে বিষয়ে মন এত আকৃষ্ট হইয়াছে যে, আবার পূর্ব্ব ঘটনা স্মৃতিপথে উদিত হইল—পারুল ব্রীড়াবনতবদনে পলায়ন করিতেছেন—এবার আর কুমুদ থাকিতে পারিলেন না, কথা কহিয়া বলিলেন, "ও কি পালাচ্ছ যে? তবে কি তুমি আমার হবে—?" আর বলিতে পারিলেন না,তাঁহার পালঙ্কের অপর ধার হইতে কে যেন বলিল—"কে? কে পলায়ে গেল? কে তোমার হবে না?—কার জন্য এত পাগল? ধরিবারে মোহন চাঁদ, কে পেতেছে পীরিতি ফাঁদ।" কুমুদ চক্ষু ফিরাইয়া দেখিলেন, নেড়া দিদি! অমনি লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "কৈ না—ও কিছু নয়।" তিনি বলিলেন, "ওহে, শাক দিবে কি আর মাছ ঢাকা যায়? আমার কাছে আর ঢাকলে কি হবে বল আমি কি এখন এসেছি? আমি এসেছি অনেকক্ষণ! সব শুনেছি—সব দেখেছি—তা কার জন্য অমন ধারা করছিস আমায় বল না কেন, আমি তার না হয়

যোগাড় দেখি।" "আঃ! তুমি যে জালিয়ে মারলে ও সব কিছু নয়—এখন কি খাব দেবে চল।" তিনি বলিলেন, "তা চল—কিন্তু আমার কাছে ঢাকতে পারবে না, দু দিন পরে যেমন করে হ'ক জানতে পারবই পারব।" "তা যখন জানবে তখন জানবে। এখন তার কি," বলিতে বলিতে দুজনে চলিয়া গেল।

পাঠক মহাশয়, আমাদের কুমুদের এই "নেড়া দিদি" যে কে, আপনারা কেহ চেনেন কি? না! ইনি শশাঙ্কশেখর বাবুর পিসি, ইহার নাম বিমলা সুন্দরী। ওমা! ইহার নাম আবার বিমলা সুন্দরী! ইনি যদি সুন্দরী হন, তা হলে আমাদের ও পাড়ার বংশের মা আর শ্যামার দিদিও ত পদ্মা সুন্দরী! তবে বুঝি ইঁহার নামটিই কেবল সুন্দর, দেখতে সুন্দর নয়। ও মা! হায় হায়! আর একটা জিনিষ এতক্ষণ দেখি নাই! আ! আমার দশা, পাঠক? তুমিও কি এতক্ষণ দেখ নাই। নিবিড় জলদ গাঢ় কেশের বাহার একবার দেখ! পিটভরা চুল—এক গাছিও ঘাড় ছাড়াইয়া পড়ে নাই——মাথার দুই এক জায়গায় আবার তেল গড়ায়ে পড়ছে—মারবেল পাথর—আবার তার ধারে ধারে কোন কোন স্থানে অনেক ক্ষণ ধরে দেখলে পরে দেখতে পাওয়া যায়, বোধ হয় এক আধগাছি চুলই হবে উর্দ্ধমুখে দণ্ডায়মান; আবার ঐ উর্দ্ধমুখে দণ্ডায়মান চুলের বিষয় একটু বিশেষরূপে ভাবলে পরে করুণাময় জগদীশ্বরের আশ্চর্য্য শিল্প নৈপুণ্যের ও অসাধারণ মাহাত্ম্যের পরিচয় পাওয়া যায়, নেড়া মাথায় প্রহার করিলে বা দৈবাৎ কোন দ্রব্য পড়িলে অতিশয় লাগিবার সম্ভাবনা, তাই তিনি জানিতে পারিয়া স্থানে স্থানে শাণিত বর্শা ফলক রাখিয়া দিয়াছেন। চর্ম্ম

তত স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না, যদি বিশ্বাস না হয় পাঠক অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিতে পারেন, অবগত হইয়া বুঝাইয়া দিবেন। যে কোন জিনিষ পড়িবে অমনি শাণিত বর্শায় বিদ্ধ হইয়া যাইবে—আর মাথায় লাগিবে না। আরও এক কথা, কাকগুলা আবার নেড়া মাথা দেখিলে প্রায় ঠোকর মারিতে যায়; যায় কি—একদিন বিমলা সুন্দরীকে মারিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই—বড় বিপদে পড়িয়াছিল। যেমন ঠোকর মারিতে গিয়াছে অমনি বক্ষঃস্থলে প্যাঁক করে বিঁধে গেছে—আর অমনি কাকটা যন্ত্রণায় "কা" "কা" করে ডাকতে লাগল। বিমলা সুন্দরী ঝপ্ করে কাকটাকে ধরে ফেলিলেন। এমন সময়ে কোথা থেকে অসংখ্য কাক আসিয়া একত্রিত হল এবং "কা" "কা" করে কলরবে প্রাসাদ পূর্ণ করিয়া ফেলিল ও তাঁহার হাতে ঠোকর দিতে উদ্যত হল, যেমন সেটাকে ধরিতে গেল, অমনি ধৃত কাকটা "কা" "কা" করে পলাইয়া গেল। থাক, আর কাকের কথায় কাজ নাই, বিমলা সুন্দরীর যে রূপের ছটা তা বর্ণন করা আমার সাধ্য নয়। পেটটি দেখে শুনে বোধ হয় যেন পেটের ভিতর পিলেতে ডিম পেড়েছে, আরও ভাল ভাল ডাক্তারের কাছে শুনেছি যে, পিলের ডিম অতিশয় বড় হয়—তাহাতেই পেটটি একটি ছোট খাট জালার মত হয়েছে! কিন্তু তাঁহার একটা বড় গুণ—চলিবার সময় গজেন্দ্রগামিনী হয়ে চলেন, আস্তে আস্তে পা দুটি ফেলেন, আর "থপাস্" "থপাস্" করে শব্দ হতে থাকে। ডাণ পায় গোদ আছে, আবার তাহার গায়ে গুলের ফেঁকড়ির মত দুই চারিটি ফেঁকড়িও আছে। সে যাহা হউক, পাঠক, আর বিমলা

সুন্দরীর রূপের বিষয় আলোচনায় আমাদের আর প্রয়োজন নাই, ভাল মন্দের বিষয় বিচার করাতেই বা দরকার কি? তাঁহার সহিত আর ঘর করিতে হইবে না। সে যাহা হউক, দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার নামে মাত্র বিবাহ হইয়াছিল। ত পাঠক বোধ হয় বুঝিতে পেরেছেন যে, পাত্রও সেইরূপ। কিন্তু তাও আবার বেশী দিন ভোগ করিতে পান নাই। সেই অবধিই নারায়ণপুরে বাস করিতেছেন। তিনি বড় রসিকা, কিন্তু একটি উৎকৃষ্ট গুণ ছিল, কেহ কখন তাঁহার নামে কোন দোষারোপ করে নাই, তাঁহার চরিত্র নির্দ্দোষ ছিল। কাজে কাজেই—তা ত থাক্‌বেই! শশাঙ্কশেখর বাবু তাঁহাকে অতিশয় মান্য করিতেন। তাঁহার সহিত পরামর্শ ব্যতীত বড় একটা কোন কাজ করিতেন না। তিনিই বাটীর এক প্রকার কর্ত্রী। আর আমাদের পারুল-বালার মাতার মৃত্যু অবধি তিনি তাহাকে এক প্রকার মানুষ করিয়াছেন, সেই জন্য পারুল তাঁহার অতিশয় অনুগত। পারুল শৈশবকাল হইতেই তাঁহার নিকট সর্ব্বদা থাকিতেন; এবং বিমলা সুন্দরীও কথা প্রসঙ্গে তাঁহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অনেক বলিতেন, এবং তাঁহার মার বিষয় উত্থাপন করিয়া দুই একবিন্দু চোখের জলও ফেলিতেন। সুতরাং পারুল ক্রমে ক্রমে বয়োবৃদ্ধি-সহকারে আপনার বিবরণ সমস্তই জ্ঞাত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শশাঙ্কশেখর বাবুও পারুলকে অতিশয় ভাল বাসিতেন, তিনি তাহাকে নিজ তনয়ার ন্যায় দেখিতেন। শশাঙ্কশেখর বাবু পারুলের বিবাহ বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন না, নানা স্থান হইতে ঘটকেরা অনেক প্রকার সম্বন্ধ আনিতে লাগিল, কিন্তু কোনটিই তাঁহার মনোনীত হইল না। যেখানে পাত্রটি ভাল হয়, সেখানে হয় ত তাহারা ধনে মানে সমযোগ্য নহে; আবার যেখানে সমযোগ্য ঘর পাওয়া গেল, সেখানে হয় ত বর ভাল নহে; সুতরাং সকল স্থানেই এইরূপে একটা না একটা প্রতিবন্ধকতা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। কোন স্থানে আর বর ভাল পাওয়া যাইতেছে না দেখিয়া, শশাঙ্কশেখর বাবুর অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। আর যেখানে সেখানেও কিছু বিবাহ দিতে পারিতেছেন না, কারণ তিনি সে স্থানের মধ্যে একজন খ্যাতনামা ধনাঢ্য জমিদার, তজ্জন্য অযোগ্য ঘরে বা বরে কন্যা সম্প্রদান করিলে তাঁহার কলঙ্ক হইবার সম্ভাবনা। অর্দ্ধেন্দুর পিতার নাম নরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, তিনি সম্পর্কে শশাঙ্কশেখর বাবুর ঠাকুর দাদা হইতেন। আজি কয়েক বৎসর হইল নরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হইয়াছে, তিনিও একজন গণ্য মান্য লোক। তাঁহার মৃত্যুর পর বিষয়াদি অর্দ্ধেন্দুরই হইল, এবং মাতুল প্রভৃতির ধন রাশির তিনি একমাত্র অধীশ্বর। অর্দ্ধেন্দু সদ্বংশজাত, ধনাঢ্য ও তাহার সমযোগ্য, সুতরাং তাহাকে কন্যা

প্রদান করা যাইতে পারিত, কিন্তু তিনি অল্প বয়সেই অতিশয় ব্যসনাসক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার সচ্চরিত্রতার বিষয় ক্রমে ক্রমে তাহার সকল গুরুজনেরই কর্ণগোচর হইয়াছিল। সুতরাং শশাঙ্কশেখর বাবু, অমূল্য রত্নমালা বানরের গলায় অর্পণ করিতে সম্মত হইলেন না। অর্দ্ধেন্দুর মাতা পারুলের সহিত অর্দ্ধেন্দুর বিবাহ দিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

অর্দ্ধেন্দু পারুল লাভের লালসায় বিস্তর চেষ্টা করিতে লাগিলেন, নানা প্রকার কৌশল জাল বিস্তার করিতেও ত্রুটি করেন না, প্রলোভন দ্বারা সরলা বালিকার মনঃ প্রাণ হরণ করিবার নিমিত্ত যত্ন করিতেও নিরস্ত হন নাই। পূর্ব্ব হইতেই পাঠক মহাশয় অবগত আছেন যে, পারুল অর্দ্ধেন্দুর সহিত বাল্যকাল অবধি ক্রীড়া করিয়া আসিতেছিলেন। এবং এখনও পারুল অবাধে অর্দ্ধেন্দুর সহিত কথা কহিতেন, কিন্তু যখন তাঁহার চরিত্রের বিষয় সকলে জানিতে পারিল, তখন আর তিনি সাহস করিয়া তাহার নিকট যাইতে পারিতেন না। অর্দ্ধেন্দু প্রায় সর্ব্বদাই কুমুদকান্তদের বাটীতে আসিতেন—ছোটবেলাও খেলা করিবার জন্য আসিতেন, কিন্তু যদি তাঁহার মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিতাম, তাহা হইলে বলিতাম যে, এখন তাঁহার অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে। তিনি সর্ব্বদা পারুলের সহিত কথা কহিতে, তাহার দিকে তাকাইয়া হাসিতে, তাহার তুষ্টি বা হাস্যোদ্দীপন কার্য্য করিতে বা তাহার সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পারুলও ক্রমে ক্রমে তাহার মনোভাব জানিতে পারিলেন এবং ব্যবহারে বিরক্ত

প্রকাশ করিতে লাগিলেন ; তিনি যেখানে থাকিতেন সে স্থান দিয়া চলিতে বা তাহার সহিত স্বেচ্ছায় কথা কহিতে কোন-মতেই সম্মত হইতেন না—প্রত্যুত তাঁহাকে মনে মনে ঘৃণা করিতে লাগিলেন। সে দিন যখন পারুল কুরঙ্গ নয়নে কুমুদকান্তের হৃদয়কন্দর কাঁপাইয়া—অধরে মধুর হাসির ছলে কুমুদের কোমল প্রাণকে নব অনুরাগে মাতাইয়া—সজীব অনঙ্গের অঙ্গ দেখাইয়া—ছাদ হইতে সোপান পথে অবরোহণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে সম্মুখে অর্দ্ধেন্দুকে দেখিয়া কিছু-ক্ষণের নিমিত্ত থামিলেন, পরে লজ্জা-বিজড়িত হইয়া এক ধার দিয়া নামিতে গেলেন, কিন্তু গতি রুদ্ধ হইল। অর্দ্ধেন্দু দুই-ধারে হাত দিয়া দাঁড়াইলেন—অচল—অটল। আর পারুল ক্ষিতি সংলগ্ন নয়নে দাঁড়াইয়া—আর থাকিতে পারিলেন না—বলিলেন, "দাদা, রাস্তা ছাড়, আমি মা'র কাছে যাব।" অর্দ্ধেন্দু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "কেন, আমার কাছে থাক্‌তে কি তোমার ভয় হয় ? আমি ত আর বাঘ নই যে, হাম্‌ করে খেয়ে ফেল্‌ব। আমার সঙ্গে দুটা কথাই না হয় কও না কেন, তাতে আর দোষ কি ?" পারুলের মুখ রক্তবর্ণ হইল, চখে জল ছল্‌ ছল্‌ করিতে লাগিল, তিনি কুপিত হইয়া কহিলেন, "দেখ দাদা, তুমি যদি ও সব কথা আমায় বল, তা হলে আমি মাকে বলে দেব ; সর, আমি যাই।" পারুল কুপিতস্বরে অথচ একটু কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিলেন, তত্রাপি বোধ হল যেন বীণা নিনা-দিত হচ্ছে—অর্দ্ধেন্দুর প্রাণ একেবারে বিগলিত হইয়া গেল, তিনি বলিলেন, "আর শুনেছ, তোমার সহিত আমার বিবাহ হবার কথা হচ্ছে—তোমার নাকি তাতে মন নাই ?" পারুল

বিবাহের কথা শুনিয়া অর্দ্ধেন্দুর হাত সরাইয়া সেখান হইতে সবেগে প্রস্থান করিলেন। অর্দ্ধেন্দুর মনে কিছু ভয়ের সঞ্চার হইল—কিন্তু পারুলের মুখখানি ভাবিয়া অমনি ভুলিয়া গেলেন, এবং ভাবিতে ভাবিতে মানসে আঁকিতে আঁকিতে এ দিক্ ও দিক্ ফিরিয়া বাটী প্রস্থান করিলেন।

তিনি বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ পারুলের নিকট রহিল। তিনি ধীরে ধীরে উপবন মধ্যে উপস্থিত হইলেন। ভাবিয়াছিলেন, সায়ংকালীন উপবন-শোভা সন্দর্শন করিলে মানসে শান্তি উপস্থিত হইবে, কিন্তু গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ তাহার বৈপরীত্য ঘটিল। তিনি স্বভাবজাত শ্যামল দূর্ব্বাদলের উপর বসিলেন, মধ্যে মধ্যে মনে চিন্তার তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, কত অসার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন, কত যে আকাশ কুসুম অলক্ষিতভাবে মনের মধ্যে ফুটিতে লাগিল। কখন বা আশার মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া অধরে হাসি আসিল, আবার কখন বা নৈরাশ্যমেঘে বদনচন্দ্রমা আবৃত হওয়াতে মলিন দেখাইতে লাগিল। অর্দ্ধেন্দু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "যেরূপে হক পারুলকে বিবাহ করিব। যদি পারুলরত্নকে হৃদয়ে ধারণ করিতে না পারি, তাহা হইলে আর বৃথা জীবন ধারণ করিবার ফল কি? আহা! আমার মনের মধ্যে যেন এখন সেই ভাব জাগরিত রহিয়াছে। পারুল নিজ গ্রীবা ঈষৎ বঙ্কিম করিয়া যখন ক্রোধারক্তনয়নে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, তখনই আমার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! যে দেখিতে সুন্দর, তাহার সকল বিষয়ই সুন্দর হয়। রাগের সময়েও তাঁহার বদনকান্তির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটিল না।

বোধ হয় সে রাগটুকু বালিকাস্বভাবেই হইয়াছিল, অথবা মৌখিক রাগ; নতুবা আমার মন যখন তাহার জন্য শতগুণে জ্বলিতেছে, তখন কি তাহার কিছুই কি হয় নাই? অবশ্যই হইয়া থাকিবে। সে যাহা হউক, আর আমি যদি স্বয়ং শশাঙ্ক-শেখর কাকাকে আমার মনের অভিলাষ প্রকাশ করিয়া বলি, তাহা হইলে বোধ হয় তিনি অমত করিতে পারিবেন না। আরও এক কথা, আজি হইতে আমি আমার স্বভাব চরিত্র ভাল করিতে চেষ্টা করিব, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই স্বীকৃত হইবেন।"

ইত্যাদি প্রকারে তিনি বহুবিধ কল্পনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে একাদিক্রমে ভাবনাস্রোত প্রবাহিত হওয়াতে তাঁহার সুখস্বপ্ন ভগ্ন হইয়া গেল। তিনি ঊর্দ্ধপানে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন, বক্রাকারে চাঁদ উঠিতেছে—চাঁদ দেখিয়া আবার সেই চাঁদবদন মনে পড়িল। চাঁদের সুশীতল কিরণে অঙ্গ জ্বলিতে লাগিল। ঝিল্লীগণ ঝিঁ ঝিঁ রব করিয়া আশে পাশে থাকিয়া যেন বলিতে লাগিল, "অন্তর বাসনা সফল হবে না।" অর্দ্ধেন্দুর অন্তর অতিশয় ব্যথিত হইল, সংসারের নির্জ্জনতা যেন তাঁহার অসহ্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি ধীরে ধীরে নিরাশ অন্তরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বেলা আর অধিক নাই। গাছের পাতায় পাতায় অস্তাচল-গামী রবিকর ঝিক্ মিক্ করিতেছে। মৃদুল সমীরণ ভরে নবজাত কিসলয় সকলকে তরুশিরোপরে হেমখচিত বলিয়া বোধ হইতেছে। চারিধারে গোলাপ, বকুল, বেল, কামিনী, জুঁই, জাতী প্রভৃতি বিবিধ কুসুম আকাশে চাঁদ দেখিবার জন্য উর্দ্ধ-মুখে "হাঁ" করিয়া এক দৃষ্টে তাকাইয়া আছে। কাহার বা দুই একটি কাহার বা বেশী দাঁত বাহির হইয়াছে, কেহ বা আকাশে চাঁদকে উঠিতে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে ঢলিয়া পড়িতেছে, কেহ বা মাটীতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছে। কোন গরবিনী বা নিজের রূপে নিজে মোহিত হইয়া হাসিতেছে। ভ্রমর এতক্ষণ সূর্য্যের উত্তাপের জন্য কোন সুস্নিগ্ধ স্থানে অথবা সরোজিনী বক্ষে লুক্কায়িত ছিল, এক্ষণে রবিকর মন্দীভূত হওয়াতে মনের আনন্দে গান করিতে করিতে ধীরে ধীরে স্থলোপরি ভ্রমণ করিতেছে। ভ্রমর বড় রসিক, সে নির্জ্জন স্থানে পাইয়া ফুলকামিনীদের সহাস্যবদনে চুম্বন করিতেছে, আর ঘুরিয়া ফিরিয়া কাহার কাণের নিকট গান করিতে করিতে বলিতেছে, "হাস হাস প্রাণভরে হাস; হাসি হেরে জুড়াক মানস।" আবার কাহার নিকট বলিতেছে, "হেসে হেসে কও লো কথা, অমন হাসি শিখলে কোথা?" পবনের কি নিঘৃণ্য প্রাণ! জাত অজাত, সুন্দর কুৎসিত বিবেচনা নাই—বিকসিত যৌবনা হইলে হল।

পবনের জ্বালায় আর বোধ হয় কোন কুলকামিনীর সতীত্ব থাকিবার উপায় নাই। ধীরে ধীরে কুসুম সতীর সাররত্ন সতীত্বমণি অপহরণ করিয়া প্রস্থান করিতেছে।

এই সময়ে আমাদের পারুল মনে মনে কি ভাবিতে ভাবিতে, মন্থরগতিতে বাগানের ভিতর আসিলেন। তাঁহার মুখখানি অপরাপর দিন অপেক্ষা কিছু বিমর্ষ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি আস্তে আস্তে পুষ্করিণীর বাঁধাঘাটের সাঁকোর উপর বসিলেন। বসিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। পরিশেষে বলিতে লাগিলেন,—"আমার কি দুরদৃষ্ট! আমি যাহাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি, যাহার কুব্যবহারে নিরন্তর দুঃখ পাইতেছি, আবার কি বলিয়া বাবা তাহার সহিত আমার বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন, তাহা বলিতে পারি না। বাবা, অর্দ্ধেন্দুর আচার ব্যবহার সকলই বিশেষরূপে অবগত আছেন, তিনি জানিয়া শুনিয়া কি জন্য যে এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা ঈশ্বরই জানেন। আমি ত প্রাণ থাকিতে কখনই অর্দ্ধেন্দুকে বরমাল্য দান করিতে পারিব না। যদি তা হয় তাহা হইলে বিষপানে কিম্বা জলপ্রবেশে মৃত্যু ঈশ্বর আমার অদৃষ্টে লিখিয়াছেন। আমি দিদিমাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া বলিব, যেন তিনি বাবাকে বলিয়া আমাকে পাষণ্ডের হস্ত হইতে মুক্ত করেন। কিন্তু দিদিমাকেই বা কেমন করিয়া এ সব কথা বলিব? বলিতে কি আমার লজ্জা হইবে না? লজ্জা আবার কি! যে বিষয়ের উপর জীবনের—এমন কি পরকালের সুখ দুঃখ নির্ভর করে, তার জন্য আবার লজ্জা কি! আর বোধ হয় আমার অমত হইলে বাবা এ বিবাহে সম্মত

হইবেন না। সে আমার উপর যে অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, বোধ হয় বাবা তাহা শুনিলে যে কি পর্য্যন্ত হইবেন, তাহা বলা যায় না।”

তিনি আবার কতক্ষণ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন, মনে কত মত ভাবের উৎপত্তি ও লয় হইতে লাগিল। আবার তিনি ধীরে ধীরে অস্পষ্ট স্বরে বলিতে লাগিলেন,—“কি আশ্চর্য্য! আমি যাকে চাই, যাহার জন্য আমার মন সতত চঞ্চল, যাহাকে পাইলে আমি সুখী হইব, ঈশ্বর সে রত্ন আমায় না, দিয়া—আমি যাকে ঘৃণা করি, তাহার সহিত বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। জগতে প্রত্যেক ব্যক্তি যদি তার অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে আর সুখের অবধি থাকিত না। আমি কুমুদের জন্য যেরূপ কাতর হইয়াছি, তাঁহাকে দেখিবার জন্য যেরূপ সর্ব্বদা ব্যাকুল হই, তিনি কি আমার জন্য সেরূপ হন না? আমি তাঁহাকে যেরূপ ভাল বাসি, তিনি কি আমায় সেরূপ ভাল বাসেন? না। আমার প্রাণ তাঁহার জন্য যেরূপ কাঁদে, তাঁর কি সেরূপ হয়? না। নিশ্চয়ই না; কারণ, রমণী হৃদয় যেরূপ কোমলতায় পরিপূরিত, ভালবাসায় সংজড়িত, পুরুষের সেরূপ নয়। হয় ত আমি যে তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হই, সে বিষয়ে তাঁহার উপলব্ধি হয় নাই। না হইবারই বা কারণ কি, তিনিও স্থির-নেত্রে আমাপানে তাকাইয়া থাকেন। আর এক কথা, সে দিন তাঁহার হাসিবার কারণ কি? নিশ্চয় তিনিও আমায় ভালবাসেন।”

এইরূপ যখন পারুল সাঁকোর উপর বসিয়া চিন্তা লহরীতে

ভাসিতে ছিলেন, সেই সময়ে হঠাৎ একটি অর্দ্ধ বিকসিত গোলাপ আসিয়া তাঁহার ঈষৎ লোহিত গণ্ডস্থলের উপর পড়িল, পারুল চমকাইয়া উঠিলেন। সচকিতে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া পশ্চাতে দেখিলেন, কুমুদকান্ত! অমনি অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, বুক যেন দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল. আবার একটু হাসিও আসিল, কিন্তু সে হাসি বেশী ক্ষণ স্থায়ী হইল না,—নব জলধরে সৌদামিনী বিকাশের ন্যায় মুহূর্ত্তমধ্যে অমনি আবার অধরে মিশাইয়া গেল। সরল কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "যাও! অমনি করে হঠাৎ মারে, আমার যে ভয় হয়েছে। আর একটু হলে এখনি জলে পড়ে যেতেম, অথবা হয় ত মূর্চ্ছাই যেতেম।" এই বলিয়া অধরের হাসির রাশি বদনে ঢাকিতে ঢাকিতে অন্তঃপুরাভিমুখে যাইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু কুমুদ সম্মুখে দাঁড়াইলেন, বলিলেন—"আহা! যেরূপ কোমলাঙ্গ, তাহা ফুলের আঘাতে মূর্চ্ছা যাবার সম্ভাবনা বটে। বোধ হয় ব্যথা হয়েছে। এস, আমি হাত বুলাইয়া দেই।"

পারুল। যাও যাও, আর অত ঠাট্টায় কাজ নাই।

কুমুদকান্ত সাঁকোর উপরে বসিয়া মনে মনে কি ভাবিতে ছিলেন, আর অস্পষ্টস্বরে কি যে বলিতেছিলেন দূর হতে ভালরূপ শুনিতে পেলেম না—তাহা কি আমার জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আছে?

পারুল কুমুদের বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন। মনে ভাবিলেন, "ছি! কি লজ্জার বিষয়! তা হলে ত বোধ হয় আমার সমস্ত কথা শুনে থাকিবেন।" পরে প্রকাশ্যে

বলিলেন, "কই, কিছুই না; এখন যাই—সন্ধ্যে হয়ে এল, আমি মা'র নিকট যাই।"

কুমুদ। যাবে এখন, এত ব্যস্ত কেন? আমার কথার উত্তর না দিলে যাইতে দিব না।

পারুল। সে কথা বলিবার নয়, আমি বলিব না।

কুমুদ। আচ্ছা না বল, কিন্তু আমি সবই শুনেছি। তা ঈশ্বর কি সে দিন করিবেন।

পারুল কোন উত্তর প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়া আনত আননে দাঁড়াইয়া রহিলেন, আর দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা মাটীতে দাগ দিতে লাগিলেন। আপাদ মস্তক কাঁপিতে লাগিল, শরীর রোমাঞ্চিত হইল, এক প্রকার অপূর্ব্ব আনন্দরসে সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত হইতে লাগিল, বুক মুহুর্মুহুঃ দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তিনি যে কি বলিয়া উত্তর দিবেন, তাহা স্থির করিতে সমর্থ হইলেন না। কুমুদকান্ত পারুলকে নিরুত্তর দেখিয়া কহিলেন, "আমার উপর কি রাগ করিলে? তাহাতেই কি কথা কহিতেছ না? যদি কোন দোষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে মা——" পারুল কুমুদের কথায় বাধা দিয়া কহিলেন, "আপনি যদি আমায় ওরূপ কথা কহিবেন, তাহা হইলে আমার পাপ হইবে; আমি আপনার শ্রীচরণাশ্রিতা দা——" আর বলিলেন না, সতর্কতার সহিত থামিয়া গেলেন। কুমুদ মনে মনে হাসিলেন, তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, ধীরে ধীরে কোমল করে পারুলের চিবুক ধরিয়া বলিলেন, "সোহাগিনি, আমি তোমায় ভালবাসি কি না এই বিষয় জানিবার জন্ত তুমি এত ব্যস্ত হইয়াছ? আমি তোমায় ভালবাসি কি না তাহা

কথায় বলিলেই বা কিরূপে বিশ্বাস করিবে? তবে আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, তোমায় আমার নিজ প্রাণ অপেক্ষা সহস্রগুণে ভালবাসি। তুমিও যেমন সর্ব্বদা মনে মনে ভাবিতে যে, আমি যাকে ভালবাসি, সে আমায় ভালবাসে কি না? আমার মনেও ঠিক্ সেইরূপ হইত। আমি এক নিমিষের জন্যও ভাবি নাই যে, তুমি আমায় আবার প্রাণের সহিত ভালবাসিবে—এরূপ আশাও আমি কখন করি নাই। সুতরাং এ আমার ভাগ্য বলিতে হইবে। আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্য করিয়া বল দেখি—তুমি কি আমার হবে?"

পারুলের অন্তর পুলকে পূরিত হইয়া উঠিল। প্রিয়জন-স্পর্শে শরীর রোমাঞ্চিত হইল এবং মনে মনে আপনাকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। কথা কহিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু লজ্জা আসিয়া বাধা দিল। কেবল মাত্র মস্তক অবনত করিয়া তাঁহার কথায় উত্তর প্রদান করিলেন। কিন্তু অধিকক্ষণ সে ভাবে থাকিতে পারিলেন না; বালিকা স্বভাব-জাত লজ্জা আসিয়া তাঁহার মনে উপস্থিত হইল। তাঁহার হঠাৎ জ্ঞান হইল, "আমি করিতেছি কি, যদি কেহ দেখে, তা হলে কি বলিবে?" তিনি আর দাঁড়াইলেন না, "আমি এখন যাই" বলিয়া এক ছুটে অন্তঃপুরাভিমুখে চলিলেন, এবং কিছু দূর যাইয়া হাস্যাধরে একবার পশ্চাতে চাহিলেন, কুমুদও হাসিলেন, পুনঃমুহূর্ত্তেই তাঁহার নয়নপথ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। কুমুদ ইতস্ততঃ পদ চারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মনে ভাবিলেন, আমি কি শুভদিন! এতদিনের পর আমার মনের আশা সফল হইল। কখন ভাবিলেন, পারুলের

অন্তর কি সরলতায় পূর্ণ! আমি যে তাঁহাকে এতদূর ভাল-বাসিতাম, বোধ হয় তিনি তাহার বিন্দুমাত্রও জানিতে পারেন নাই।" তিনি এই রূপ নানা বিষয় আলোচনা করিয়া মনে মনে হাসিতেছেন, আবার কখন এ দিক্ ও দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছেন।

এই উপবনটি শশাঙ্কশেখর বাবুর বাটীর ঠিক্ দক্ষিণভাগে অবস্থিত এবং প্রাসাদের সহিত সংলগ্ন। ইহাতে নানাবিধ বৃক্ষবল্লরী নানাবিধ কুসুমে শোভিত হইয়া রহিয়াছে; মধ্যস্থলে একটি পদ্মিনী পরিপূর্ণ প্রশস্ত সরোবর। বাটীর চতুর্দ্দিক্ উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, প্রাচীরটি বহুদিনের বলিয়া গায়ে অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি বৃক্ষের চারা বহির্গত হইয়াছে। বাটীর স্ত্রীলোকেরা এই পুষ্করিণীতে স্নানাদি করিয়া থাকেন এবং প্রতিবাসিনী রমণী-গণের স্নানের নিমিত্ত বহির্দ্দিকেও একটি দ্বার আছে, উহা অপরাপর সময় প্রায়ই বন্ধ থাকে। সে যাহা হউক, যখন কুমুদকান্ত ও পারুল সুখ সম্মিলনে ভাসিতেছিলেন, সেই সময়ে বিমলা সুন্দরী কার্য্য বশতঃ সরোবরে আসিতেছিলেন, কিন্তু দূর হইতে তাঁহাদের দুই জনকে দেখিয়া থামিলেন;— ভাবিলেন, "এ কি! এ যে দেখ্‌ছি যুগলরূপ! দেখি আরও কতদূর হয়। তিনি আমোদ আহ্লাদ অতিশয় ভালবাসিতেন, কোন স্থানে রসের কথা পড়িলে সেখান হতে আর যাইতে চাহিতেন না; মৌমাছির মত পড়িয়া থাকিতেন। আজ তিনি কৌতুক দেখিবার জন্য ধীরে ধীরে একটি ধারে দিয়া দাঁড়াইলেন, যাহা যাহা ঘটিল দেখিলেন, দেখিয়া মনের মধ্যে অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। তখন তাঁহার সেই দিনের কথা মনে

পড়িল, কুমুদের সেই কথা—"তুমি আমার হবে না?" তাঁহার মনে আসিল। তিনি দুই জনকেই অতিশয় ভালবাসিতেন, সুতরাং তাহাদের সুখমিলনে তিনিও সুখী হইলেন, এবং যাহাতে পরস্পর সুখী হয় তাহার চেষ্টা করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। কামিনীকুমারী পূর্ব্ব হইতেই কুমুদের সহিত পারুলের বিবাহ দিতে মনস্থ করিয়াছেন, এ বিষয় যদি আমি তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়া বলি, অথবা প্রকারান্তরেই তাঁহাকে বলি, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন। তিনি এইরূপ স্থির করিয়া মন্দ মন্দ গতিতে রূপের ছটায় উদ্যান পথ আলোকিত করিতে করিতে কুমুদকান্তের দর্শনপথবর্ত্তিনী হইলেন। কুমুদ কহিলেন, "ঠান্‌দিদি, হাওয়া খেতে এলে না কি?" বিমলা সুন্দরী যে তাঁহার সহিত অনেক রসিকতা করিলেন, তাহা আর বলা বাহুল্য, কিন্তু তিনি মনের কথা কিছুই তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন না। পরে উভয়েই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পারুল বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া আজ কামিনীকুমারীর নিকট গেলেন না, নিজ শয়ন কক্ষে উপনীত হইলেন। পর্য্যঙ্কোপরে উপবিষ্টা হইয়া সুখ সম্মিলন বৃত্তান্ত পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া অন্তরাত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ মন চঞ্চল হইয়া উঠিল, কুমুদকে আর একবার দেখিবার নিমিত্ত বাতায়নের কবাট উদ্ঘাটিত করিলেন; কিন্তু দূর হইতে সন্ধ্যাচ্ছন্ন অন্ধকার প্রযুক্ত ভালরূপ দেখিতে পাইলেন না সুতরাং মনে বড়ই কষ্ট হইল, কিন্তু উহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না, নানা বিষয়িনী চিন্তা আসিয়া তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্র অধিকার

করিল। ভাবিলেন, "আমি আর ত স্বাধীন নই, আমি কুমুদের নিকট প্রতিশ্রুত হইলাম; যদি তাহার সহিত বিবাহ না হয় তাহা হইলে আমায় পাপ স্পর্শ করিবে।" পরক্ষণেই ভাবিলেন, "হইবে না কেন? আমিও কুমুদ ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিব না। কুমুদ আমার পতি, আমি তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলাম। যদিই গ্রহ বৈগুণ্যবশতঃ বিবাহ না হয়, তাহা হইলে কিছুতেই এ জীবন রাখিব না।" আবার ভাবিলেন, "যদি অর্দ্ধেন্দুর সহিত বিবাহ হয়, তাহা হইলে কি হইবে?" এমন সময়ে কামিনীকুমারী ডাকিলেন, "মা পারুল!" তিনি উত্তর দিলেন "যাই মা!"

পর দিবস বৈকালে দারদালানে বিমলাসুন্দরী বসিয়া পারুলের চুল বাঁধিয়া দিতেছেন, পারুল সম্মুখস্থ দর্পণে অনেক ক্ষণ ধরিয়া আপনার মুখখানি দেখিতে লাগিলেন এবং আপনার রূপে আপনি বিমোহিত হইয়া মনে মনে কিছু গর্ব্ব করিতে লাগিলেন। অহঙ্কার ত হইতেই পারে—যেমন কুসুমের কলিকাও ভাল নয় আর বিকসিত কুসুমও তত আদরণীয় হয় না; কারণ আজ ফুটিয়াছে দু দিন পরে শুকাইয়া যাইবে, ক্ষণস্থায়ী রূপ যৌবন কোথায় চলিয়া যাইবে; সেইরূপ স্ত্রী জাতির মধ্যে বালিকা তত সুন্দর নয়, কিম্বা পূর্ণযৌবনা রমণীও তত স্পৃহণীয় বা রমণীয় নয়, কারণ সে ত জোয়ারের জল—ঢল্ ঢল্ করিতেছে কোন্ দিন শুষ্ক হইবে। কিন্তু যে রমণী যৌবনে পদার্পণ করিতেছে, সেই সুহাসিনীই বেশী আদরিণী; সুতরাং আমাদের পারুলও আপনার রূপ দেখিয়া মনে একটু হাসিলেন। বিমলাসুন্দরী তাহা দেখিলেন। পারুল আপন করে পূর্ব্ব দিবস

কুমুদ যেমন করিয়া চিবুক ধরিয়া সোহাগ করিয়াছিলেন, তেমনি করিয়া ধরিলেন; কিন্তু তেমন সুখ হইল না, মুখখানি একটু বিকৃত করিলেন, বিমলাসুন্দরী তাহাও দেখিলেন এবং তাঁহার মনের ভাব বুঝিলেন। চুল বাঁধা শেষ হইল, তিনি পারুলের পৃষ্ঠ, স্কন্ধদেশ, মুখখানি বেশ করিয়া মুছাইয়া দিলেন এবং কপালে একটি টিপ পরাইয়া দিলেন, পরে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা চিবুক ধরিয়া গাহিলেন ;—

"এইবার মদনমোহন সাজে,
দেখা দিয়ে এস লো হৃদয়-রাজে।
পড়িয়ে পিরীতি ফাঁদে, মনোমোহন যে কাঁদে,
শান্ত করে এস কাজ নাই লাজে।"

পারুল যে বিমলাসুন্দরীর বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে অতিশয় হৃষ্ট হইলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই ; কিন্তু মৌখিক বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "যাও যাও! তোমার যেমন রঙ্গ পড়েছে, আমার ও সব ভাল লাগে না।" কিন্তু তিনি ভাবিলেন, "নেড়াদিদি, আজ আমাকে ও কথা বলিলেন কেন ? ইহার ভাব ত আমি কিছুই বুঝিতেছি না।"

বিমলা। তা ভাল লাগ্‌বে কেন ? আচ্ছা, একটি কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব, বল্‌বে কি ?

পারুল। হাঁ দিদি মা, তোমায় আমি কোন্ কথা না বলি, তোমার নিকট কি কখন কিছু গোপন করেছি ?

বিমলা। তুমি সব চাইতে কাকে বেশী ভালবাস ?

পারুল। তোমাকেই বেশী ভালবাসি।

বিমলা। এই ত ভাই! মনের কথা খুলে বল্লে না।

পারুল। তবে কি আমি তোমায় ভালবাসি না ?

বিমলা। বাসো, কিন্তু আমায় চেয়ে কাকে অধিক ভালবাস ?

পারুল। আমি ত জানি তোমাকেই, তুমি কাকে বল ?

বিম। তারে বেশী ভালবাস, যাহারে দেখিলে হাস।

অদর্শনে প্রাণনাশ ক্ষণে ক্ষণে হয়।
প্রমোদ কাননে ধনি, লইয়ে হৃদয়মণি,
খেলেছিলে সোহাগিনি, প্রদোষ সময়॥
তার চেয়ে প্রিয়ধন, যার অদর্শনে মন,
সদা হয় উচাটন, কে আছে লো আর।
কাল যে প্রণয় ভরে, ধরেছিল তব করে,
মাথা খাও বল মোরে কে বাসে তোমায়॥

বিমলাসুন্দরী এই কথা বলিয়া পারুলের মুখপানে তাকাইয়া হাসিতে লাগিলেন। পারুল অতিশয় লজ্জায় পড়িলেন। নেড়াদিদি কিরূপে জানিতে পারিল, তাহা তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার কথার আর কোন উত্তর দিলেন না, মুখখানি নিম্ন দিকে করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। বিমলাসুন্দরী বলিলেন, "আমার জান্‌তে কিছুই বাকি নাই; তবে এখন যাহাতে তোমাদের দুই জনকে সুখী করিতে পারি, তাহার চেষ্টা দেখি। যে দিন কুমুদের বামে তোমায় দেখিব, সে দিন আমার আহ্লাদের সীমা থাক্‌বে না। কুমুদের নাম শুনিয়া পারুল আরও লজ্জিত হইলেন, তিনি সেখানে আর থাকিলেন না, ছাদের উপর ছুটিয়া পলাইলেন। বিমলাসুন্দরী বার বার ডাকিলেন, "ও পারুল, পারুল! শুনে যা ভাই, আর এক কথা জিজ্ঞাসা

করি।" পারুল হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমার ত ঐ কথা! ও আর শুন্‌তে চাই না।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বেলা যদিও আর অধিক নাই, তথাপি রৌদ্রের উত্তাপ এখনও মন্দীভূত হয় নাই। শশাঙ্কশেখর বাবু বৈকালীক নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া তালবৃন্ত ব্যজন করিয়া গ্রীষ্ম নিবারণ করিতেছেন, আর পর্য্যঙ্কে যামিনীকুমারী উপবিষ্ট। আজ বৃদ্ধ দম্পতীর ভাব যেন অন্য একরূপ বলিয়া বোধ হইয়াছে। গৃহিণী বদন অবনত করিয়া বিমর্ষভাবে বসিয়া রহিয়াছেন। কেহ কাহারও সহিত কথা কহিতেছেন না, এইরূপে অনেকক্ষণ গত হইল, কিন্তু কাহারও কণ্ঠস্বরে নিস্তব্ধ গৃহের স্থিরতা ভঙ্গ হইল না। পরে শশাঙ্কশেখর বাবু বলিলেন, "দেখ আমি যাহা বলিতেছি তাহা শোন, কুমুদের বিবাহের জন্য ভাবনা কি, উহা অপেক্ষা কত ভাল পাত্রী আসিবে। আর এক কথা, আমাকে সকল বিষয় মান সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে। যদি আমি এখন পারুলের সহিত কুমুদের বিবাহ দেই, তাহা হইলে অনেকে প্রত্যক্ষ না হউক পরোক্ষে আমার উপর দোষারোপ করিতে ত্রুটি করিবে না; কারণ হয় ত তাহারা বলিবে, 'শশাঙ্কশেখর বাবু জমিদার মানুষ,

একটা সামান্য লোকের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিবাহ দিলেন।' আমি ও সব কথা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না। তার পর আরও বলছি, পরশ্ব আমি অর্দ্ধেন্দু ও তাহার মা'র নিকট এক প্রকার প্রতিশ্রুত হইয়াছি যে, অর্দ্ধেন্দুর সহিত পারুলের বিবাহ দিব। এই সব কারণে আমি এ কাজ করিতে কিছুতেই পারিব না।" যামিনীকুমারী বৃদ্ধের বাক্য শুনিয়া কিছু সময় নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, "তোমাকে আমার এ উপরোধ রাখিতেই হইবে। অর্দ্ধেন্দুকে পারুল দান করা অপেক্ষা তাহার গলায় পা দিয়া মারিয়া ফেলা ভাল। কুমুদের সহিত পারুলের বিবাহ দিলে লোকে তোমায় নিন্দা করিবে, আর অর্দ্ধেন্দুর সহিত বিবাহ দিলে কেহ কিছু বলিবে না। মা বাপ নাই বলিয়া সোণার পুতুলীকে যে গণ্ডমূর্খের হস্তে সমর্পণ করিতে যাইতেছ, তাহাতে কি মানের হানি হইবে ?

শশাঙ্ক। তা না হয় অপর পাত্র দেখিয়া দেব।

যামিনী। তবুও কুমুদের সহিত বে হবে না ?

শশাঙ্ক। না।

যামিনী। বুড় হয়ে তোমার বুদ্ধির লোপ পেয়েছে, কুমুদ ভিন্ন তোমার আদরের ধন আর কি আছে ? তুমি তার ইচ্ছা পূর্ণ করাতে পার্‌লে না। সে না হয় লজ্জায় তোমায় নিকট কিছু বলিতে পারে না, অর্দ্ধেন্দুর সহিত পারুলের বিবাহ হবে— শুনে বাছা আমার মুখখানি ভার করে বেড়াচ্চে। ভাল করে খাচ্চে না, তুমি ত আর ও সব কিছু দেখ্‌বে না, কেবল মান নিয়েই থাক্‌বে। আর পারুলেরও যখন সম্পূর্ণ ইচ্ছা, তখন

তাহাদিগের ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য করা ভাল হয় না। যখন তাহাদের পরস্পরের মনের মিল হইয়াছে এবং একজন অপরকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে তখন এ বিবাহে অমত প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা দেওয়া পিতা মাতার উপযুক্ত কাজ নহে। যে রূপেই হউক তোমাকে এ বিবাহ প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইবেই হইবে।

শশাঙ্ক। আমি তা কখনই পার্‌ব না। আমি একজন ধনাঢ্য জমিদার হইয়া পাচিকা পুত্রীর সহিত পুত্রের বিবাহ দেব? তাহা আমি কখনই পারব না, ইহা অপেক্ষা অপমান বা লজ্জার বিষয় আর আমার পক্ষে কি হইতে পারে। "স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।" আমি তোমার কথা শুনে এ কাজ কর্‌ব, তা আমি কখনই পার্‌ব না।

পরে তিনি আপন মনে বকিতে বকিতে বহির্বাটীর দিকে কাঁপিতে কাঁপিতে চলিলেন এবং বৈঠকখানায় বসিয়া নানা বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, "কি করা কর্ত্তব্য? যদি বিবাহ না দেই, তা হইলে গৃহিণী রাগিয়া কুরুক্ষেত্র বাধাইবার উপক্রম করিবেন। কি করি, তিনি বারংবার জেদ করিতেছেন; তাঁহার কথা না শুনিলে হয় ত অন্তঃপুরে যাওয়াই বন্ধ হবে। আবার বিবাহ দিলে প্রজাবর্গ ভাবিবে, আমি একজন সামান্য দাসী কন্যার সহিত বিবাহ দিতেছি, সেও বড় লজ্জার কথা! আমার মত উভয় সঙ্কটে কেহ কখন পড়ে নাই। কি করি? আবার শুনিতে পাইতেছি কুমুদেরও না কি আন্তরিক ইচ্ছা, তা বোধ হয় আমি যদি তাকে বুঝাইয়া বলি, কিম্বা নিষেধ করি, তাহা হইলে সে হয় ত আমার সমক্ষে কিছু দ্বিরুক্তি করিতে সমর্থ হইবে না;

কিন্তু মনে মনে বিরক্ত হইতে পারে। কিন্তু বিরক্তই বা হবে কেন, এখন সময়ের দোষে মনটা সর্ব্বদা চঞ্চল, কোন বিষয় সুস্থির ভাবে নির্দ্ধারণ করিতে পারে না। এখন দু দিন পারুলের উপর তার মন পড়্‌লেও পড়্‌তে পারে, তাহাকে এই সময়ে নানা কাজে ব্যস্ত করে রাখিলে, কিম্বা তাহাকে এখান হইতে স্থানান্তরিত করিতে পারিলে তাহার মনের পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে এবং তখন কুমুদকে না দেখিতে পাইলে পারুলও তাহাকে ভুলিতে পারিবে এবং এই অবসরে পারুলের বিবাহ দিয়া ফেলিব। আচ্ছা এই ভাল কথা, এই মতেই কার্য্য করা উচিত।"

এইরূপ মনস্থ করিয়া শশাঙ্কশেখর বাবু অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সায়ংকালীন ক্রিয়া কলাপ সমাপন করিয়া ফেলিলেন। যামিনীকুমারী অপরাপর দিনের ন্যায় আজ আর ভাল করিয়া কথা কহিতেছেন না। বৃদ্ধ দুই চারিটি কথা কহিয়া ধীরে ধীরে পুনরায় বাহিরে আসিলেন। কুমুদকে ডাকাইয়া কহিলেন, "বাবা, আমি ত বড় বিপদে পড়েছি—আজ হঠাৎ সন্ধ্যার সময় বল্লভপুর মহাল হইতে সমাচার আসিয়াছে যে, তথাকার মহালে বড় গোলযোগ। আমাকে যাইতে হইবে, না গেলেই নয়; এখন কি যে করি, কিছুই ঠিক্ করিতে পারিতেছি না। আজি প্রাতঃকাল হইতে আমার পীড়াটা কিছু বৃদ্ধি পাওয়াতে বড়ই কষ্টে আছি, ইহার উপরে আবার এই ভাবনা, এখন কি করি বল দেখি?"

বৃদ্ধ নিরস্ত হইলেন। বাস্তবিক একার্য্যে অপর আর কাহাকেও পাঠাইলেই অনায়াসে হইতে পারিত, কিন্তু প্রকারান্তরে কুমুদকে

বিদেশে পাঠানই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। কুমুদকান্ত বলিলেন, "আমিই তবে যাই ; কিন্তু অপর কেহ যাইলে হইবে না ?"

শশাঙ্ক। কি জান বাপু, আজ কালকার লোককে কি বিশ্বাস আছে? আর এ বড় কঠিন ব্যাপার। এ বিষয়ে স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করাই ভাল। তা কি করি, আমার ত এই অবস্থা। এখন তুমি যদি যেতে পার, তাহা হইলেও এক প্রকার হইতে পারে। আর তোমার সঙ্গে যদি একজন যোগ্য কর্ম্মচারীকে পাঠাই, তাহা হইলে তুমি এ কাজ সম্পন্ন করিতে পার কি না ?

কুমুদ। আজ্ঞা, আমা দ্বারা যদি হয় তাহা হইলে আমি যাইতে প্রস্তুত আছি। আর বোধ করি আপনার যাইবার কোন প্রয়োজন নাই, আমি এবং অপর এক জনকে পাঠাইলেই চলিতে পারে।

শশাঙ্ক। আচ্ছা বাবা, আমি শুনে যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। আর দেখ, তোমারই সব—আমি আর ক দিন আছি, এখন হতে সব বুঝে নিতে চেষ্টা কর।

কুমুদ। কখন রওনা হইতে হইবে ?

শশাঙ্ক। কল্য প্রত্যুষেই যাইতে হইবে। রাত্রির মধ্যে আর আর সকল ঠিক্ করিয়া রাখিতেছি, তুমি বাটীতে সকলকে বলিয়া রাখ, সকালেই যাইতে হইবে।

কুমুদ যে আজ্ঞা, বলিয়া প্রস্থান করিলেন। বৃদ্ধ অপর সমস্ত যোগাড় করাইয়া রাখিলেন এবং বিশ্বস্ত পুরাতন কর্ম্মচারী কেদারনাথকে ডাকাইয়া তাঁহাকে সবিশেষ জ্ঞাত করাইলেন এবং যেমন কার্য্য করিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিলেন এবং তথায় কিছুদিন বিলম্ব করিবার পরামর্শও দিলেন।

তৎপরে কেদারনাথ বাটী যাইলেন এবং তিনিও বাটীর মধ্যে আসিলেন।

এ দিকে কুমুদকান্ত পিতার নিকট বিদায় লইয়া অন্তঃপুরে আসিলেন এবং সকলের নিকট বিদায় লইয়া বল্লভপুর যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। যামিনীকুমারী বা আর কেহ এ বিষয়ে কিছু আপত্তি করিলেন না, কারণ, তাঁহারা কেহ শশাঙ্কশেখর বাবুর মনোভাব বুঝিতে পারেন নাই।

পারুল কুমুদকান্তের বিদেশ-গমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মলিন ভাব ধারণ করিলেন। তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন, কিরূপে এই দুই তিন মাস কুমুদকে না দেখিয়া থাকিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। কুমুদের অনুপস্থিতির সময়ে পাছে আর কাহারও সহিত বিবাহ হইয়া যায়, এ ভাবনাও তাঁহার কোমল হৃদয়কে ব্যাপিত করিল। কি করিবেন, উপায় নাই—নিরুপায় হইয়া অকূল চিন্তার্ণবে ভাসিতে লাগিলেন। প্রত্যুত বলাই বাহুল্য যে, চিন্তাধিক্য বশতঃ সে রাত্রিতে তাঁহার ভালরূপ নিদ্রা আসিল না।

ও দিকে কুমুদকান্ত নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন, খাটের উপর বসিলেন। ভাবিলেন, "কি করি? না গেলেও নয়—যাই বা কি প্রকারে? আমি পারুলের প্রণয়ে যেরূপ আসক্ত হইয়া পড়িয়াছি, তাহাতে তাঁহাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে ইচ্ছা হয় না! আর আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আমাকে বল্লভপুরে পাঠানতে নিশ্চয় কোন না কোন গুপ্ত অভিপ্রায় আছে। আচ্ছা, কপালে যাহা থাকে তাহাই ঘটিবে, যখন পিতার নিকট যাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, তখন নিশ্চয় যাইব।

এখন কি উপায়ে আর একবার পারুলের বদনচন্দ্রমা দেখিতে পাইব ? তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া না যাওয়াও নিতান্ত নির্দ্দয়ের কাজ, কিন্তু এখন আর সাক্ষাতের কোন উপায় দেখিতেছি না। পারুলের সহিত আমার যে ভালবাসা জন্মিয়াছে, তাহা আর কাহার অবিদিত নাই, এখন রাত্রিতে যদি আমি তাঁহার নিকট বিদায় লইতে যাই, তাহা হইলে লোকে আমাদের উপর সন্দীহান হইতে পারে। তবে এক উপায় দেখিতেছি, পারুল এখন ঠানদিদির নিকট শুইয়া আছেন, সেখানে যাওয়া হইবে না, তবে একখানি পত্র লিখিয়া তাঁহার ঘরের এক স্থানে রাখিয়া আসি।” এইরূপ চিন্তা করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন এবং তাঁহার কক্ষে শয্যার উপর রাখিয়া আসিলেন।

পারুলবিষয়িণী চিন্তাতেই বিভাবরী অবসান হইয়া আসিল। বাটীর সকলের উঠিবার পূর্ব্বেই তিনি শয্যা হইতে উঠিলেন, এবং পারুল উঠিয়াছেন কি না তাহার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তখনও বিমলাসুন্দরীর কক্ষ উদ্ঘাটিত হয় নাই। এ দিকে কেদারনাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিতে দেখিতে বাটীর সকলেই জাগরিত হইলেন, কিন্তু চিন্তার প্রাবল্য-নিবন্ধন বিগত নিশিতে জাগরিত ছিলেন, পরে প্রভাতকালীন সুস্নিগ্ধ সমীর হিল্লোলে গাত্র স্পর্শ করাতে নিদ্রিত হইলেন। কিন্তু প্রতিবাসিনী রমণীগণের এবং দাসদাসীদিগের কলরবে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দ্রুতপদে বাহিরে আসিলেন এবং “কুমুদ যাইতেছে” বাটীতে এই কথা শুনিলেন। তিনি দ্রুতপদে নীচে আসিলেন। সকল দ্রব্যাদি লইয়া একজন লোক ও কেদারনাথ অগ্রে অগ্রে চলিতেছেন,

এবং পশ্চাতে কুমুদকান্ত গুরুজনদিগের নিকট বিদায় লইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে পারুল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুমুদ বদন ফিরাইয়া দেখিলেন। চারি চক্ষু আর একবার একত্রিত হইল, পারুলের চক্ষে জল আসিল, কিন্তু কেহ দেখিবে বলিয়া তৎক্ষণাৎ মুছিয়া ফেলিলেন এবং তাহার মনের ভাব কি তাহাও বুঝিতে পারিলেন। তিনি মনে মনে যারপর নাই যন্ত্রণা পাইতে লাগিলেন, কিন্তু গুরুজন লজ্জা ভয়ে তাঁহার সহিত কথা কহিতে বা বিদায় লইতে পারিলেন না, কেবল একবার সতৃষ্ণ নয়নে মুখখানি দেখিয়া অনিচ্ছা সত্বেও ভাগীরথীর কূলে আসিয়া উপনীত হইলেন।

তখন নারায়ণপুর হইতে বল্লভপুরে যাইতে জল পথেই যাওয়া সুবিধাজনক ছিল। তাঁহাদিগের যাইবার নিমিত্ত ঘাটে একখানি বজরা বাঁধা ছিল। তাঁহারা বজরায় গিয়া বসিলেন, মাঝিরা অনুমতি লইয়া বজরা খুলিয়া দিল। অনুকূল বাতাসে বজরা খানি তরঙ্গিনীর তরঙ্গমালা বিদীর্ণ করিয়া চলিতে লাগিল। ছোট ছোট তরঙ্গগুলি বজরার নিম্নভাগে থাকিয়া থাকিয়া থপাস্ থপাস্ করিয়া শব্দ উৎপাদন করিতে লাগিল। কুমুদের বজরা গঙ্গাবক্ষঃ বিলোড়িত করিয়া—কল্ কল্ শব্দ উৎপাদন করিয়া তীরে বেগে ছুটিতে লাগিল। তরঙ্গমালার উপর বালার্কের কিরণজাল পতিত হওয়া মনোরম দৃশ্য ধারণ করিল। কেদারনাথ বজরার বাহিরে বসিয়া লহরী লীলা দেখিতে লাগিলেন, আর কামরায় বসিয়া কুমুদকান্ত একান্ত মনে প্রাণ প্রতিমার প্রণয়-বিজড়িত প্রশান্তমূর্ত্তি ভাবিতে লাগিলেন। পারুলের সজল নয়ন তাঁহার মনে পড়িল, অমনি প্রাণ

কাঁদিয়া উঠিল; কিন্তু অনেক যত্নে মনঃস্থির করিলেন। পারুলের বিষয় ভাবিয়া নিরর্থক মনকে কষ্ট দেওয়া অন্যায় দেখিয়া কেদারনাথের সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত হইলেন, তাহার মধ্যেও পারুলের মূর্ত্তি আসিয়া হৃদয়মন্দিরে বিরাজ করিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে মধ্যাহ্নকাল আসিয়া উপস্থিত হইল, এক স্থানে বজরা লাগাইয়া আহারাদি সমাপন করিলেন। সে দিন মেঘ দেখিয়া বজরা ছাড়া হইল না, সেই স্থানেই রহিল। পরদিবস প্রত্যূষে আবার বজরা খুলিয়া দেওয়া হইল। বজরা চলিতে লাগিল এবং মধ্যাহ্ন সময়ে ক্ষীরোদনগরে আসিয়া নঙ্গর করিল, তাঁহারা অর্দ্ধেন্দুকে অধিক পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন। আহারান্তে পুনরায় বজরা খুলিয়া বেপরয়া হইল।

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে পশ্চিম গগনে দুই একখানি কৃষ্ণবর্ণের মেঘ দেখা দিল। ক্রমে সমস্ত পশ্চিম গগন কালমেঘে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বাতাসও পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। মাঝিরা ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ দেখিয়া বজরা বাঁধিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিল, কিন্তু প্রান্তরের মাঝে না বাঁধিয়া সম্মুখে অনতি দূরে এক গ্রাম দৃষ্টি হইতেছিল, সেইখানে বাঁধিতে মনস্থ করিয়া বজরা দ্রুতবেগে চালিত করিতে লাগিল। কেদারনাথ তাহাদিগকে বজরা বাঁধিতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু তাহারা বলিল, "মহাশয়, এখানে বজরা রাখিলে যদি ঝড় আসে, তাহা হইলে বিপদের সম্ভাবনা, অতএব ঐ যে একটা দেবা দেখা যাইতেছে ঐ খানে লাগাইব, আর ও খানে বিস্তর নৌকা রহিয়াছে। আপনার ভয় কি, এ সামান্য বাতাসে ভয় করিতেছেন?"

কেদারনাথ নিস্তব্ধ হইলেন। দেখিতে দেখিতে শোঁ শোঁ শব্দে বাতাস বহিল, মেঘ সকল চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, কৃষ্ণবর্ণ জলদাবলিতে নিস্তেজ প্রদোষ তপন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, মেঘমণ্ডল অমল ভাগীরথী সলিলে প্রতিফলিত হওয়াতে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ প্রতীয়মান হইতে লাগিল, সে সময়ে ভাগীরথীর কি ভীষণ ভয়াকুল ভাব! প্রবলবেগে প্রচণ্ড বাতাস প্রবাহিত হওয়াতে দুই পার্শ্বের বালুকারাশি বায়ুভরে উত্থিত হইয়া নভঃস্থল গাঢ়তম তিমির জালে মুহূর্ত্ত মধ্যে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। কার সাধ্য সে সবার দিকে দৃষ্টিপাত করে! মাঝিরা অস্থির হইয়া উঠিল, তাহাদের উদ্দেশ্য স্থান আর কতদূরে তাহা ঠিক করিতে পারিল না, সেইখানে নৌকা লাগাইবার বিস্তর চেষ্টা করিল; কিন্তু সকল চেষ্টা বিফল হইল। পাইল প্রভৃতি না নামাইতে২ উচ্ছৃঙ্খল বাতাসে বজরা তর্ তর্ শব্দ তীরের ন্যায় ছুটিতে লাগিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে সময়ে আবার কর্ণধারের চক্ষে বালি প্রবেশ করাতে সে হাল ছাড়িয়া দিয়া চক্ষের যাতনায় অস্থির হইয়া উঠিল। আর এক ব্যক্তি হাল ধরিয়া নিকটে লাগাইতে বিস্তর প্রয়াস পাইল, কিন্তু ঝড় এত বেগে আসিল যে, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। বোঁ বোঁ শব্দে বাতাস বহিল। কূলে কোথাও বৃক্ষকুল মড় মড় শব্দে সমূলে উৎপাটিত হইতে লাগিল, কোথাও বা ব্রততীদলে এবং স্বজন বন্ধু বান্ধবের শোকে অধীর হইয়া ধরাতলে মর্ম্মবেদনায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

এ দিকে গঙ্গাবক্ষের ভীষণ তরঙ্গ শব্দে কর্ণকুহর বিদীর্ণ হইতে লাগিল, তরঙ্গিণীর বক্ষে লক্ষ লক্ষ নৌকা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া

ভাসিতে ভাসিতে চলিতে লাগিল, কেহ বা অতল জলরাশি তলে নিমগ্ন হইল। কুমুদকান্তের বজরাখানির একখনও কিছু হয় নাই। বজরা নক্ষত্রবেগে প্রধাবিত হইতে লাগিল। কোন্ দিকে যাইতেছে, কতদূরে আসিয়াছে, কেহ ঠিক্ করিতে পারিতেছে না। অন্ধকারের মধ্য দিয়া দৃষ্টি চলিতেছে না, নয়ন উন্মীলন করিলে বালুকারাশিতে পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। কর্ণধার প্রাণপণে হাইল ধরিয়া রহিয়াছে, বজরা ইচ্ছামত চলিতেছে। পরিশেষে তাহারা বজরা থামাইতে অপারক হইয়া দৈবের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া রহিল।

কেদার ও কুমুদকান্ত ভাবিয়া আকুল। "হায়! কি হইল! প্রিয় পরিজন ছাড়িয়া শেষে গঙ্গাগর্ভে থাকিতে হইল! মধুসূদন, রক্ষা কর! বিপভঞ্জন, বিদ্‌পদে ত্রাণ কর!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন এবং চক্ষে বালুকা প্রবেশের ভয়ের জন্য কর্ণধারের ন্যায় চক্ষু মুদিত করিয়া বসিয়া রহিলেন। ঢেউএর জল প্রবেশ করাতে বজরার ভিতর জল জমিল। যখন দমকা বাতাস বহিতে লাগিল, তখন বজরা আশে পাশে হেলিতে লাগিল এবং কখন বা উল্টাইয়া যাইবার উপক্রম হইতে লাগিল। অমনি সকলে "ঐ গেল! এই বার মলেম!" শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল। ঝড় কিছুতেই থামিতেছে না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একজন দাঁড়ী অসাবধানতা প্রযুক্ত প্রবল পবন তাড়নে জলে পতিত হইল; অমনি একটি তরঙ্গ আসিয়া তাহাকে কোথায় যে লইয়া গেল, এ পর্য্যন্ত কেহ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইল নাই। ঝড় আরও প্রবলবেগে আসিল। "ঐ বজরা

ডুবিল ডুবিল!” এবার রক্ষা পাইল, কিন্তু আর অধিক ক্ষণ স্থায়ী হইল না; হতভাগ্যদের জীবনলীলা শেষ হইয়া আসিয়াছে, আর কে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে? বজরা তীরবেগে ছুটিতে ছুটিতে গঙ্গাবক্ষঃস্থিত এক প্রকাণ্ড চড়ায় আসিয়া যেমন প্রবলবেগে আহত হইল, অমনি উহা শত-খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল। বজরার ভগ্ন কাষ্ঠ সকল কতক ভাসিতে ভাসিতে চলিতে লাগিল, 'কতক বা চড়ার উপর ঢেউএর জোরে উঠিয়া পড়িল। বজরার চালখানা বাতাসের ধাক্কায় চড়ার উপর আসিয়া পড়িল। মাঝি ও আরোহীদ্বয়ের অদৃষ্টে যে কি ঘটিল, তাহা ঈশ্বরই জানেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পারুল কুমুদকান্তকে বিদায় দিয়া ধীরে ধীরে বিরসবদনে নিজ কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার তখনকার মুখশ্রী দর্শন করিলে নিতান্ত নির্ব্বোধ ব্যক্তিও পারুলের অসহ্য মর্ম্ম-যাতনা উপলব্ধি করিতে পারিত। তিনি ঘরের ভিতর বসিয়া আর চোখের জল রাখিতে পারিলেন না, দর্ দর্ করিয়া জল-ধারা পড়িতে লাগিল। "যাবার সময় কুমুদ সাক্ষাৎ করিয়া গেলেন না—অথবা তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন, আমার উঠিতে বিলম্ব হওয়াতে সাক্ষাৎ হইল না," তজ্জন্য তিনি সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং আপনাকে পুনঃ পুনঃ নিন্দা করিতে লাগিলেন। "যে কুমুদকে না দেখিয়া ক্ষণমাত্র থাকিতে পারি না, যাঁহাকে দেখিবার জন্য সতত চেষ্টা করিতাম, তাঁহাকে এই তিন মাস সময় না দেখিয়া কি প্রকারে থাকিব? আমার মনের ভিতর যেন হু হু করিয়া আগুন জ্বলিতেছে! আর সহ্য হয় না, এখন উপায় কি?"

এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে লক্ষ্যশূন্য দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে হঠাৎ দুই চক্ষু একখানি লিপির উপর গিয়া পড়িল; অমনি তিনি কর প্রসারণ করিয়া পত্রখানি গ্রহণ করিলেন। উপরের শিরোনামা পড়িবামাত্র বুকের মধ্যে ধপ্ ধপ্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল, আপাদ মস্তক কাঁপিতে লাগিল। "এ যে দেখ্‌ছি কুমুদের হাতের লেখা! আমার সহিত সাক্ষাৎ

করিতে না পারাতে বোধ হয় পত্র দ্বারা বিদায় লইয়া গিয়া থাকিবেন। অহো! তিনি আমায় কত ভালবাসেন! না জানি, যাবার সময় আমায় দেখিতে না পাইয়া মনে মনে আমার প্রতি কতই বিরক্ত হইয়াছেন। আচ্ছা, এখন দেখি পত্রের ভিতর কি লেখা আছে।"

(পত্রপাঠ)

(১)

"প্রিয়তমে পারুল!

বিদায়! বিদায়!!
বিদয়! কঠিন প্রাণে লভেছি বিদায়!
যেতে হবে দেশান্তরে, পিতৃ আজ্ঞা অনুসারে,
শূন্য মনে শূন্য প্রাণে ত্যজিয়া তোমায়!
যাব বটে বিদেশেতে—রহিবে হেথায়
পড়িয়া মানস মম, বিদায় বিদায়!

(২)

বিদায়! বিদায়!!
ভুলিয়া বদনশশী রহিব কেমনে?
অদর্শন-হুতাশন, জ্বালাইবে প্রাণ মন,
দরশন-সুধা বিনা নিবাতে দহনে
কিম্বা কেহ নিবারিতে জীবন জ্বালায়
পারিবে না তোমা বিনা——বিদায় বিদায়।

(৩)

মনে যেন রয়।

কি দোষে বিধাতা হল নিঠুর এমন।
ছিনু বড় আশা করে, হেরিব নয়ন ভরে
বসাব হৃদয়াসনে হৃদয় রতনে!
হেরিব অধরে হাসি মধুরতাময়
পূরিল না ত সে আশা—মনে যেন রয়।

(৪)

ইন্দুনিভাননে!

পারুল-নয়নী ধনী হৃদয়-বাসিনী
শারদ-পূর্ণিমাশশী, মোর তুমি লো রূপসি,
অভাগা-হৃদয় মণি প্রাণের পারুলিনী।
প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম অমূল্য রতনে
ত্যজিয়া যেতেছি আমি ইন্দু নিভাননে।

(৫)

বিদায় এখন!

হৃদয়-পাষাণ-ক্ষেত্রে রহিল অঙ্কিত,
প্রেমময় রূপ তব, যৌবন জড়িত নব,
মুছিবে না তত দিন মূরতি ললিত,
যত দিন না হইবে দেহের পতন,
রবে হৃদে নিরবধি—বিদায় এখন।

ইতি।——

তোমারই কুমুদ।"

পত্র পাঠ করিতে করিতে পারুলের নয়নে জল আসিল। তিনি পত্রখানি আর একবার পড়িলেন, আবার রাখিলেন, আবার পড়িলেন—যতবার পড়েন কিছুতেই যেন মনের আশা নিবৃত্ত হয় না। পরে অনেক কষ্টে পত্রখানি নিজ বাক্সের মধ্যে যত্ন সহকারে রাখিয়া দিলেন, এবং বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা নয়ন জল মুছিয়া ফেলিলেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী এবং চতুরা। ধীরে ধীরে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যামিনী-কুমারী এবং আর আর সকলে যেখানে ছিলেন, সেইস্থানে গমন করিলেন এবং মনোভাব লুকাইয়া তাঁহাদের সহিত সহাস্য বদনে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। হাসির কথা না হইলেও হাসিতে লাগিলেন। এরূপে বাহ্যিক ভাব দেখাইতে লাগিলেন, যেন তাঁহার কিছুই হয় নাই; কিন্তু তিনি যতই কেন চতুরতা প্রকাশ করুন না কেন, বিমলা-সুন্দরীর নিকট কিছুই অবিদিত রহিল না।

এইরূপে একদিন, দুইদিন করিয়া আট দিবস গত হইল। কিন্তু বল্লভপুর হইতে কুমুদের কোন সংবাদ আসিল না; সুতরাং সকলের বড়ই ভাবনা বাড়িতে লাগিল। বল্লভপুরে একজন লোক পাঠান হইল, সে ফিরিয়া আসিল—ভয়ঙ্কর সংবাদ!—কুমুদ বা তাঁহার বজরা তথায় পৌঁছে নাই! শুনিয়া শশাঙ্কশেখর বাবু "সর্ব্বনাশ হয়েছে!" বলে কাঁদিয়া উঠিলেন।

ক্রন্দন রব অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, সেখানে একবারে হৃদয়বিদারক রোদন শব্দে প্রাসাদ বিদীর্ণ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। প্রতিবাসিনী রমণীমণ্ডলী আসিয়া তাহাতে

যোগ দিলেন, ইহাতে ক্ষণকালের মধ্যে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। অনেকে হয় ত কি হইয়াছে তাহার বিন্দু বিসর্গ অবগত নহে, তথাপি আর আর পাঁচজনের সুরে সুর মিলাইয়া কাঁদিতেছে। শশাঙ্কশেখর বাবুর কর্ম্মচারিগণ এবং অপরাপর লোক আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "মহাশয়, করিতেছেন কি, অগ্রে বিশেষরূপে সমাচার অবগত হউন, তার পরে যাহা বিহিত হয় করিবেন। জলের কথা কি কিছু বলিতে পারা যায়, হয় ত জলবৃষ্টির জন্য কোথায় নঙ্গর করিয়া আছে, অথবা কোথাও চড়ায় আটকাইয়া আছে। নৌকায় যাইতে হইলে দুই দিনের জায়গায় দশ দিন বিলম্ব হইতে পারে। আপনি বিজ্ঞ ব্যক্তি হইয়া এরূপ কাজ করিতেছেন?"

তাঁহাদের কথা শুনিয়া তখন তাঁহার জ্ঞান হইল। "তাই ত আমি করিতেছি কি!" তখন তিনি বাটীর মধ্যে গিয়া সকলকে বুঝাইয়া বলিলেন, "ভয় নাই—ভয় কি! বোধ হয় জলবৃষ্টির জন্য বিলম্ব হইতে পারে। আমি এখন চারিজন লোক পাঠাইয়া দিতেছি, তাহারা গঙ্গার ধারে ধারে যাইয়া বজরার সন্ধান লইয়া আসিবে।" তাঁহার কথা শুনিয়া পুরবাসিনীগণ কিছু সুস্থির হইলেন বটে, কিন্তু মনের মধ্যে চিতার অগ্নির মত চিন্তানল ধু ধু করিয়া জ্বলিতে লাগিল। সকলে সমুৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "লোক ফিরিয়া আসিতে ক দিন লাগিবে?" তিনি বলিলেন, "গঙ্গার ধারে ধারে যাইয়া ফিরিয়া আসিতে ৬।৭ দিন লাগিবে। তাঁহাদের মন আরও অস্থির হইল, কিন্তু একটু আশ্বাসও পাইলেন।

সকলে স্থির হইল; কিন্তু যামিনীকুমারী আর পারুলের প্রাণ শান্ত হইল না। "কবে লোক আসিবে—কখন আসিবে? —কি সমাচার আনিবে?" ভাবিয়া কখন ম্রিয়মাণ, কখন বা একটু আহ্লাদিত হইতে লাগিলেন।

পারুল ভাল করিয়া খান না—চুল বাঁধেন না, মুখখানি ভার করিয়া কেবল নির্জ্জনে বসিয়া থাকেন। কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা কন না। মুখে হাসি নাই, সদাই মলিন বদনে মনে মনে কি যেন দিবানিশি ভাবেন। যামিনী-কুমারী নিজের মনের কথা—মনের দুঃখ গোপন করিয়া পারুলকে বুঝাইতেন, "ভয় কি মা! অমন করে সদা সর্ব্বদা ভাবে? ভাবনা কি? লোক গেছে, তাকে সঙ্গে করে আজ না হয় কাল নিয়ে আসবে;—আর তাকে বল্লভপুরে যেতে হবে না।" এই সকল কথাতে পারুলের মনটা কতকটা সুস্থির হইল বটে, কিন্তু সে বেশীক্ষণের জন্য নয়; আবার একাকিনী থাকিলেই চিন্তাগ্নি জ্বলিয়া উঠিত। তিনি সকল সময়ে অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করিতেন।

ক্রমে ক্রমে তিনি শুনিতে পাইলেন যে, কুমুদের সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে না, তজ্জন্যই চক্রান্ত করিয়া কুমুদকে বল্লভপুরে পাঠান হইয়াছে। যখন তিনি ভাবিতেন, "আমার জন্যই কুমুদের এই দশা এবং এই হতভাগিনীর জন্যই আজ বন্ধু বান্ধব সকলে অকূল শোকার্ণবে ভাসিতেছে।" তখন তাঁহার আরও কষ্ট হইত। একদিন সন্ধ্যার সময় তিনি এইরূপে ভাবিতেছিলেন, ভাবিতে ভাবিতে চিন্তা তুষানল বাড়িয়া উঠিল। আর সহ্য করিতে পারিলেন না, তাই ধীরে ধীরে

উপবনে ভ্রমণ করিতে গেলেন, সেথানে যদ্যপি স্বভাবের শোভা দেখিয়া মনঃপ্রাণ শীতল হয়। তিনি অতি কষ্টে এক লতামণ্ডপে উপবেশন করিলেন। ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি হইয়া আসিল। ক্রমে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া জলে নামিতে যাইতেছিলেন। তার পর অর্দ্ধেন্দু কর্ত্তৃক বাধা পাইয়া যেরূপে অপহৃত হন, তাহা সহৃদয় পাঠক মহাশয় পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন।

বাটীর কেহই এ বিষয় জানিতে পারিল না। প্রভাতে যামিনীকুমারী শয্যা হইতে উঠিয়া পারুলের অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাঁহার কক্ষে দেখিতে পাইলেন না। বিমলাসুন্দরীর নিকট গেলেন, সেথানেও দেখিতে পাইলেন না। ইহাতে মনে কেমন একটা কুচিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। তখন বিমলাসুন্দরী বলিলেন, "আমি তাকে কাল সন্ধ্যার সময় হতে দেখি নাই, আমি জানি তোমার কাছে আছে।" যামিনী বলিলেন, "বল কি গো! আমিও যে তাকে কাল থেকে দেখি নাই, তবে কি হ'ল!" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সকলে শুনিয়া চারিদিকে অন্বেষণ করিতে লাগিল, কিন্তু বেলা দ্বিপ্রহর, পর্যান্ত কোন সমাচার পাওয়া গেল না। তখন সকলে স্থির করিলেন যে, পারুল কুমুদকে সাতিশয় ভাল বাসিত, তাহাকে না দেখিয়া, তাহার এই সব সংবাদ শুনিয়া, জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। সকলে কাঁদিতে লাগিল। যামিনীকুমারী পারুলের শোকে অধীরে ধরাতলে পতিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পুরবাসিনীগণ সকলে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

এ দিকে সেই সময়ে প্রেরিত লোক চারিজন আসিয়া সমাচার দিল, "আমরা কিছুই সংবাদ পাইলাম না।" এ বিপদের উপর বিপদ! সকলে ছুটিয়া আসিল, "হায়! হায়!" শব্দে প্রাসাদ পূর্ণ হইয়া উঠিল। হতভাগিনী জননী প্রাণপুত্রশোকে অধীরা হইয়া ধরায় পড়িয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। পুত্রহারা জননীর মর্ম্মভেদকারী ক্রন্দন রব শুনিয়া পাসাণপ্রাণও বিগলিত হইতে লাগিল। বৃদ্ধ শশাঙ্কশেখর বাবু সন্তান-শোক-তুষানলে দগ্ধীভূত হইতে লাগিলেন এবং আপনকার অপরিণামদর্শিতার নিমিত্ত আপনাকে পুনঃ পুনঃ নিন্দা করিতে লাগিলেন। প্রতিবেশী দাস দাসীরা আসিয়া তাঁহাদিগকে প্রবোধ বচনে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিল। কিন্তু প্রবল প্রবাহ গামিনী পুত্রশোক-স্রোতস্বিনীর খর স্রোতে প্রবোধ রূপ তৃণ সমূহ ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

মানবের সাধ্য কি যে, সে প্রবল প্রবাহিনীকে বাধা দেয়! কেবল একমাত্র কালের কুটিলান্তর আশার মোহনবাঁধে তাহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু সেও আবার সময়ে সময়ে অবনতশিরে তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করে! রোগে শোকে বৃদ্ধ শশাঙ্কশেখর জীর্ণ হইতে লাগিলেন। তাঁহারও শারীরিক স্বাস্থ্য ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

মধ্যাহ্ন সময়ের মার্ত্তণ্ড ধরিত্রীর উপরে খরতর করজাল বর্ষণ করিতেছেন; তপন-প্রতপ্ত সমীরণ থেকে থেকে প্রবাহিত হইতেছে; এ সময়ে লোকালয় অপেক্ষা লতা গুল্ম পাদপ পরিপূর্ণ প্রকাণ্ড অরণ্যানি শত গুণে শীতল। এস পাঠক, আমরা এই সময়ে একবার কানন মধ্যে প্রবেশ করি। বনের ভিতর কি শান্তিময় স্থান! ইহার প্রত্যেক লতায় পাতায় যেন শান্তি বিরাজ করিতেছে, আতপভয়ে শ্বাপদকুল গুল্মমূলে অথবা নিবিড় অরণ্য মধ্যে গুপ্তভাবে শায়িত। বিহগসমূহ পল্লবভিতরে নিস্পন্দভাবে উপবিষ্ট।

এই অরণ্য মধ্যে একটি বটবৃক্ষমূলে এক রূপলাবণ্যময়ী দ্বাদশবর্ষীয়া বালা সুষুপ্তিসম্ভূত সুখ ভোগ করিতেছিলেন। বালিকা গাঢ় নিদ্রায় সমাচ্ছন্ন বটপত্র শয্যায় শায়িত! নব-জাত কিশলয়দল ভেদ করিয়া একটি অপ্রশস্ত পথ দিয়া সূর্য্যকিরণছটা বালার গোলাব-রাগ-রঞ্জিত কপোল পরে প্রতিফলিত হইয়াছে। সমীরণভরে দুই একটি চিকুর গুচ্ছ কুণ্ডলিতাকারে কখন মুখের উপর, তখন বা গণ্ডস্থলের উপর পড়িতেছে। মদমত্ত ভ্রমরদল বালিকার যুবজন-মনোমথন-কারী, পুরুষকরস্পর্শ-বিরহিত, স্বভাববর্দ্ধিত পয়োধরযুগলকে সরোনীরের বিকচ কমল ভাবিয়া চারিদিকে গুন্ গুন্ রবে গুঞ্জরব করিয়া বেড়াইতেছে। এমন সময় সেই বনপথ

অতিক্রম করিয়া একটি যুবক যাইতেছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার দৃষ্টি সেই দিকে সমাকৃষ্ট হইল। তিনি অতিশয় দ্রুতবেগে যাইতেছিলেন, নিদ্রিতা নবীনা রমণীর প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া বজ্রাহতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি আশ্চর্য্যের ন্যায় তাঁহার প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

তিনি বিস্ময়ের সহিত ভাবিতে লাগিলেন, "হায়! এ কি হইল! আজি এ আবার কি নূতন দৃশ্য দেখিতেছি! আমার এ কি ভ্রম হইল? না, আমি কোন মায়াবীর মায়াজালে জড়িত হইয়া এই ভ্রমাত্মক বিষয় নিরীক্ষণ করিতেছি? এ যে বিজন বিপিন, এখানে মানবের সমাগম নাই; কেবল আমার ন্যায় হতভাগ্যেরাই বিপাকে পড়িয়া এখানে আসে। কোন্ মানব সুখের সংসার ছারখার করিয়া স্বীয় প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া সাধ করিয়া বিপৎসমাকুল বনস্থলীমাঝে আসিতে সাহসী হয়? যখন দুর্গম কাননে প্রবেশ করিতে বীর হৃদয়ও কম্পিত হয়, সে স্থানে মানব মাত্রেই স্বেচ্ছায় যাইতে অভিলাষী নহে, সেখানে যখন এই ভীতস্বভাবা বালা আসিয়াছে, তখন নিঃসন্দেহ তাহার মধ্যে কোন না কোন গূঢ় রহস্য বর্ত্তমান আছে। ইহার মলিন মুখ দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। না জানি কোন অভাবনীয় বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে। কি দুঃখের বিষয়! এতাদৃশী সুন্দরী রমণীর কোমলাঙ্গ আজ বটপত্রে শায়িত! শীলাখণ্ডে শিরোদেশ সংস্থাপিত! নবনীলাঞ্ছিত সুকোমল কলেবর কঠিন কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত! ইহা নিরীক্ষণ করিয়া কোন্ পাষাণ হৃদয়ের নয়ন অশ্রুতে প্লাবিত না হয়, কোন্

সহৃদয়ের শোক আবার একেবারে উচ্ছলিত হইয়া না পড়ে।"

তিনি আর ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারিলেন না। রূপসীর কেশরাশি ধূলায় ধূসরিত হইতেছে, ইহা আর তাঁহার সহ্য হইল না; কঠিন শিলায় মস্তক সংস্থাপন, আর দেখিতে পারিলেন না; ধীরে ধীরে শিলাখণ্ড অপসারিত করিয়া স্বীয় উরুস্থলে মস্তক রক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে অতিশয় পরিশ্রান্ত ভাবিয়া জাগরিত করিতে সাহসী হইলেন না। মস্তক স্বীয় অঙ্কে স্থাপিত করিয়া একদৃষ্টে অনিমিষনেত্রে বদনচন্দ্রমা দর্শন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছু সময় অতীত হইলে রমণী স্বপ্নাবস্থায় বলিতে লাগিলেন, "শুধু অর্দ্ধেন্দু, তোর মনে এই ছিল।" যুবক শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। আবার কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "আমায় ছাড় ছাড়! আমায় স্পর্শ করিস্ না! এইবার দস্যুর হস্তে প্রাণ গেল! গেল, গেল! আর রক্ষা নাই!" যুবক আরও আশ্চর্য্য হইলেন। মনের মধ্যে কত প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইল। আবার বলিলেন, "প্রাণনাথ, হৃদয়বল্লভ, আর বুঝি তোমার সহিত দেখা হ'ল না।" যুবকের হৃদয় সুতীক্ষ্ণ শর বিদ্ধ হইতে লাগিল। যুবকের শরীরের গ্রন্থি সকল যেন শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। তিনি রমণীর জাগরণ পর্য্যন্তও অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। প্রতি পলকে, রমণীর প্রতি দীর্ঘনিশ্বাসে রমণীর প্রতি বাক্যে, তাঁহার মর্ম্মান্তিক যাতনা হইতে লাগিল—অসহ্য হইল—আর থাকিতে পারিলেন না; তাঁহাকে জাগরিত

করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিলেন। এমন সময় রমণী আবার বলিলেন "জীবিতেশ্বর, এমন সময় কোথা রহিলে? অর্দ্ধেন্দুর অত্যাচার আর যে সহ্য হয় না।"

যুবক তখন কুসুমকোমলা বালিকার চিবুক সাদরে ধরিয়া কহিলেন, "প্রাণপ্রতিমে, এই যে আমি তোমার নিকট বসিয়া! কি অনুমতি হয় কর। যেন সপ্তস্বরা বীণা নিনাদিত হইল, চিরপরিচিত স্বর কর্ণকুহরে বাজিল। রমণীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। কিন্তু পূর্ব্ববৃত্তান্ত মনে আসাতে বর্ত্তমানের ব্যাপার সব ভুলিয়া গেলেন। একেবারে ভীতা এবং চকিতা হইয়া কহিলেন, "পাপিষ্ঠ অর্দ্ধেন্দু, আবার আমায় জ্বালাতে এলি!" বলে সক্রোধে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বসিতে গেলেন। কিন্তু যুবককে দেখিবা মাত্র লজ্জায় ভয়ে বিস্ময়ে একেবারে জড়ীভূত হইয়া পড়িলেন এবং চকিত নয়নে তাঁহারদিকে তাকাইয়া রহিলেন।

যুবক সুগঠিত বাহু দ্বারা রমণীর গলদেশ ধারণ করিয়া কহিলেন, "প্রাণ প্রিয়তমে, এহেন দুর্গম কান্তারে কাহার সহিত আসিলে? অর্দ্ধেন্দুর নাম উল্লেখ করিয়া কেন বার বার উদ্বিগ্ন হইতেছ? এ সকল কি? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমার বোধ হইতেছে, যেন আমি কোন ঐন্দ্রজালিকের কুহকে মুগ্ধ হইয়া আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব পারুলকে এই গহন কাননে দেখিতেছি! আমি তোমাকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছি, তথাপি তোমার অস্তিত্ব আমার উপলব্ধি হইতেছে না। একি স্বপ্ন দেখিতেছি? না, তোমায় বাস্তবিকই দেখিতেছি? তুমি এখানে কিরূপে আসিলে?"

তখন পারুল আদ্যোপান্ত নিজ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। কিরূপে অর্দ্ধেন্দু দ্বারা অপহৃত হন, অর্দ্ধেন্দু তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে উদ্যত হইয়াছিল এবং কিরূপেই বা দস্যু হস্তে পতিত হন, তাহা তাঁহার নিকট বলিতে লাগিলেন। দস্যুরা তাঁহাকে দেখিবার পূর্ব্বে, তিনি বনে বনে বিস্তর পথ অতিক্রম করিয়া এক পর্ব্বত গুহায় রাত্রি যাপন করেন। রাত্রি প্রভাত হইলে লোকালয় প্রাপ্তির আশায় বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, দুর্গম বন! পথ দেখিতে না পাইয়া ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া জীবন আশা বিসর্জ্জন দিয়া এই বটবৃক্ষমূলে যেমন শয়ন করিয়াছেন, অমনি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। পরে আহ্লাদে গদ্ গদ্ স্বরে যুবককে বলিলেন, "আমি এমন আশা করি নাই যে, আবার তোমার সহিত আমার পুনরায় সাক্ষাৎ হবে।"

যুবক পারুলের গলদেশ হইতে ধীরে ধীরে হস্ত নামাইয়া লইলেন। ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। দুঃখে নয়ন হইতে দর্ দর্ করিয়া জলধারা পতিত হইতে লাগিল। চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। বুক দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। হৃদয়ের মধ্যে প্রতিহিংসানল জ্বলিয়া উঠিল। ক্রমে তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। কর্ত্তব্যজ্ঞান বিবেকবুদ্ধি এককালে অন্তর্হিত হইল। পারুলের চরিত্রের প্রতিও তাঁহার সংশয় জন্মিল; কিন্তু পাছে তাঁহার মনে কষ্ট হয় এ নিমিত্ত সে কথার উল্লেখমাত্রও করিলেন না; অর্দ্ধেন্দুকেই এই সকল অনর্থের মূলসূত্রের অঙ্কুরায় বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে

সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিলেন। আবার পারুলের স্বপ্নভাষিত বাক্য স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি বীতসংশয় হইতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি এ ভাবে অধিক্ষণ থাকিতে পারিলেন না—উঠিয়া দাঁড়াইলেন —করযোড়ে পারুলকে বলিলেন, "পারুল এ জন্মের মত বিদায় হই। যদি কখন অর্দ্ধেন্দুর শোণিতে হৃদয়ের এ তাপ নিবারণ করিতে পারি, তাহা হইলে তোমার সহিত একদিন সাক্ষাৎ হইলেও হইতে পারে।" এই বিষম বজ্রতুল্য কঠিন বাক্য উচ্চারণ করিয়া যুবক একবারমাত্র পারুলের বদন নিরীক্ষণ করিয়া দ্রুতপদে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন, আর পশ্চাদ্দিকে ফিরিলেন না। নিমেষ মধ্যে পারুলের নয়নপথ হইতে অদৃশ্য হইলেন। পারুল চমকিত হইয়া বসিয়া রহিলেন—যে ভাবে ছিলেন, সেইরূপেই থাকিলেন; নিস্পন্দ—চেতনাহীন—কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। পরে যখন সংজ্ঞা হইল, তখন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

পাঠক, এই যুবককে কি আপনারা চিনিতে পারিয়াছেন? ইনি আমাদের সেই কুমুদকান্ত! তিনি সেই ভীষণ ঝড়ে নৌকা ডুবি হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। যখন প্রবল বাতাসে বজরা আহত হইয়া ভগ্ন হয় এবং গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জিত হয়, সেই সময়ে তিনি বজরার চাল ধরিয়া কামরার মধ্যে বসিয়াছিলেন, পরে যখন উহা প্রবল বাতাসে চড়ার উপর পতিত

হয়, তখন তিনিও উহার সহিত চড়ার উপর নীত হন। বিষম আঘাতের ভীষণতায় কিছু সময়ের জন্য সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পতিত থাকেন। ক্রমে ক্রমে রাত্রি যত গভীর হইতে লাগিল, ঝড়ও তত মন্দভাব ধারণ করিতে লাগিল। যখন তাঁহার মূর্চ্ছা অপনোদিত হইয়া জ্ঞানের সঞ্চার হইতে লাগিল, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন, গঙ্গাগর্ভস্থিত এক বিস্তীর্ণ চড়ার উপর পতিত রহিয়াছেন। তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন, কিন্তু শরীর অতিশয় দুর্ব্বল বলিয়া অনুভূত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে আপনার দুরবস্থার কথা তাঁহার স্মৃতিপথারূঢ় হইতে লাগিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি অকূল বিপদ্-সমুদ্রে ভাসিতেছেন;—উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই, বন্ধুপরিজন পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। হয় ত কোন হিংস্রপ্রাণীর কবলে পতিত হইতে হইবে, কিম্বা স্বেচ্ছায় অনশনে জীবনত্যাগ করিতে হইবে। তাঁহার অপরাপর সহচরের উদ্দেশের নিমিত্ত বিস্তর অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কাহারও দেখা পাইলেন না। জীবন আশায় বিসর্জ্জন দিয়া, দৈবের উপর নির্ভর করিয়া, অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই ঘটিবে ভাবিয়া, সেই চড়ার মধ্যস্থিত অপেক্ষাকৃত একটি পরিষ্কৃত স্থান অন্বেষণপূর্ব্বক তথায় যামিনী যাপন করিতে মনস্থ করিলেন। সেই বালুকাময় স্থানে উত্তরীয় বসন পাতিয়া শয়ন করিলেন। দুর্ভাবনায় মন অতিশয় চঞ্চল হইতে লাগিল; কিন্তু জাহ্নবীর জল কণাবাহী মৃদুল-পবন মুহুর্মুহুঃ গাত্র স্পর্শ করাতে ধীরে ধীরে তন্দ্রা আসিয়া অলক্ষ্যভাবে তদীয় নয়নদ্বয়কে নিমীলিত করিয়া ফেলিল;

দেখিতে দেখিতে অবিলম্বেই তিনি গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

প্রভাতে বালার্কের রশ্মিরাজি মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হওয়াতে এবং উপকূলবাসী পক্ষিকুলের কলরবে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি সেই চড়ার উপর চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে একখানি জেলেডিঙ্গি তটের নিকট দিয়া বাহিয়া যাইতেছিল। কুমুদকান্ত তাহার চালকে অনেক অনুনয় বিনয় করাতে সে তাঁহাকে কূলে নামাইয়া দেয়।

তিনি উপকূলে উঠিলেন। এখন তাঁহার মনে কিছু আশার সঞ্চার হইল। পুনরায় আবার যে আত্মীয় স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন তাহারও উপায় হইল; কিন্তু তিনি পথ জানিতেন না, পথভ্রষ্ট হইয়া এক বিজন বনের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই বনেই ভ্রমণ করিতে করিতে বটমূলে পারুলের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার নিকট অর্দ্ধেন্দু ঘটিত সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইল, মায়া মমতা কোথায় চলিয়া গেল, প্রাণাপেক্ষা যারে ভাল বাসিতেন তাঁহার উপর সন্দেহ হইল, তাহাকে বিজন বিপিনে ফেলিয়া দুঃখের করাল কবলে নিক্ষেপ করিয়া, স্বীয় হৃদয়ে যন্ত্রণানল জ্বালাইয়া চলিয়া গেলেন।

মনের আবেগবশতঃ দ্রুতপদ বিক্ষেপে বিস্তর পথ অতিক্রম করিয়া গেলেন। যতই তিনি কাননপথ অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিলেন, ততই যেন তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য বৃদ্ধি

পাইতে লাগিল। যতই ক্রোধের উপশম হইতে লাগিল, ততই যেন কর্ত্তব্য জ্ঞান আসিয়া হৃদয়মন্দিরে বিরাজ করিতে লাগিল। রাগান্ধ হইয়া পারুলকে পরিত্যাগ করিয়া আসা যে তাঁহার সম্পূর্ণ অন্যায় হইয়াছে, এখন তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল। এখন বুঝিতে পারিলেন যে, স্বর্ণপ্রতিমা—জীবনের সাররত্নকে চিরজীবনের জন্য বিজন বনস্থলীতে বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়া নিতান্ত নির্ম্মম পাষাণ হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন। যখন এই সব বিষয় ক্রমে ক্রমে তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইতে লাগিল, তখন বোধ হইতে লাগিল, যেন শত শত বৃশ্চিক হৃদয়ে দংশন করিতে লাগিল। মনে করিলেন, "আবার ফিরিয়া যাই, প্রাণ প্রতিমাকে হৃদয়ে ধারণ করি," কিন্তু আবার ভাবিলেন, "এখন গিয়া কোথাই বা তাঁহার দেখা পাইব? হয় ত এতক্ষণ তিনি নিশ্চয়ই কোন হিংস্র জন্তুর করাল কবলে কবলিত হইয়াছেন, না হয় আমার পাশব আচরণে মনঃক্ষোভে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন।" আবার ভাবিলেন, "ছি ছি! আবার আমি তাহাকে স্পর্শ করিব! সে হয় ত কলঙ্কিনী হইয়াছে, তাহার চরিত্র হয় ত কলুষিত হইয়াছে। রমণীর চরিত্র কি বিচিত্র! আমাকে দেখিয়া হয় ত ছলনা করিয়াই থাকিবে। আর আমি তাহার মুখাবলোকন করিব না। যাই, যথায় প্রাণ যায়, তথায় যাই।"

আবার ভাবিলেন, "আমি কি কঠিন! কি নির্দ্দয়! যে আমায় প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসে, যে স্বপ্নেও আমার নাম জপমালার ন্যায় জ্ঞান করে, আমি অনর্থক তাহার চরিত্রের

উপর সঙ্গীতান হইতেছে? আবার ভাবিলেন, "অর্দ্ধেন্দুর কি ব্যবহার! ধিক্ তাহাকে! সে কুলাঙ্গার কুলকামিনীর প্রতি অত্যাচার করিতে চাহে! যদ্রূপে হউক, তাহার এই দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল প্রদান করিব।" এই রূপে চিন্তিতান্তঃকরণে ক্রমাগত চলিতে লাগিলেন। ক্রমে কাননপথ অতিক্রম করিয়া দিবাবসান সময়ে এক লোকালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পাঠক, মনে পড়ে কি—সেই প্রথম পরিচ্ছেদে পড়িয়াছেন, এক অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক বিষাদকালিমা বদনে মাখিয়া গ্রাম্যপথে অবলম্বন করিয়া যাইতেছিলেন? তিনি আর কেহ নহেন—আমাদের এই কুমুদকান্ত। তিনি গ্রাম্যপথ পরিত্যাগ করিয়া আবার একটি বিস্তৃত প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে ললিতপুর অধিক দূর নহে, তথায় তাঁহার মাতুলাশ্রয়। তিনি ললিতপুরের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। সে দিন তাঁহার মাতুল বাটীতে ছিলেন না। মাতামহীর সহিত নানাবিষয়িণী কথাবার্ত্তায় সময় অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু তাঁহার কিছুতেই মনঃস্থির হইল না।

নারায়ণপুরে যে সকল দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সংবাদ এখনও এখানে আসে নাই; সুতরাং তাঁহারা উপস্থিত বিষয়ের কিছুই অবগত নহেন। কুমুদ তাঁহার মাতামহীর নিকট প্রকৃত কথা কিছুই ব্যক্ত করিলেন না। আহারান্তে সকলে পৃথক্ পৃথক্ কক্ষে শয়ন করিল এবং

কুমুদও এক নিভৃত কক্ষে শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা আসিল না।

নিস্তব্ধ নিশীথ সময়ে একে একে সমস্ত অতীত ঘটনা ধীরে ধীরে স্মৃতিপথে উপস্থিত হইতে লাগিল। পারুলের সজলনয়ন, তাঁহার বিষাদ-কালিমা-লিপ্ত বিমর্ষ বদন, হৃদয়-বিদারক ক্রন্দন, সরলতাময় মধুর প্রিয় সম্ভাষণ; অর্দ্ধেন্দুর অত্যাচার, কুলকামিনীর প্রতি পাশবিক ব্যবহার, অতর্কিত অমঙ্গলের নিশ্চয়তা, প্রাণপ্রতিমাকে কাননে পরিহার প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ যত আন্দোলন করিতে লাগিলেন, মনের মধ্যে ততই যেন ক্ষোভের আগুন প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। চিন্তাহলাহলে কলেবর জর্জ্জরীভূত হইয়া আসিল। আর সহ্য হইল না, কুসুম কোমলশয্যা কণ্টকের ন্যায় শরীর বিদ্ধ করিতে লাগিল। শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন। পারুলকে দেখিবার জন্য চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। গৃহের দ্বার উন্মোচনপূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, এবং বাহির্বাটীতে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। সংসারকে শ্মশান বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, জগৎ যেন জীবাবাসশূন্য মরুভূমের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

বাটী হইতে বহির্গত হইয়া বাসাভিমুখে চলিলেন। নিশীথ নিশিতে দ্রুতপদবিক্ষেপে শান্তির সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলতা উৎপাদন করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। যামিনী অবসানে কাননে গিয়া প্রবেশ করিলেন, এবং যে বটমূলে পারুল শায়িত ছিলেন, সে স্থানের উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন, বহু কষ্টে সেই বটমূলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

সেই বটবৃক্ষতল—যাহা সে দিন পারুলের সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া পরম রমণীয় বলিয়া তাঁহার বোধ হইয়াছিল, আজি তাহা যেন গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

পারুল সেখানে নাই। তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া কুমুদকান্তের অনুগমন করিয়াছিলেন। প্রাণপ্রিয়তম পারুল বিরহিত বটবৃক্ষমূল তাঁহার নিকট অশান্তির নিকেতন বলিয়া বোধ হইল। পারুলবিরহে তাঁহার নয়নের নীর দর্ দর ধারায় বিগলিত হইতে লাগিল। সেই স্থানে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন—উত্থানশক্তি রহিত হইলেন,—বহুক্ষণ ধরিয়া সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন। তিনি স্থিরসিদ্ধান্ত করিলেন,—পারুল আর এ পৃথিবীতে নাই—হয় আত্মঘাতিনী হইয়াছেন, না হয় হিংস্র জন্তুর করাল কবলে কবলিত হইয়াছেন। "হায়! হায়! আমি অমূল্যনিধি পাইয়া হেলায় হারাইলাম! অথবা আমি মর্কট, মূল্যবান্ মুক্তার মর্য্যাদা কি করিয়া বুঝিব! কুসুমকলি কাননে ফুটিয়া কাননেই শুষ্ক হইল, কাহারও প্রত্যক্ষীভূত হইল না!" কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে বিমুখ হইয়া এইরূপে কেবল রোদন করিতে লাগিলেন।

মানব সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু আশা কখন পরিত্যাগ করিতে পারে না। কুমুদের এখনও মনে হইতেছে যে, পারুল মরে নাই জীবিত আছেন, অন্বেষণ করিলে পাইতে পারিব। শোক তাপ ত্যাগ করিয়া আর একবার উঠিলেন, পারুলের অনুসন্ধানে যাইতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু অকস্মাৎ আবার স্মরণ হইল, কোথায় যাইবেন? অমনি যেন সমস্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখিতে লাগিলেন।

ভাবিলেন, "যেরূপে হউক পারুলের সহিত সাক্ষাৎ করিব!" এইবার ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া "হা পারুল! কোথায় পারুল?" করিতে করিতে কক্ষভ্রষ্ট গ্রহের ন্যায়—উন্মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় লক্ষ্যশূন্য হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে কোথায় এমন এক জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন যে, আর তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিভাবরী অবসান হইলে, কুমুদের মাতামহী ও মাতুলানী প্রভৃতি প্রবুদ্ধ হইয়া দেখিলেন যে, কুমুদের শয়নমন্দির শূন্য —কুমুদ গৃহে নাই—গৃহদ্বার উন্মুক্ত। তখন তাঁহারা মনে করিলেন, হয় ত কোন কার্য্যের জন্য বাহিরে গিয়া থাকিবেন, তজ্জন্য উৎসুক নেত্রে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, ততই তাঁহাদিগের উদ্বেগ বাড়িতে লাগিল। সকল গৃহকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মধ্যাহ্ন সময় পর্য্যন্ত উৎকণ্ঠিত প্রাণে তাঁহার আগমন অপেক্ষায় পথপানে চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু কুমুদ আর ফিরিয়া আসিলেন না। ইহাতে সকলের মনে নানা প্রকার দুশ্চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল এবং তাঁহারা সর্ব্বদা অমঙ্গল আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে রামরতন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধা তাঁহাকে দেখিয়া আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না—"আমার কুমুদের কি হ'ল রে! বা-বা রে!" বলে কেঁদে ফেলিলেন। রামরতন যত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "কি হয়েছে?" ততই তিনি বলিতে লাগিলেন, "কুমুদের আমার কি হ'ল রে! বা-বা রে!" ইহাতে রামরতন বুঝিতে পারিলেন যে, কোন আকস্মিক অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া অনেক পুরবাসিনীর

নিকট সকল তথ্য বিশেষরূপে অবগত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, যে "বিপদ্ সাঙ্ঘাতিক বটে!" কিন্তু মনের কথা কাহাকেও না বলিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ একজন লোককে নারায়ণপুরে পাঠাইয়া দিলেন; তাহাকে যেরূপে হউক সেই দিনেই আসিতে হইবে, এই কথা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন।

অপরাহ্ন সময়ে লোক আসিয়া নারায়ণপুরে উপস্থিত হইল। এখানে শশাঙ্কশেখর বাবু তাহার কথায় প্রত্যয় করিলেন না; পরে যখন রামরতনের লিখিত লিপি পাঠ করিলেন, তখন কিয়ৎকাল হর্ষ এবং বিস্ময়ে পর্য্যাকুলিত হইয়া নিস্তব্ধভাবে রহিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "ইহাও কি আবার কখন সম্ভব বলিয়া বোধ হয়! আমি কি এমন পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি যে, আবার হারাধন ঘরে ফিরে পাব। সুহাসিনী আশা বিনোদিনী অমনি ধীরে ধীরে কহিলেন, "তোমার প্রাণ কুমারকে অচিরে প্রাপ্ত হইবে।" ইহাতে বৃদ্ধের মনে কতকটা ভরসা জন্মিল।

জগতের সমস্ত ব্যাপারই আশ্চর্য্য তাহাতে আর সন্দেহ কি! কুমুদ যে জীবিত আছে, এই সংবাদ অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিল। সকলেই যেন ইহা আকাশ কুসুমের ন্যায় বিবেচনা করিতে লাগিলেন। ক্ষত স্থানে লবণাক্ত দ্রব্য নিক্ষেপ করিলে যেরূপ যন্ত্রণা হয়, প্রাণপুত্র বিয়োগকাতরা যামিনীকুমারী কুমুদের জীবিত সমাচার শ্রবণে, উহা অলীক ভাবিয়া ধূলায় কোমলাঙ্গ বিলুণ্ঠিত করিতে লাগিলেন; কিন্তু যখন শুনিলেন, তাঁহার সহোদর রামরতন নিজ হস্তে

এই লিপি লিখিয়াছেন, তখন আর অবিশ্বাসের কোন কারণ রহিল না। মাতার নিকট পুত্রের মৃত্যু সংবাদ অপেক্ষা জীবিত সমাচার অধিকতর স্পৃহনীয়; সুতরাং যামিনীকুমারীর এক প্রকার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, কুমুদ এখনও মরে নাই, ধরাধামে আছে। শশাঙ্কশেখর তৎক্ষণাৎ চারিদিকে কুমুদকান্তের অন্বেষণার্থ বহুসংখ্যক লোক পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "যে কুমুদের সংবাদ আনিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ ১০০) শত টাকা পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া যাইবে। প্রেরিত লোক সকল পুরস্কারের লোভে চতুর্দ্দিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ অন্বেষণ করিতে লাগিল; কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য করিতে পারিল না।

এ দিকে পারুল জীবিতসর্ব্বস্ব কুমুদকান্তের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুধাবন করিতে লাগিলেন। অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, অনেক কাঁদিলেন, কিন্তু কিছুতেই কুমুদকান্ত ফিরিলেন না। এইরূপে চলিতে চলিতে কুমুদকে আর দেখিতে পাইল না—তিনি নিবিড় বনের মধ্যে কোথায় যে প্রবেশ করিলেন, কোন পথ দিয়া যে গমন করিলেন, তাহার আর নির্ণয় করিতে পারিলেন না। তখন আরও অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং প্রাণপণে কুমুদের উদ্দেশে ছুটিতে লাগিলেন। কয়েক দিবসের উপবাসে এবং পথপর্য্যটন জনিত পরিশ্রমে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন, আর চলিতে পারিলেন না, এক স্থানে বসিয়া পড়িলেন এবং দুর্ব্বিষহ জীবন-ব্রত-উদ্যাপন করিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন। বন্ধু বান্ধব-বিরহিত কুমুদ পরিবর্জ্জিত অসার জীবনকে

উদ্বন্ধন অথবা জলপ্রবেশ দ্বারা পর্য্যবসিত করিতে মনস্থ করিলেন।

অদূরে বনপ্রান্তে জল কল্লোলের কুল কুল ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে চলিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে এক ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুটিল গামিনী তরঙ্গিণী রঙ্গ ভঙ্গ করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছে। কাল জল রাশিতে পার্শ্বস্থিত পাদপগণের নিবিড় ছায়া প্রতিফলিত হইয়া আরও কৃষ্ণবর্ণ দেখাইতেছিল, পারুল তটিনী তটে উপস্থিত হইয়া প্রাণসর্ব্বস্ব কুমুদের প্রণয় পূর্ণ প্রীতিকার প্রশান্তমূর্ত্তিখানি জন্মের মত আর একবার হৃদয় মধ্যে অঙ্কিত করিয়া স্রোতস্বিনীর সুশীতলসলীলে বিরহ বিদগ্ধ-তাপিত জীবনের কঠোর জ্বালা নির্ব্বাণ করিবার মানসে জলমধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী হইয়া যেমন লম্ফপ্রদান করিতে গেলেন, অমনি অকস্মাৎ এক দিব্য লাবণ্য পরিবর্দ্ধিত সন্ন্যাসিনী সৌদামিনীর ন্যায় দ্রুতবেগে কোথা হইতে তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া জল নিমজ্জন মানসে লম্ফপ্রদায়িনী পারুলের বায়ুভরে উড্ডান আলুলায়িত কেশপাশ ধারণ করিলেন এবং তীরে উত্তোলন করিয়া জলদ গম্ভীর অথচ মৃদুস্বরে কহিলেন, "অয়ে বৎসে! কর কি? কোন অভিষ্টবস্তু লাভে বিমুখ হইয়া আজি অমূল্য জীবন রত্ন জলে বিসর্জ্জন দিতে যাইতেছ? সামান্য পার্থিবসুখের আশায় বঞ্চিত হইয়া আত্মহত্যা মহাপাপে লিপ্ত হইতে

যাইতেছ? আত্মহত্যা মহাপাপ তোমাকে সদ্বংশসম্ভূতা বুদ্ধিমতী বলে জ্ঞান হচ্ছে, হা মা! তুমি জানিয়া শুনিয়া কি বলিয়া সেই পাপে নিমগ্ন হইতেছ এ আশা পরিত্যাগ কর ধর্ম্মপথে মতি দাও মা হরমনমোহিনী তোমার মঙ্গল করিবেন।"

পারুল। মা সন্ন্যাসিনী! আমি আর কি আশায় প্রাণ রাখিব, আমার ন্যায় হতভাগিনীর বেঁচে থাকা অপেক্ষা মরণ শতগুণে ভাল। দেখুন মা! লোক পৃথিবীতে যার জন্য বেঁচে থাকে আমি সে সকল হইতেই বঞ্চিত হইয়াছি। শৈশবে পিতা মাতার কিরূপ আদর পিতা মাতা কিরূপ জিনিষ জানিতে পারিলাম না। পরগৃহে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছি, তার পর মা! আমি ধর্ম্মগৃহে স্বয়ং দেখিতেছি এবং ভাল লোকের নিকট শুনেছি পতিই স্ত্রীজাতির গতি— আমি যাকে পতিরূপে মনে মনে গ্রহণ করেছি তাঁকে যখন আমায় অরণ্যে ত্যাগ করে গেলেন, তখন আর বৃথা এ জীবন রাখবার প্রয়োজন কি মা?

সন্ন্যাসিনী। বৎসে! তোমার এই অমৃতমাখা কথাগুলি শুনে আমি বড়ই আহ্লাদিত হইলাম। আচ্ছা মা! তিনি না হয় তোমাকে ত্যাগ করেছেন; কিন্তু ঈশ্বর ত আর তোমাকে ত্যাগ করবেন না। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর যে তাঁহাকে আবার পরজন্মে পতিরূপে পাইতে পারিবে।

পারুল। মা! আমার আর বাঁচিবার সাধ নাই— সংসারে আমার যেন কেমন এক প্রকার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে, লোকালয়ে যাইতে আর আমার ইচ্ছা হইতেছে না।

সন্ন্যাসিনী। মা! আমার নিকট থাক আমি তোমায় গুরুমন্ত্রে দিক্ষীত করিব। আমি তোমার বল প্রকাশ করিতেছি, সে যদি তোমার সংসার ধর্ম্মে বৈরাগ্য জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে আমার সহিত থাক।

পারুল। মা! আমি আর লোকালয়ে যাইব না—তোমার সহিতই থাকিব।

পরে সন্ন্যাসিনী যখন পারুলের হস্ত ধারণ করিলেন এবং দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল লইয়া কাননপথে যাইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে সন্ন্যাসিনী পারুলকে বিমর্ষ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "বৎসে! সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও—তাহা হইলে অন্তিমে হরিপদে স্থানলাভ করিতে পাইবে।" পারুল সন্ন্যাসিনীর সহিত গমন করিতে লাগিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে এক পর্ব্বত গুহায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পারুলের মনে হইল যে সেই রাত্রে দস্যু তাড়িত হইয়া এই গুহাতেই আশ্রয় লইয়াছিলাম; কিন্তু কোন প্রাণীর সমাগম স্থির দেখিতে পান নাই। পারুল এতক্ষণ চঞ্চল চিত্ত ছিলেন, এখন কিছু সুস্থির হইয়া সন্ন্যাসিনীর আপদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিভূতি-বিভূষিত কলেবর আগুল্ফ লম্বিত জটাভার দিব্য জ্যোতিঃ শোভিত বদন সুধাকর এবং তাঁহার ধর্ম্মানুমোদিত সদ্ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার প্রতি পারুলের প্রগাঢ় ভক্তির উদ্রেক হইতে লাগিল। গুহার কোন নিভৃত স্থান হইতে সন্ন্যাসিনী মৃগচর্ম্ম বাহির করিয়া আনিলেন এবং তাহার উপর দুই জনে উপবেশন করিলেন। সন্ন্যাসিনী

তাঁহাকে নানা বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন, সে সকল পারুলের এত ভাল লাগিতে লাগিল যে, তিনি একাগ্রচিত্তে শুনিতে লাগিলেন। এইরূপে দুই চারি দিবস অতীত হইলে সন্ন্যাসিনী পারুলকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দিক্ষীত করিলেন এবং অবকাশ মতে উভয়ে বসিয়া ঈশ্বর বিষয়ক কথোপকথনে সময় যাপন করিতে লাগিলেন।

পর্ব্বত গুহা ব্যতীত তাহার কিছু দূরে একখানি পর্ণশালা ছিল। সন্ন্যাসিনী যখন দেখিলেন যে, পারুল সন্ন্যাসধর্ম্মে ব্রতী হইয়াছে, আর তাঁহার সংসারের প্রতি মতি নাই, তখন তিনি পর্ণশালায় যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং দিনান্তে একবার পারুলের সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিয়া যাইতেন।

এইরূপে পারুল সংসারের কঠিন মায়া শৃঙ্খল ছেদন করিয়া সন্ন্যাসিনী সাজিলেন। প্রভাতে উঠিয়া গঙ্গার নির্ম্মল সলিলে অবগাহন করিয়া আসেন, সেখান হইতে গঙ্গা অধিক দূর নহে। তিনি প্রায়ই সন্ন্যাসিনীর সহিত স্নানার্থ যাইতেন; কিন্তু কখন কখন একাকিনীও গমন করিতেন। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে এক দিন পারুল স্নানার্থ গমন করিলেন এবং স্নানাদি ও তদনুসঙ্গিক ক্রিয়া কলাপ সমাপন করিয়া তীরে উঠিলেন, কিছু দূর গমন করিলে অকস্মাৎ বনান্তরাল হইতে এক যুবক আসিয়া তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইল। তাহাকে দেখিয়া আমাদের অভিনব সন্ন্যাসিনী পারুলের মহা ভয় উপস্থিত হইল এরূপ পবিত্র ধর্ম্মে দিক্ষীত হইয়াও সংসারের বিভীষিকা আসিয়া তাঁহাকে আকুল

করিল। আপাদ মস্তক কাঁপিতে লাগিল, হৃদয়ের প্রত্যেক তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল আবার যেন দিবা আঁধার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যুবক সহাস্য বদনে কহিল। "আমি সাজব প্রেমের সন্ন্যাসী—দুজনে হব প্রাণ কাননবাসী, আজি কি সুপ্রভাত আবার কি শুভাদৃষ্ট আমি কত ভাগ্যফলে আজ আবার হারারত্ন পেয়েছি আর ওসব কেন কোমলাঙ্গে ছাই মাথা কেন? ওসব পরিষ্কার করে ফেল তোমার সোণার দেহে ছাই দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, এস আমি সব পরিষ্কার করে দেই" এই বলিয়া যুবক বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা পারুলের মুখখানি মুছাইয়া দিতে গেলেন, অমনি পারুল পশ্চাৎভাগে সরিয়া গিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "দেখ ভাই অর্দ্ধেন্দু আর কেন যথেষ্ট হয়েছে, তুমিই আমায় সংসার সুখে বিরাগিনী চিরদিনের জন্য দুঃখিনী এবং পরিশেষে বনবাসিনী করিলে! তাতেও আমি দুঃখি নহি, আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহাই হইয়াছে, আমি ইহাতেই বেশ সুখে আছি। আবার আমার এ সুখে ও বাধা দিতে এলে কেন?" পারুলের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই অর্দ্ধেন্দু পারুলের হস্ত সজোরে ধরিলেন। পারুল বামহস্তে ত্রিশূল ধরিয়া সদর্পে কহিলেন, শীঘ্র আমার হাত ছাড় নতুবা এই ত্রিশূল দ্বারা তোর বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিব। পারুল ত্রিশূল উদ্যত করিলেন; কিন্তু অর্দ্ধেন্দুও ত্রিশূল ধরিয়া ফেলিলেন। তখন পারুল নিরুপায়, বলিতে লাগিলেন, "কে কোথায় আছ আমায় রক্ষা কর দুষ্টের হাতে বুঝি আর রক্ষা নাই।" নেপথ্যে প্রতিধ্বনিত হইল, "ভয় নাই, ভয় নাই।" আখাস

বাক্য বায়ু রাশির সহিত মিশাইয়া যাইতে না যাইতে কুমুদ কান্ত কৃতান্তের ন্যায় এবং উলঙ্গ কৃপাণ উদ্ধৃত করিয়া সেই দিকে আসিতে লাগিলেন। কিন্তু আসিবার পূর্ব্বেই পাপিষ্ঠ অর্দ্ধেন্দু কটিদেশ হইতে এক গুপ্তছুরিকা বাহির করিয়া পারুলের সুকোমল বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। হৃদয়ন্তর ভেদ করিয়া শোণিত ধারা পড়িতে লাগিল। পারুল "প্রাণ যায় বলিয়া ক্ষিতিতলে বৃক্ষচ্যুত বনলতিকার ন্যায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। অর্দ্ধেন্দুর নিজ বাসনা সকলের অন্তরায় উপস্থিত দেখিয়া এবং কুমুদের উপর ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া পারুলকে নিধনপূর্ব্বক পলায়ন করিতে বাসনা করিলেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহারও জীবনলীলা শেষ হইয়া আসিল। কুমুদ কোষোন্মুক্ত অসি দ্বারা এক আঘাতেই তাহাকে দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং দ্রুত পদে পারুলের নিকট আসিয়া তাঁহাকে কোলের উপর গ্রহণ করিলেন। রক্তাক্ত কলেবর প্রণয়িনীরে হৃদয়ে ধারণ করিলেন. প্রভুত পরিমাণে শোণিত ধারা বহির্গত হওয়াতে শরীর অবশ হইয়া আসিয়াছিল, বাকশক্তি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল। দারুণ যন্ত্রণাতে অধীর হইয়াও চরম সময়ে কুমুদকে দেখিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। তাঁর এই শেষ সময়ে অনিমিষ নয়নে—আকুল পরাণে চিরপ্রার্থিত কুমুদের বদন শশধর পানে অনিমিষ নয়নে তাকাইয়া রহিলেন। কথা কহিবার শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু তাহার স্থির নেত্র—কুমুদের প্রতি সরল দৃষ্টি দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন তিনি বলিতেছেন, "হৃদয় বল্লভ এ

জীবনের সাধ কুরাল যদি আবার পর জন্ম গ্রহণ করি তাহা হইলে যেন তোমাকেই পতিরূপে পাই, এই সময়ে তাঁহার চক্ষু দুটি দিয়া দুইটি জলধারা বিগলিত হইয়া গণ্ডস্থলে পতিত হইল, কুমুদ বস্ত্রাঞ্চলে ধীরে ধীরে মুছাইয়া দিলেন। লক্ষ্য করিয়া দেখিলে স্পষ্ট দেখা যাইত যে সেই সময়ে তাঁহার অধর যুগলে একটু হাসির ছটাও বিকাশ পাইয়াছিল। এইরূপ একটুকু হাসিয়া অকাল মৃত্যুকেও সুখকর ভাবিয়া—একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া চিরদিনের মত ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন; কিন্তু চক্ষু দুটি আর নিমীলিত হইল না, কুমুদের প্রতিই সরল ভাবে রহিল।

কুমুদ প্রাণ প্রতিমাকে ইহ জন্মের মত হারাইয়া উন্মত্তের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং পারুলের মৃতদেহ বক্ষে ধারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ অধরে চুম্বন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে মনের মধ্যে কি এক প্রকার ভাবের উদয় হইল, পারুলকে ত্যাগ করিয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তারপর তাঁহার কি হইল—এবং নারায়ণপুরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন কি না কেহ তাহা বলিতে পারে না।

অর্দ্ধেন্দুর দ্বি খণ্ডিত কলেবর ধরায় বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। অর্দ্ধেন্দু দস্যুদিগের কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হইয়া তথায় কিছুদিন বাস করেন, পলায়িত হইবার কথা সম্রাটের কর্ণে প্রবেশ করে এবং তিনি তাহাদিগের কোথায় আড্ডা আছে তাহাও জানিতে পারিয়া বাঙ্গলার সুবাদার যে তাহাকে ধরিবার জন্য আজ্ঞা করেন। তদনুসারে তিনি সৈন্য পাঠাইয়া, তাহাদের বন অবরোধ করেন; কিন্তু

তাহারা পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই অবসরে অর্দ্ধেন্দুও মুক্তিলাভ করে এবং বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গাতীরে পারুলের সাক্ষাৎ লাভ করে। পরিশেষে কুমুদের তরবারে দ্বিখণ্ডিত হইয়া পাপ জীবনের প্রায়শ্চিত্ত করিল।

শশাঙ্কশেখরের প্রেরিত লোক সকল কুমুদের কোন উদ্দেশ না পাইয়া নানায়ণপুরে প্রত্যাগমন করিল এবং সকলে কুমুদের মৃত্যু স্থির নিশ্চয় জ্ঞান করিতে লাগিল।

সমাপ্ত।

এস, পিলার্ড এণ্ড কোং

সত্বাধিকারীগণ

শেট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং।

৩৩৭ নং গরাণহাটা,—কলিকাতা।

পুস্তক বিভাগ।—আমরা স্কুলের সকল প্রকার ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত পুস্তক সরবরাহ করিয়া থাকি ইহা ব্যতীত হিন্দি, মুসলমানি, উপন্যাস, নাটক, নভেল, প্রহসন, চুটকিগল্প, মজার কথা, গুপ্তকথা, রহস্য, কৌতুক, পাঁচালী, টপ্পা, সঙ্গীত, গীতাবলী, পাক-সম্বন্ধীয়, অর্থ পুস্তক, পঞ্জিকা, স্ত্রীপাঠ্য, ক্রিড়া, কাব্য, সংহিতা, তন্ত্র, স্মৃতি, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, গীতা, আইন ইত্যাদি পুস্তক এবং পট বা চিত্র, চেক, দাখিলা, সকল প্রকার ভ্যালুপেয়েবলে পাঠাইয়া থাকি।

উপন্যাস।

দেবী চৌধুরাণী	২)
বিষবৃক্ষ	১।০
মৃণালিনী	১।০
কপাল কুণ্ডলা	১।০
আনন্দ মঠ	১।০
স্বর্ণলতা	১৵০
স্বর্ণবাই	।০
দুর্গেশ নন্দিনী	১।০
মনোরঞ্জন উপন্যাস	।৵০
ধীরেন্দ্র বিনোদিনী	।৵০
সুরসুন্দরী	৸০
রাণী দুর্গাবতী	।৵০
কিরণবালা	।৵০
প্রেম উপন্যাস	।৵০
তিনটি মেয়ে	।৵০
সচিত্র মানব জীবন	।৵০

দুই বোন	I৶০
লীলাময়ী	II০
আরব্য উপন্যাস	I০
পারস্য উপন্যাস	I৵০
তুরস্ক উপন্যাস	I৶০
রাজকুমার	I০
হাতেমতাই গল্প	I০
গোলেবকাওলী	I০
শুক শারি উপন্যাস	১৶০
আত্মহারা প্রেমিক	I০
গুপ্ত বৃন্দাবন	II৵০
বুদ্ধদেব চরিত	II৶০
প্রেম ভিখারিণী	I০
সুরবালা	I০
পাগলিনী	I৵০
পারুলবালা	I৵০
পাঁচটি মেয়ে	I৶০
প্রেমের হাট	I০
সরোজ প্রতিমা	I৶০
রাণী হেমাঙ্গিনী	I০
নরেশনন্দিনী	I০
দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন	২I০
অনন্ত লীলা	৸০
কমলক মারী	I/০
সৌরাণী	I৶০
কনক প্রতিমা	I০

কাব্য ও কবিতা।

মেঘনাদবধ কাব্য	২৲
ব্রজাঙ্গনা কাব্য	I০
বীরাঙ্গনা কাব্য	I০
তিলোত্তমা কাব্য	১৲
সুরধুনি কাব্য	I৶০
জামাই ষষ্ঠী	৵০
দ্বাদশ কবিতা	১৲
নূতন কবিতা	I০
পলাসির যুদ্ধ	১৲
চতুর্দ্দশ কবিতা	১৲

গীতাভিনয়।

দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ	১I০
বিজয় চণ্ডী	১I০
ভরত আগমন	১I০
ভীষ্মের শরশয্যা	১I০
কর্ণবধ	১I০
সীতা হরণ	১৲
কমলে কামিনী	১৲
নরমেধ যজ্ঞ	৸৶০